সঙ্গীতসুধাকর।

প্রথম ভাগ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

মহ্তাব্চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৭।

সংগীত সুধাকর।

প্রথম ভাগ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯১।

সঙ্গীত সুধাকর।

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা।

যাহার কারণে দেশে দেব ঘুরে দেশান্তর।
সে না জানে মর্মান্তর ভাবে ভাবে ভাবান্তর॥
আত্ম জনে করি পর, আত্ম জন হবে পর,
না ভাবিলাম আত্ম পর, বিধিমতে মতান্তর॥ (১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দেখা দাও চলে যাও এ কেমন ব্যবহার।
ক্ষণেক দেখিলে প্রিয়ে এ দুঃখে পাই নিস্তার॥
যদিও জেনেছি মনে, বাঁধা আছ অন্য জনে,
আমি থাকি তব ধ্যানে, ইহা কি হয় বিচার॥ (২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে কহিব তারে পর সে যে নিতান্ত আপন।
মন সমর্পণ যারে সে প্রিয় প্রেমভাজন॥
মনোভ্রমে কি শয়নে, তিলার্দ্ধ না ভোলে মনে,
সে জনে কেমনে মনে, ভাবি বল পর জন॥ (৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে দেখে মন ভুলিল মিলন তার কি হবে।
ভালবাসা এত জ্বালা কে জানে দুঃখ সম্ভবে॥
যদিও বুঝেছি সার, সে মিলন হওয়া ভার,
তথাচ নাহি নিস্তার, ভেবে ভেবে প্রাণ যাবে॥ (৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমি যে তায় ভালবাসি সে কি তাহা জানে মনে।
জানিলে সে দেখা দিত কোন ছলে সঙ্গোপনে॥
বুঝি পটু নহে প্রেমে, কিম্বা নিজ মনোভ্রমে,
গুরু জন ভয় ক্রমে, বঞ্চিত করে মিলনে॥ (৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করা এ কি দায় মহাদায় গো।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে এ দুঃখ কহিব কায়॥
তার বিরহ বেদনা, আর যে প্রাণে সহে না,
ভ্রমেও মনে করে না, কি করিব হায় হায়॥ (৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসা এ কি দায় এ কি দায় গো।
পর প্রেমে পরে বুঝি পরে পরে মান যায়॥
দেখিব না করি মনে, না দেখিলে মরি প্রাণে,
এমন হয় কেমনে, এ সব কহিব কায়।
সে যদি রহে অন্তর, ভাবিত হয় অন্তর,
পাছে করে ভাবান্তর, মন্নান্তরে না সুধায়॥
থাকে যদি তাঁর প্রেম, যায় এ কুল সম্ভ্রম,
না ছাড়িব প্রেম ক্রম, ভ্রমেও ভুলিব না তায়॥ (৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কোথা যাও স্থির হও ক্ষণেক দেখি বিধুমুখী।
অধিক বাসনা নাহি তিলার্দ্ধ হইব সুখি॥
এ কি তব ভার বোধ, নাহি রাখ অনুরোধ,
এত তার উপরোধ, যাবে কি হে করি দুখি॥ (৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কবে আর বল তার কোথা পাব দর্শন।
চকিতে হরিল মন নাহি পাই নিদর্শন॥
কি বা তন্ত্র মন্ত্র জানে, দেখিলে জুড়াই প্রাণে,
কে জানে কেমন গুণে, করিল মন আকর্ষণ॥ (৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার সুখে সুখি হই যার দুঃখে দুঃখি রই।
অন্যে না মন উল্লাসে সেই প্রাণের প্রাণ বই।
হর্ষিত যার আহ্লাদে, বিষাদি যার বিষাদে,
সে বিরাজে মম হৃদে, অপরের কভু নই॥ (১০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহারে ভাবিয়ে ভাবনা হলো স্বভাব।
ভাবুক জনের ভাব সেই ভাবে পর ভাব॥
অধীনে সে পর ভাবে, অধীন আপন ভাবে,
কিন্তু সে তা নাহি ভাবে, এ কি সুজনের ভাব॥ (১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে সে জনে জানাব সখি মম ভালবাসা।
সতত হুতাশ প্রাণে প্রিয় জনে করি আশা॥
আমি যে তার প্রেমে রতা, কে কহিবে এ বারতা,
সদা মনে অধীরতা, নিতান্ত ভেবে নিরাশা॥ (১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে মম প্রিয়জন প্রাণের অধিক ধন।
কেমনে ভুলিব তারে সে যে সাধন সাধন।
এত তিরস্কার ঘরে, পরে অনাদর করে,
তবু মম দুঃখ হরে, হেরিলে তার বদন॥ (১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কতই সহিব আর প্রেম দুঃখ মনে মনে।
সেত তাহা নাহি জানে জানাব তারে কেমনে॥
এত যে তায় প্রাণ পণে, ভালবাসি সযতনে,
তার যত্ন পর জনে, অযত্ন অধীন জনে॥ (১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার ভাবে ভাবিত কে করে তারে বিদিত।
ঘটিল আমার পক্ষে যথা অরণ্যে রুদিত॥
মনো ভাব কব কারে, কেমনে জানাব তারে,
কে তারে কহিতে পারে, যে ভাব মনে উদিত॥ (১৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দোষে দুষুক দেশে দ্বেষে তাহার কারণে।
সব অপমান সব কলঙ্ক না ভাবি মনে॥
পরিজন প্রতিবাদি, প্রতিবাসি তাহে বাদি,
ভালবাসে সেই যদি, কাতর না হব প্রাণে॥ (১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে ভালবাসিয়ে মন তার পেলেম না।
তথাপি দেখিলে তারে ভুলে যাই সব যাতনা॥
মনে করি দেখিব না, সে ভাবনা ভাবিব না,
কোন কথা কহিব না, দেখে সে ভাব থাকে না॥ (১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে এত দূষিত মনেতে তাহা ধরিনে।
না দেখে ব্যাকুল হই ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে॥
যদি রুষ্ট কথা কই, তাহে পুন দুঃখি হই,
আপনার বস নই, তবু দ্বিভাব করিনে॥ (১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম ব্রত কৈ আমার হলো উদযাপন।
ব্রতী হয়ে প্রতিহিংসা সে যে করিল এখন॥
প্রেম ব্রতে হয়ে ব্রতী, না জানি প্রেম পদ্ধতি,
উচ্ছেদ হলো সম্প্রতি, গেল সে ব্রত সাধন॥ (১৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন দিয়েছি যাহারে সে মন দিয়েছে পরে।
খলের প্রকৃতি এমন কি দশা ঘটায় পরে॥
প্রেম না করিয়ে আগে, ছিলাম কুল অনুরাগে,
পরিজন পরিত্যাগে, মান গেল অতঃপরে॥ (২০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে আমার হইবে এমন কপাল কোথা পাব।
সখার মিলন লাগি বল সখি কোথা যাব॥
যখন প্রাণনাথ গেলো, বোধ হলো প্রাণ গেলো,
এখন না ফিরে এলো, সখি কি তারে হারাব॥ (২১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেন তাহারে ভাবিবে সে যে তোমারে ভাবে না।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দিয়ে গেলো, সে মনে করে না॥
ডুবায়ে দুঃখ সলিলে, কোথা সেই গেল চলে,
বৃথা রোদন করিলে, সে আর দেখা দিবে না॥ (২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে তোমার দশা তার এমন করা কি বিধান।
বুঝিলাম মনে নাহি দয়ারে দিয়েছ স্থান॥
যে জন তোমার হয়, দুঃখ তারে দেওয়া নয়,
সহিব বল্যে কি সয়, প্রাণে এত অপমান॥ (২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে তারে কহিয়ে প্রকাশ কর প্রেম কথা।
প্রেম যে মহাপদার্থ গোপনে রাখ সর্ব্বথা॥
মহামন্ত্র প্রেম মণি, প্রকাশেতে তেজো হানি,
যে হয় প্রেমিক জ্ঞানি, মাহাত্ম্য না করে বৃথা॥ (২৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম ধন কি সবে পায় বল অনায়াশে।
যত্ন বিনা রত্ন কোথা কে পাবে বিনা আয়াসে॥
প্রণয় ধন আকর, পাওয়া অতি সুদুষ্কর,
খুজিলেও নিরন্তর, লভ্য না হয় প্রয়াসে॥ (২৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহ জ্বালা সতত হলো সখি মহাদায়।
অসহ্য হয়েছে প্রাণে কব কারে হায় হায়॥
শঠেরি মহাচাতুরি, না জানিয়ে প্রেম করি,
মনে যে গুমুরে মরি, বুঝি এবে প্রাণ যায়॥ (২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি করিবে দেশে দ্বেষে কেবল তব ভরসা।
বলে বলুক্ ঘরে পরে করে করুক্ বচসা॥
কলঙ্কেতে কলঙ্কিত, তিরস্কৃত যথোচিত,
তাহে কভু নহি ভীত, প্রেমে না হব নিরাশা॥ (২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে ব্যভার করেছে সখি আমার সহিত।
জানিলাম নহে তার কদাচিত সুচরিত॥
যদি তার প্রেমে ব্রতী, হয়ে ছিলাম সম্প্রতি,
তথাপি হই কুলবতী, এই কি তার উচিত॥ (২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত কি ভার হলো প্রাণ মম সহ প্রেম রাখা।
কি বা মনে করি হেথা আজ্ আসি দিলে দেখা॥
কাহারো কি উপরোধে, কিম্বা প্রাণ নিজ সাধে,
অথবা তারি বিরোধে, আসিয়াছ হেথা সখা॥ (২৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বল প্রাণ কি পারে প্রেম রাখিতে সকলে।
সক্ষম হইবে তবে প্রণয় মর্ম্ম বুঝিলে॥
প্রেম যে কেমনে হয়, তাহা যেই রূপে রয়,
শেষে কোথা পায় লয়, তিন দশা না জানিলে॥ (৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম সাধ আমার এবে হলো সমাধান।
মুগ্ধ হয়ে উচিত কি করিতে পারি বিধান॥
নিরবধি সঙ্কোচিত, পাছে হয় বিষাদিত,
তথাপি সেই বিরত, এত যে হই সাবধান॥ (৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন তার বস কার জানা ভার গো।
চতুর অন্তর বোঝা বোঝার মত ভার গো॥
আমারে যে ভালবাসা, সে কেবল মুখে ভাষা,
অন্তরে অপরে আশা, আছে বুঝি তার গো।

যদি সে না ভালবাসে, কেন তাহা না প্রকাশে,
মুখে অমৃত সম্ভাষে, চাতুরি ব্যভার গো॥
অবলা সরলা নারী, চাতুরি বুঝিতে নারি,
উপায় বল কি করি, কি হবে আমার গো॥ (৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমি তার সে আমার জেনো সার গো।
গঞ্জনা লাঞ্ছনা সওয়া প্রেমে না হয় ভার গো॥
তারে সদা ভালবাসি, তাহার সন্তোষে তুষি,
তবে কেন সবে দ্বেষি, হয়ে করে তিরস্কার।
আমাদের প্রেমে যদি, সবে হয় প্রতিবাদি,
সদা অনুকূল বাদি, হইয়ে রহিব তার॥
হাসে যদি পরিজনে, লজ্জা দেয় সব প্রাণে,
তথাচ ক্ষন্ত এ মনে, কদাচ না হব আর॥ (৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম দায় এ কি দায় কব কায় গো।
মন চায় সদা যায় সে না সুধায় কথায় গো॥
আমারে করি বঞ্চিত, পর প্রণয়ে বাঞ্ছিত,
যে ছিল মনে সঞ্চিত, লাঞ্ছিত করিল তায়।
এ প্রেমে মম নিস্তার, পাওয়া অতি সুদুষ্কর,
কহিব কারে বিস্তর, প্রেমে বুঝি প্রাণ যায়॥
এত যে লাঞ্ছনা প্রেমে, না জানিতাম কোন ক্রমে,
মজিলাম মনো ভ্রমে, হায় হায় হায় গো॥ (৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহার লাগি দুষিত সে যে দোষারোপ করে।
কুল ত্যজি যার জন্যে সেই যে ত্যজে আমারে॥

নিন্দনীয় যার লাগি, সে আমারে পরিত্যাগী,
তবু মন অনুরাগী, কি জন্য হয় তাহারে॥ (৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করা যার দায় তার দায় গো।
অপরের কি বা ক্ষতি কি বা আসে যায় গো॥
যার জ্বালা সেই জানে, গঞ্জনা দ্যায় আত্ম জনে,
পরে হাসে মনে মনে, ডেকে না সুধায় গো।
তিরস্কার যথোচিত, সব কত অনুচিত,
কি করিব সমুচিত, মর্ম্ম ব্যথা কব কায়॥
লোকত এ হল দায়, মন কত দিকে ধায়,
সুস্থির নহে চিন্তায়, বিহিত কি করি হায়॥ (৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

রসরাজ জানিয়ে করেছিলাম রসালাপ।
কে জানে সে প্রেমে এখন করিতে হবে বিলাপ॥
রসিক সুজন হবে, স্বজন লইয়ে রবে,
ক্রমে প্রেমোন্নতি হবে, তাহা হলো অপলাপ॥ (৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম ঘটনা সময়ে বিচ্ছেদ হবে কে জানে।
সমভাবে থাকে প্রেম আগে হয়েছিল মনে॥
কিছু দিন সুখে কাটে, ক্রমে অযতন ঘটে,
পরে তুচ্ছ বাক্যে চটে, বিভিন্ন হয় দুজনে।
পূর্ব্ব ভাব থাকে যত, তাহাতে হয়ে বিরত,
উভয়েতে বৈরি মত, কেহ না চায় কারো পানে॥
যত থাকে আঁটা আঁটি, কাঁদিয়ে ভিজায় মাটি,
পরে নামে কাটা কাটি, কে কোথা রয় স্থানে স্থানে॥ (৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রথম প্রেম ঘটনায় যেরূপ উৎসাহ হয়।
ক্রমশ মনো মালিন্যে সে উৎসাহ নাহি রয়॥
যারে না দেখিলে মন, সদা হতো উচ্চাটন,
সে ভাব কোথা এখন, কথা মাত্র নাহি কয়।
সুখে যায় দিন কত, প্রথম মিলন মত,
কোথা আর মন তত, যাতে হবে প্রেমোদয়॥
ভালবাসা যাউক্ দূরে, ডেকে না সম্ভাষ করে,
কিছু নাহি থাকে পরে, ক্রমে প্রেম পায় লয়॥ (৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কে তারে কহিবে মন যাতনা আমার।
ভাবনা স্বভাব হলো সুখ হলো দুঃখ সার॥
দেখা হলে তারে কব, মনের যাতনা সব,
আর কত সয়ে রব, ঘরে পরে তিরস্কার॥ (৪০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেবা তারে কহিবে আমার দুঃখ সকল।
কিরূপে কাহারে কব ভাবিয়ে সদা চঞ্চল॥
যাহার লাগি দুঃখিত, সে যদি তাহা জানিত,
না হইতাম বিষাদিত, মন না হতো বিকল॥ (৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসা এ কি দায় একি দায় গো।
না হেরি থাকিতে নারি যেন প্রাণ যায় গো॥
যারে প্রাণে ভালবাসি, তারে সবে করে দোষী,
প্রতিকুল প্রতিবাসি, কুকথা রটায় গো।

যার জন্যে এই দশা, ভার হলো তার আসা,
রহিল মনে পিপাসা, এ দুঃখ কই কায় গো ॥
সদা চিন্তা যার লাগি, যার প্রেমে অনুরাগী,
পাছে সে হয়ে বিরাগী, দেশান্তরে যায় গো ॥ (৪২)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

যদি নাহি ভালবাস, দুঃখ নাহি ভাবি তাহে।
সেই মম তুষ্টিকর, তুমি তুষ্ট থাক যাহে ॥
অপরে যে আছ তুষ্ট, সে আমার দুরদৃষ্ট,
তথাপি আমি সন্তুষ্ট, দেখা মাত্র যদি রহে ॥ (৪৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঠেকেছি ঠেকেছি সখি, শঠসনে প্রেম করি।
নিস্তার নাহিক দেখি, উপায় বল কি করি ॥
একে পরাধীনা নারী, প্রকাশ করিতে নারি,
কর্ম্মদোষে আপনারি, যেন পঙ্কে বদ্ধ করি ॥ (৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আসিবে দর্শন দিবে মনে হয়্ কি বলেছিলে।
বল না প্রাণ এখন কার কথায় নাহি এলে ॥
তব কথায় ভর করি, আসামাত্র ধ্যান ধরি,
পথ যে চাহিয়ে মরি, কত কালে দেখা দিলে ॥ (৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আস্‌ব বল্যে সেই গেলে প্রাণ আশাতে রাখিয়ে।
আশ্বাসে রহিলাম তব আসাপথ নিরখিয়ে ॥
এখনি আসিব বলি, প্রাণ সেই গেলে চলি,
বুঝেছি কথা সকলি, এই দেখা সেই গিয়ে ॥ (৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নাশিবে কে বল, এই বিরহ যাতনা।
কে শীতল করে আঁখি, তাহার দর্শন বিনা॥
মম হৃৎপদ্ম যারে, বিকসিত হয় হেরে,
তার করে নাশ করে, যত হৃদয় বেদনা॥ (৪৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কার আদরে ছিলে ভুলে প্রাণ এ অধীনে।
ভাল ত ছিলে হে সখা কষ্টে রাখি এই দীনে॥
আমি ভাবি নিশি দিনে, দিন যুগ সম জ্ঞানে,
তুমি হে নিশ্চিন্ত মনে, ছেড়ে রহিলে কেমনে॥ (৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দেখিয়ে মন ভুলিল কোথা পাব তার দেখা।
সদা মন উচ্চাটন দুষ্কর সুস্থির রাখা॥
না জানিয়ে না শুনিয়ে, মন যে গেল ভুলিয়ে,
কপালে এই ছিল লেখা॥ (৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কে তারে মোহিল আমার দেখি অনাদর।
আদরে রেখেছে সে যে এই মম তুষ্টিকর॥
নূতন প্রণয়পাশে, বদ্ধ হয়ে অনায়াসে,
আছয়ে তাহারি বশে, অধীনে করি অন্তর॥ (৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আসিব আসিব এই বল্যে গিয়েছিল।
কার প্রেমে বশ হয়ে আমারে ভুলে রহিল।
তার আসাপথ চেয়ে, সদা থাকি দুঃখ সয়ে,
সে ত রহিল ভুলিয়ে, ফিরে দেখা নাহি দিল॥ (৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জানে কি না জানে মম দুঃখ তারে কে কহিবে।
সব সব প্রাণে সখি যত দূর প্রাণে সহিবে॥
প্রকাশ করিয়ে বলা, নাহি পারে কুলবালা,
গুমুরে তাই সহি জ্বালা, মনে ঐ ভাবনা ভেবে॥ (৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমন আছ বল্যে প্রাণ আর আমায় সুধায়োনা।
যেমন রেখেচ তুমি আহা তাহা কি জান না॥
কভু কি ভেবে দেখেচ, ভাল কি মন্দ রেখেচ,
মুখে কেন জিজ্ঞাসিচ, মনে তা বুঝে দেখ না॥ (৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুধাতে কি দোষ প্রিয়ে অধীনে বল না তাহা।
পরিচিত জনে দেখি রীতি আছে কথা কহা॥
আমি তব অনুগত, ছিলাম আছি সতত,
নাহি ভেব অন্য মত, স্বরূপ জানিবে ইহা॥ (৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম কর তার সনে যথায় রহিবে প্রেম।
সেই জনে মন দিলে নাহি হবে ব্যতিক্রম॥
তাহারে বাসিলে ভাল, প্রকাশিবে প্রেম আল,
সুখে যাবে সর্ব্ব কাল, এতে না বুঝিবে ভ্রম॥ (৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পরস্পর মন দিলে রবে প্রেম সমভাবে।
চির দিন উভয়েরি সুখেতে জীবন যাবে॥
প্রেম রইলে চির কাল, লোকে শুনে বলে ভাল,
নতুবা সে প্রেম কাল, কষ্ট দ্যায় সর্ব্বভাবে॥ (৫৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নব প্রেমে ব্রতী নাহি জানি প্রেম পরিচ্ছেদ।
কি রূপে বা স্থায়ী হয় কি দোষে ঘটে বিচ্ছেদ॥
ভবিষ্যতে কে জানিবে, প্রণয়ে যে কি ঘটিবে,
সুখ কিম্বা দুঃখ দিবে, অথবা হবে উচ্ছেদ॥ (৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জানিব না কভু আমি সে যে আছে কি স্বভাবে।
রাখিব না আর সখি তারে সেই প্রেমভাবে॥
করিব না তারে মনে, হেরিব না দুনয়নে,
শুনিব না কথা কাণে, রব না সে সংস্রবে॥ (৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এখন এ দিন আমার সহন হইল ভার।
ছিল যত মন তার তেমন নাহিক আর॥
তার প্রেমে হয়ে হীন, ভাবিতেছি নিশি দিন,
থাকি সদা যেন দীন, দেখিব বল্যে ব্যভার॥ (৫৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেহ কি দোষ দিতে পারে সতর্কে প্রেম করিলে।
কুলে রবে তারে পাবে ধৈর্য্য ধরিয়ে রহিলে।
কুলে থাকি প্রণয়েরে, রাখিলে গোপন কোরে,
বিনাশ নাহি সত্বরে, বিপদ প্রকাশ হলে॥ (৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার দোষ নাহি ধরি তার রোষে নাহি রুষি।
আপন মান ত্যজিয়ে তার মন সদা তুষি॥
মনে করি নিরবধি, যেন কত অপরাধি,
আপন ভাবিয়ে সাধি, হয়ে তার অভিলাষি॥ (৬১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি যদি আমার হবে তবে কেন পরে রত।
কেমনে বলিব আর আমারি আছ নিয়ত।
নব প্রেম অনুরাগে, কত বল্যে ছিলে আগে,
সেই কথা মনে জাগে, লজ্জা আর দিব কত॥ (৬২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি যদি ভালবাস তবে কেন দুঃখ পাই।
বলিতে পার কি প্রাণ ইহার হেতু সুধাই॥
ঘরে পরে নাহি জানে, প্রেম আছে সঙ্গোপনে,
অথচ অসুখি মনে, সদা থাকি ভাবি তাই॥ (৬৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে ভুলিব তারে সে যে আমায় ভালবাসে।
যায় যাবে কুল শীল থাকিব তাহারি আশে॥
মনের সুখেতে সুখ, মনেরি দুঃখেতে দুঃখ,
কেন হইব বিমুখ, গুরুজনের কটুভাষে॥ (৬৪)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ঠুঙ্গরি।

প্রথম প্রথম কত ভালবাসিত আমারে।
পুরাতন হয়ে প্রেম সিথিল হইল পরে॥
মম মন তারে চায়, সে তো ভাবে না আমায়,
এ যে প্রেম হলো দায়, প্রকাশি কহিব কারে॥ (৬৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কখন জানিনে প্রেম করা এত দায়।
মানে থাকা হলো ভার না বুঝে মন দিয়ে তায়॥

না দেখিলে দুঃখ মনে, দেখিলে যে মজি মানে,
উভয় সঙ্কট প্রাণে, কি করি উপায় হায় ॥ (৬৬)

রাগিণী ঝিঁজুটীখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মনে কর প্রথমে প্রেম কিরূপ ছিল হে সখা।
সেরূপ বিরূপ এখন নাহি পাই তব দেখা ॥
তুমি আমি সেই হই, সে মন এখন কই,
কেবল কথায় বৈ, নাহি দেখি মন রাখা ॥ (৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সরলতা চতুরতা প্রিয়ে তব সব জানি।
উচিত করা দুষ্কর, তাই সহি যত শুনি ॥
সহিব সহাব মনে, রাখিব সব গোপনে,
যতনে বুঝাব প্রাণে, নাহি হব অভিমানী ॥ (৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

স্বরূপ কহ না প্রাণ মন দিলে কারে হে।
বিরূপ এ প্রেমে দেখি তোষ গিয়ে তারে হে ॥
হয়ে যার অনুরাগী, অধীন প্রেমে বিরাগী,
কেবা সে তব সোহাগী, ভালবাস যারে হে ॥ (৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সরলে কুটিলে কোথা প্রেম থাকে বহু দিন।
উভয়ের ভিন্ন ভাবে ছিন্ন মনে ক্রমে ক্ষীণ ॥
প্রেম সমানে সম্মানে, উন্নত হয় দিনে দিনে,
বিপরীত সংঘটনে, সে প্রেম হয় মলিন ॥ (৭০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনে কি আছে হে সখা তব প্রথম মিলন।
হাতে চন্দ্র আনি দিব কহিতে প্রাণ তখন॥
যথা যাইতাম আমি, হতো প্রাণ অনুগামী,
এখন গরজে তুমি, দিতে এস দরশন॥ (৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি চিহ্নে বুঝিব প্রাণ তুমি আমায় ভালবাস।
মৌখিক ওরূপ ভাব সকলে করে প্রকাশ॥
মন দেখিবার নয়, কেমনে প্রত্যয় হয়,
কল্পনায় কত কয়, তাহাতে কিবা বিশ্বাস॥ (৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি মম কোন কথা সুধায় সে তোমারে।
কহিও আছে তেমন যেমন রেখেছ তারে॥
ভাল যদি রেখে থাক, মনে বুঝে দেখনাক,
নতুবা তার বিপাক, হতে পারে কি না পারে॥ (৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অপমান তবু প্রাণ তারে ভালবাসে।
বুঝালে বোঝে না মন সদা থাকে তারি আশে॥
আছে কি না তারি স্নেহ, হতেছে কত সন্দেহ,
সুহৃদ যে নাহি কেহ, এ সব তাহারে ভাষে॥ (৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নিজে যদি বলে তবে বলো তাহারে আসিতে।
কহিবে না আগে কভু আমি আমারে তুষিতে॥
তার যদি মন থাকে, আসি তুষিবে আমাকে,
উপরোধে কেবা কাকে, বলিবে ভালবাসিতে॥ (৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবনা কি আছে প্রাণ তুমি যারে ভালবাস।
অভিলাষ নাহি সখা তোমা বিনা গৃহবাস॥
কলঙ্ক হয় অলঙ্কার, তিরস্কার পুরস্কার,
গঞ্জনা অমৃতসার, পেলে তব সহবাস॥ (৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর কেন ব্যথিত কর ওহে বঁধু বাক্য বাণে।
লক্ষ্য হতে শক্য বটি কিন্তু নহে অকারণে॥
তুমি ত জান সন্ধান, নাহি কর অপমান,
ত্যজিয়ে কটাক্ষ বাণ, বধ নহে রাখ প্রাণে॥ (৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত আর সহিব প্রাণে তব লাগি এ যন্ত্রণা।
কি করিব প্রিয়ে তাহা তুমি তো কভু ভাবনা॥
অসহ্য হোলো যাতনা, বল কি করি মন্ত্রণা,
পরিজন উত্তেজনা, এ যে প্রেম বিড়ম্বনা।
পর প্রেমে পরে যদি, হয় কভু প্রতিবাদী,
তাহে হইব বিবাদী, তাহাতে কিবা ভাবনা॥ (৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মান অপমান প্রাণ কিবা আছে তব কাছে।
জীবন যৌবন মন তব অধীন হয়েছে॥
তুমি যতনের ধন, তুমি মম প্রাণ মন,
তোমা ভিন্ন অন্য জন, আর কে স্বজন আছে॥ (৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম জ্বালা যবে জ্বলে নির্ব্বাণ না হয় জলে।
কিসে নিবারণ হবে কে আছে উপায় বলে॥

সতত মম অন্তরে, এ জ্বালা দাহন করে,
নিবৃত্তি থাকুক্ দূরে, জলে দ্বিগুণিত জ্বলে ॥ (৮০)

রাগিণী ঐ। তাল ঠুঙ্গরি।

কত আর লুকাবে প্রাণ পেয়ে নূতন সুযোগ।
এখন শুনিবে কেন পুরাতন অভিযোগ ॥
অধীনের এ বচন, ভাল লাগে কি এখন,
ভাল লাগিত যখন, সে দিন হলো বিয়োগ ॥ (৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উভয়ে ভাল বাসিলে সেই প্রেম নাহি যায়।
দিনে দিনে উন্নত হয়ে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
সম ভাবে দুই জন, সদা থাকে এক মন,
স্বর্ণে সোহাগা যেমন, উজ্জ্বল হয় যে তায় ॥ (৮২)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল পোস্তা।

সে কেমন আছে সখি কেমনে জানিব বল।
ঘরে পরে এই কথা এখন প্রকাশ হলো ॥
ঘরের বাহির হলে, কত লোকে কত বলে,
দেখা হবে কি কৌশলে, বিরোধি দেখি সকল ॥ (৮৩)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল কওয়ালি।

বল না সখা আর এখন কিসে ভুলাবে।
জেনেছি শুনেছি সব কি আর জানাবে ॥
নব প্রেমে মন তব, কত হে সহিয়ে রব,
দেশ যুড়ে এই রব, কেমনে লুকাবে ॥ (৮৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে না জানে চিত তারে কহিও সমোচিত।
জানিলাম অহে শঠ তব রীতি সমুচিত ॥

চতুর প্রধান হও, গরজের কথা কও,
সরলে সরল নও, হইল বিদিত ॥ (৮৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উচিত কি হয় হে তোমার এমন কঠিন ব্যভার।
তুমি বিনা যাহার কেহ নাহি আছে আর,
তার প্রতি বিড়ম্বনা এ কি চমৎকার।
তোমার বিরূপে প্রাণ প্রাণ হয় ভার,
রাখ নহে বধ প্রাণে ভেবেছি এই সার ॥ (৮৬)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তুমি যদি ভালবাস তবে কেন দুঃখ পাই।
বলিতে পার কি প্রাণ ইহার হেতু সুধাই ॥
ঘরে পরে নাহি জানে, প্রেম আছে সংগোপনে,
অথচ অসুখি মনে, সদা থাকি ভাবি তাই ॥ (৮৭)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল জৎ।

ওগো আমার কুল মান সকলি টুটিল।
গোপনে করিয়ে প্রেম এই কি ঘটিল ॥
সাধিলাম প্রাণপণে, রাখিতে প্রেম সংগোপনে,
প্রকাশ হয়ে এক্ষণে, দেশে কলঙ্ক রটিল ॥ (৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কার প্রতি হলো তব মন অধীনে ত্যজিয়ে প্রাণ।
যে যেমন তারে তেমন এই তো প্রেম বিধান ॥
কেবা তোমায় ভাল বাসে, কেবা তোমায় পরিতোষে,
কেবা কেমন সম্ভাষে, কেবা তব রাখে মান ॥ (৮৯)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল একতালা।

কেন অনুগতে প্রাণ হয়েছ এত কঠিন।
তব ভাবান্তরে প্রাণ হয়ে আছি সদা দীন॥
চাতুরি তায় কিবা ফল যে তব হয় অধীন।
কি সুখ এ প্রাণে বল তব মন হলো ক্ষীণ।
যেমন জীবন ত্যজি জীবন ত্যজয়ে মীন॥ (৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন গত কেমনে জানিব সে কি ভালবাসে।
সরল স্বভাবে তোষে কিম্বা মৌখিক সম্ভাষে॥
অমৃত কি বিষময়, কোন্ ভাবে কথা কয়,
অন্তর ভাব নিশ্চয়, বোঝা কঠিন আভাষে॥ (৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

সে যে কঠিন এমন কেমনে জানিব পূর্ব্বে।
গেল কুল মান সব চতুরের চাতুরি-পর্ব্বে॥
হইল প্রেম আধিক্য, স্বজন সনে অনৈক্য,
না শুনিয়ে কারো বাক্য, মজিলাম নিজ গর্ব্বে॥ (৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে কি আমার আর হবে ভাবে বোঝা যায় না।
জেনেচি শুনেচি সব এখন আমায় চায় না॥
এবে নবগ্রন্থি দিল, পুরাণ হলো শিথিল,
এই মম ভাগ্যে ছিল, ভুলেও সুধায় না॥ (৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার কঠিন স্বভাব কেমনে তাহা জানিব।
জানিলে প্রেম করিয়ে কেন যাতনা সহিব॥

অপরে সে ভালবাসে, না জানিতাম আভাষে,
ব্যভারে এবে প্রকাশে, আর না ভালবাসিব ॥ (৯৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে ভাবে তারে ভাবনা একি ভাব দেখি প্রাণ।
মনভাব জানালে প্রিয়ে বাড়ে কেন তব মান ॥
বুঝেছি তোমার মন, সদা থাক উচ্চাটন,
মম প্রতি অযতন, যতনে অপরে ধ্যান ॥ (৯৫)

রাগিণী পাহাড়িয়া। তাল ঐ।

প্রাণ কাঁদে যার লাগি সে অপরে অনুরাগী।
মন দুঃখ কব কারে কে হবে দুঃখের ভাগী ॥
কত যে সহি গঞ্জনা, ঘরে পরে সে লাঞ্ছনা,
ততোধিক এ যাতনা, ভুগিতেছি তার লাগি ॥ (৯৬)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

মম হৃদয় সরোজ বল কেমনে প্রকাশে।
বিনা প্রাণ প্রিয়তম মুখ অরুণ প্রকাশে ॥
ভানু সব তনু দহে, নলিনীর পক্ষে নহে,
নলিনী কোমল রহে, বরং উল্লাসে বিকাশে ॥ (৯৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

যথা তথা থাকি আমি কিন্তু নিতান্ত তোমারি।
একান্ত জানিবে প্রাণ এ কথা নহে চাতুরি ॥
স্বদেশে কিম্বা বিদেশে, থাক তুমি নিরুদ্দেশে,
তবু মন তবোদ্দেশে, ভাবে দিবস শর্ব্বরী ॥ (৯৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জান না কি প্রাণ আমি কি ধনের অভিলাষী।
স্নেহধন বিতরণ কর এ দীনে প্রেয়সী ॥

কৃপণতা বিষার্জ্জন, কর প্রিয়ে বিসর্জ্জন,
সজ্জনে হয়ে সজ্জন, সন্তোষেতে প্রাণ তুষি ॥ (৯৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি করি উপায় প্রিয়ে এ দীনে সহে না আর।
দিন দিন তনু ক্ষীণ দেখিয়া তব ব্যভার ॥
করুণার কণা দানে, সুখি হই মন প্রাণে,
তাহা কি প্রাণ অধীনে, প্রদানে হয় এতই ভার ॥ (১০০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর কি হবে হে প্রাণ তব মন মম প্রতি।
সে মনে বর্জ্জিত আমি অপরে করে বসতি ॥
সে মনো নাহি এখন, মনোগত অন্য জন,
অধীনে নাহিক মন, বুঝিলাম মন গতি ॥ (১০১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অধীন মন পীড়নে যদি তব স্পৃহা হয়।
তাহাতে স্বীকৃত আছি তব প্রীতি যাহে রয় ॥
যদিও দুঃখদায়ক, তথাচ নহি বাধক,
হইব তব সাধক, জানিবে প্রাণ নিশ্চয় ॥ (১০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে দিন কি হবে আর দেখিব তায় দৈবাধীনে।
কি করিব কোথা যাব ধিক্ ধিক্ পরাধীনে ॥
ভাবি হবে তার আসা, পরে করে হত আশা,
রহিল মনে পিপাসা, যাবজ্জীব তবাধীনে ॥ (১০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে তোমারে ভালবাসে তারে কর অবহেলা।
কুটিলতা আমা প্রতি অপরে সদা সরলা ॥

অকপট প্রেম যার, তারে এই ব্যবহার,
যাহার কপটাচার, সেই তব জপমালা॥ (১০৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ওগো সখি কেমনে ভুলিব আমি তারে।
ভুলিতে বাসনা হলে বেদনা পাই অন্তরে॥
যাহার লাগি দূষিত, ঘরে পরে কলঙ্কিত,
সদা সে হয়ে উদিত, মন যে মোদিত করে॥ (১০৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে লাঞ্ছিত কলঙ্কিত যার কারণে।
ভুলিতে কি পারি তারে যে উদিত সদা মনে॥
এত যে ঘরে দূষিত, পরত অপমানিত,
তবু প্রাণ বিষাদিত, ব্যথিত বিরহ-বাণে॥ (১০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ওগো আমার সেই রূপ সদা মনে ভাবনা।
কলঙ্ক হলো ভূষণ তোষণ করে গঞ্জনা॥
এত যে ঘরে ঘৃণিত, নহি তাহে বিষাদিত,
তার তোষে সন্তোষিত, না থাকে মন যাতনা॥ (১০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ওগো আমি যেই দিনে দেখিলাম তারে।
মন গেছে তার কাছে প্রাণ আছে কিবা করে॥
চুম্বকে লৌহ যেমন, করে দেখ আকর্ষণ,
সেইরূপ মম মন, লয়েছে সে জন হরে॥ (১০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই তুমি সেই আমি সেই প্রেম গেলো কোথা।
কলঙ্কে পূরিল দেশ রটিল যে কত কথা॥

বোধ ছিল নিরবধি, রহিবে প্রণয়-নিধি,
বিষাদ সাধিল বিধি, সে সাধ হইল বৃথা ॥ (১০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পিরীতির আদ্য অক্ষর ত্যজি চল রীতিক্রমে।
না চলিলে দোষ হবে না থাকিবে সসম্ভ্রমে ॥
কুলের গৌরব রেখো, রীতি নীতি সব শেখ,
দুদিনের প্রেমে দেখো, মজিও না মন ভ্রমে ॥ (১১০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমা বিনা নাথ আমার বল কেবা আছে হে।
অন্তর না হব কভু রব তব কাছে হে ॥
দুঃখে রাখ দুঃখ সব, সুখে রাখ সুখী হব,
তোমারি হইয়ে রব, লতা যেন গাছে হে ॥ (১১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তারে কি আমারে প্রিয়ে যারে হয় রাখ মনে।
এক মনে দুই জন স্থান হইবে কেমনে ॥
যে মনে আমি ছিলাম, তাতে ভাগী দেখিলাম,
তব গুণ জানিলাম, রাখিতে চাহ দুজনে ॥ (১১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে বল সখি বর্দ্ধিত প্রেম ত্যজিতে।
তুমি ত সুজন বট উচিত ইহা বুঝিতে ॥
ভাল কিম্বা মন্দ হউক, কুল মান যায় যাউক,
কলঙ্ক রটে রটুক, সে সব পারি সহিতে ॥ (১১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অপ্রেমিক জনে সখি কভু মন দিও না।
দেখ দেখ ভস্মে ঘৃত বৃথা যেন ঢেল না ॥

বুঝে যদি প্রেম কর, হইবে না লজ্জাকর,
নতুবা অতি দুষ্কর, সহিতে হবে যন্ত্রণা ॥ (১১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেবা সেই কেবা আমি কখন কি দেখা ছিল।
কেবল প্রেম কারণে উভয় মন বান্ধিল ॥
যারে জানি না কখন, কিরূপে হল মিলন,
প্রেমের কি সঙ্ঘটন, প্রাণ-তুল্য সে হইল ॥ (১১৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি তারে ভাল বাস আমার কি ক্ষতি তাহে।
সেই মম তুষ্টিকর তুমি তুষ্ট থাক যাহে ॥
তব সুখে সুখী রই, তব দুঃখে দুঃখী হই,
নাহি জানি তোমা বই, মন যে তোমারে চাহে ॥ (১১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে তারে দিও না মন না জানি তার স্বভাব।
দুঃখকর হবে প্রেম বলিয়ে কত জানাব ॥
প্রেমিক কি সমুচিত, আগে তা জানা উচিত,
পরে তারে দিলে চিত, তবে সে রহিবে ভাব ॥ (১১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আপনা হতে মনে দুঃখ দেও প্রিয়ে কেন হে।
এতে সুখ নাহি পাবে প্রাণ ইহা জেন হে ॥
হৃদয় প্রাণ আমার, এই দেহ অধিকার,
সকলি প্রিয়ে তোমার, সত্য ইহা মেন হে ॥ (১১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন না থাকিলে কেবা মন আনি দিতে পারে।
প্রেম কি সংযোগে হয় উপরোধে কেবা করে ॥

মন এসে কবে যায়, তাহা নাহি জানা যায়,
সেই প্রেম হয় দায়, সদা উভয় অন্তরে ॥ (১১৯)

রাগিণী খাম্বাজমাজ। তাল কওয়ালি।

চতুরা কুটিলা নারী কে বলে সরলা।
বহুল বাচালা বালা কেমনে অবলা ॥
সাধিতে আপন কর্ম্ম, নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মনোগত যেই মর্ম্ম, নিতান্ত তাহে সরলা ॥ (১২০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নয়ন-পথ স্বরূপ হৃদয়-মন্দিরে।
নতুবা দর্শনে কেন হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারে ॥
প্রথমে হয়ে দর্শন, প্রেম করে আকর্ষণ,
অন্তরে হয়ে স্থাপন, বর্দ্ধিত হয় অন্তরে ॥ (১২১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাল বাসা ভাল বটে উভয়ের সম ভাবে।
নতুবা সে বৃথা হয় একের মন অভাবে ॥
সম ভাবে দুই জন, পরস্পরে সম মন,
তবে ত প্রেমবর্দ্ধন, থাকে সতত স্বভাবে ॥ (১২২)

রাগিণী খাম্বাজ বেহাগ। তাল কওয়ালি।

সে যে নিষ্ঠুর এমন কিসে জানিব।
চতুরে চাতুরী আমি কত বুঝিব ॥
কুটিল প্রকৃতি তার কিবা বলিব,
এ প্রেমে কি কুল মান সব ত্যজিব।
আগে যদি জানিতাম কেন ভাবিব,
কেমই বা লাঞ্ছনা সখি এত সহিব ॥
মনে ছিল তারে নাহি ভাল বাসিব,

ছলনায় মন নিল কি বা কহিব।
লজ্জিত হইতে হলো কিবা করিব,
এখন মঙ্গল এই প্রাণে মরিব ॥ (১২৩)

রাগিণী খাম্বাজ দেওগিরি। তাল জৎ।

ভুলিল কি প্রাণনাথ বলিয়ে গেল আসিব।
কি ক্ষণে গেল সে সখা সে দিন কিবা অশিব ॥
সেই আজ কত দিন, না আসিল শুভ দিন,
হয়ে প্রিয়তম হীন, জীবন কি বিনাশিব ॥ (১২৪)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম-সাগরে যে ডুবেছে যে ডুবেছে।
উঠিতে কি পারে আর মজেছে যে মজেছে ॥
প্রেমে মগ্ন যেই জন, ভাসিবে কি সে কখন,
অতলে করি শয়ন, রয়েছে যে রয়েছে ॥ (১২৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি যদি ভালবাস তবে কি ভালবাসির না হে।
এক করে তলধ্বনি কভু প্রাণ হয় না হে ॥
তুমি আমি ভিন্ন স্থানে, থাকি সদা দুই জনে,
মনে কিন্তু মন টানে, বুঝিয়া দেখ না হে ॥ (১২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চখের আলো আমার কোথা গেল,
সখি সে তো আছে ভাল।
কুল গেল মান গেল, সহিব কত জঞ্জাল ॥
প্রণয় পাশে যাহার, নাহি পাইব নিস্তার,
সে আমার আমি তার, সেই সে আমার ভাল ॥ (১২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চখে দেখে প্রেমে বদ্ধ হব, তাহা কেমনে জানিব।
এমন হবে জানিলে কেন তাহারে দেখিব॥
প্রথমে দেখি নয়নে, প্রেম বদ্ধ হলো মনে,
বল বল সেই জনে, কেমনে কোথা পাইব॥ (১২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চখে তারে দেখে এ কি জ্বালা, সে যে হলো জপমালা।
কুল গেল মান গেল মজিল অবলা বালা॥
ভুলিব না মনে করি, না ভাবি থাকিতে নারি,
ভুলে কি ভুলিতে পারি, সতত মন উতলা॥ (১২৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কে সেই কোথা হতে এলো বল দেখি মম মনে।
কভু কি আলাপ ছিল তাহা জানিব কেমনে॥
বোধ হয় কোন স্থানে, দেখেছিলাম নয়নে,
তদবধি মম মনে, প্রবেশে বিনা আহ্বানে।
আপন নয়ন হয়ে, পরে পথ দেখাইয়ে,
মন মধ্যে এলো লয়ে, আমার আদেশ বিনে॥
এই ভাবনা এখন, সে তো ভাবে না কখন,
পরে লয়ে সর্ব্বক্ষণ, আহ্লাদিত আছে মনে॥ (১৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবিব না সদা মনে করি, না ভেবে থাকিতে নারি।
নিশ্চয় জেনেছি মনে প্রীতি নহে শুভকরী॥
জানিয়ে শুনিয়ে প্রেমে, মজিলাম মনোভ্রমে,
নিস্তার যে কোন ক্রমে, নাহি দেখি কিবা করি॥ (১৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কথায় আমায় প্রেম জানাও যত, অন্তরে কি সেরূপ হে।
মনের ভাব কি জানিব বোধ হয় বিরূপ হে॥
আশা পেয়ে তব মুখে, ছিলাম প্রণয় সুখে,
এখন পড়িনু দুঃখে, এ কি অপরূপ হে॥ (১৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বল সখি কোথা যাব কোথা পাব প্রিয়তমে।
কেমনে রহিব ঘরে দুঃখিত হয়ে মরমে॥
কারে কব মনো ব্যথা, কেবা যাবে তার তথা,
কহিবে আমার কথা, কত দুঃখ সব প্রেমে॥ (১৩৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

যারে সদা বল আমার আমার,
সে তোমার কিসে জানিলে।
অন্তর না দেখি তার কি রূপে প্রেমে মজিলে॥
কথাতে কি আচরণে, ইঙ্গিতে কি বা যতনে,
কি রূপে তাহারে মনে, সরলচিত্ত বুঝিলে॥ (১৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবে যদি মন না বুঝিবে তবে প্রেম করা বৃথা।
এ সব ক্রম জানিলে প্রেম রহিবে সর্ব্বথা॥
কিবা ভাবে কথা কয়, কিবা ভাবে কোথা রয়,
এই সব পরিচয়, জানিলে না পাবে ব্যথা॥ (১৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দেখে মন কেন ভোলে ইহার ভাব বুঝি না।
কি কারণে কেনই বা প্রেম হয় তাহা জানি না॥
কি পদার্থ যাতে মন, দেখে করে আকর্ষণ,

প্রেমে হইয়া বন্ধন, কুলশীল যে থাকে না।
সে কারণ বোঝা ভার, প্রেম হয় কি আকার,
ভালবাসা কি প্রকার, কেন বা পরে রহে না॥ (১৩৬)

রাগিণী জঙ্গলাখাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

(নাথ) তুমি যারে কর এত কৃপা,
তারে দুঃখ কভু কেবা দিতে পারে।
তোমারি আশা, তব ভরসা, যে করে তারে কে হিংসা করে॥
তুমি মম প্রাণ, তুমি মম ত্রাণ,
তোমা বিনা আর কব কারে॥ (১৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসি বলে এত দুঃখ হবে
আমি আগে কিছু নাহি জানি সখি।
আনি নিজ বশে, ফেলে প্রেম ফাঁসে,
কি ঘটায় শেষে, দেখ দেখি॥
সেই তো কঠিন, হলো পরাধীন,
এখন বল কোন্ কুল রাখি॥ (১৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

(বল) ভালবেসে এত জ্বালা হবে,
কবে করেছি প্রেম যে জানিব হে।
হয়েছি সম্প্রতি, নবব্রতী, কে জানে এ রীতি, যে বুঝিব হে॥
(দেখ) মনে মনে প্রেম ভাব হলো,
সে সাধ গেল কিবা বলিব হে॥ (১৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

(তুমি) যেমন তেমন করি রাখ সখা,
সদা থাকিব তব বশ হয়ে।

তোমা বিনা নাহি জানি অন্য জনে,
রেখেছি তোমায় আপন হৃদয়ে॥
মান প্রাণ ধন সব দিয়ে,
(আমি) কেবল আছি এ দেহ লয়ে॥ (১৪০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করে যদি নাহি পেলেম তারে,
তবে এ প্রেম হইল বৃথা হে।
কুলবতী নারী, গুমরিয়া মরি,
কেমনে বা করি, প্রকাশ কথা হে॥
প্রণয়েরি আশা, হইল নিরাশা,
রহিল পিপাসা, যাইব কোথা হে।
অবলা জনমে, রাখিতে ভরমে,
দূষিত করমে, পেতেছি ব্যথা হে॥
অন্তরে যাতনা, অন্তরে ভাবনা,
প্রকাশি কহে না, নারীর্ এ প্রথা হে॥ (১৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে তারে তুমি যদি মন দিবে,
তবে কত দুঃখ এ প্রেমে পাবে হে।
কহিলাম যাহা, না শুনিলে তাহা,
করিলে এ প্রেম ভাল কি হবে হে॥
সে যে হয় পর, না জানি অন্তর,
সুখ কিম্বা দুঃখ তোমায় দিবে হে।
বুঝি কর প্রেম, রহিবে ভরম,
নতুবা মরম বেদনা পাবে হে॥ (১৪২)

রাগিণী অহং খাম্বাজ। তাল খেমটা।

প্রেম উপাস্য যে জন জেনেছে মনে।
প্রেম পূজিত সেই করে যতনে॥
প্রেম সদা আরাধিত, প্রেমিকেরি সুপূজিত,
প্রেম যে সকলাতীত, মোক্ষ-সাধনে॥ (১৪৩)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয় লাগি যাতনা এত যে হবে জানি না।
জানিলে কভু এমন ঘটিত না দুর্ঘটনা॥
ভেবে যায় রাত্রি দিন, যেন সদা থাকি দীন,
মম পক্ষে এ দুর্দ্দিন, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা॥ (১৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে যাতনা অন্তরেতে পাইতেছি সতত।
সে দুঃখ কহিব কারে অন্তরে রাখি নিয়ত॥
হইয়ে যতনান্বিত, ফল হলো অনুচিত,
অমৃতে বিষ উদিত, তার মন পর-গত॥ (১৪৫)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম লাগি যাতনা কত সই কত সই লো।
মন স্নেহ মন জানে কারে কই কারে কই লো॥
প্রেম করে সুখী হব, উভয়েতে সুখে রব,
কিন্তু ঘরে পরে রব, সেই দুখে রই দুখে রই লো॥ (১৪৬)

রাগিণী সিন্ধু বারোয়া। তাল কওয়ালি।

অপ্রেমিক জন-সহ প্রেম করা মহাদায়।
কত যে মনের ক্লেশ এ কথা কহিব কায়॥
প্রেম করি শঠ সঙ্গে, প্রেমের মহিমা ভাঙ্গে,
যেমন মেষের শৃঙ্গে, হীরা চূর্ণ হয়ে যায়॥ (১৪৭)

রাগিণী সিন্ধু কানেড়া। তাল আড়খেমটা।

এক বার মন গেলে সই আর কি মন এসে ফিরে।
সুকথায় কুকথা তখন মনে জ্ঞান করে॥
যত দিন ভাল বাসা, থাকে তত দিন আশা,
ঘুচিলে প্রেম পিপাসা, সুধায় কেবা কারে॥ (১৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

একবার মন ভাঙ্গিলে আবার কি মন যোড়া লাগে।
সে মন কি হয় তেমন সম অনুরাগে॥
ভগ্ন কাঁচ ভগ্ন মন, যোড়া না লাগে কখন,
পুন কি হয় মিলন, সোহাগের যোগে॥ (১৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার মন জানিলে তবে কি হই কুল ত্যাগী।
চতুরের অনুরাগে হলেম অনুরাগী॥
সরল নহে কুটিল, দেশে কলঙ্ক রটিল,
প্রেম করে এ ঘটিল, হইলাম দুঃখ ভাগী॥ (১৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

(ওগো) সেই জন ভাল তার যে যাহারে ভাল বাসে।
সুরূপে কুরূপে যার সমভাব প্রকাশে॥
শ্যাম কি গৌর বরণ, সুগঠন কুগঠন,
ভেদ নাহি করে মন, উভয়ে উল্লাসে॥ (১৫১)

রাগিণী কানেড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

কথায় কি আর মন ভুলাবে এখন সখা সে দিন গেছে।
প্রাণ দিতে পার জানাও যখন থাক যার কাছে॥
বদনে অমৃত ক্ষরে, বিষ মিলিত অন্তরে,
প্রকাশ হয়েছে পরে, অবিদিত কিবা আছে॥ (১৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাল বাসিবে বলে করিয়াছিলাম প্রেম।
এখন তার ভাব দেখি গেল মম সেই ভ্রম॥
রসিক বুঝিয়ে তারে, প্রণয় করেছি পরে,
সেই ভ্রম গেল দূরে, হলো মাত্র পণ্ডশ্রম॥ (১৫৩)

রাগিণী স্থরটমল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

বল ওরে প্রাণ কোথা পেলে পাষাণ হৃদয়।
মম প্রতি নিতান্ত হইলে দুঃখোদয়॥
তুমি মম সুখোদয়, তুমি মম স্বহৃদয়,
তুমি মম সমুদয়, তথাপি পরে সদয়॥ (১৫৪)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল তিওট।

সখি কে জানে সে যে অপ্রেমিক।
জানিলে কেন তায় ভাল বাসিতাম অধিক॥
ছিল মন মম প্রতি, পরে হলো অন্য মতি,
জলৌকা সমান গতি, ধিক্ তার প্রেমে ধিক॥ (১৫৫)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

আমার যেমন মন তার কি তেমন হবে।
আমি তারে সদা ভাবি সে জন অপরে ভাবে॥
সে যদি সরল হতো, ঋজু ব্যভার করিত,
অধীনে নাহি ভুলিত, ভাবিত আপন ভাবে॥ (১৫৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সম জন সনে প্রেম করিলে তবে রহিত।
সাধে প্রেম করি নীচে সে প্রেমে হলে রহিত॥
মহতের মহৎ প্রকৃতি, নীচ জনের নীচ মতি,
পরস্পর ভেদ অতি, যেন শফরী রোহিত॥ (১৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মম কি বক্তব্য আছে।
যদি অকর্ত্তব্য প্রিয়ে কর্ত্তব্য অধীন কাছে॥
তব যাহা মনো ভব্য, মম নিকটে সম্ভব্য,
মম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, তব অধীন হইয়াছে॥ (১৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মম দিবস শর্ব্বরী গত হয় সভাবনা।
তব দিবস শর্ব্বরী গত হয় নির্ভাবনা।
প্রণয় মম সহিতে, এ নহে ভার সহিতে,
পর হিতে ও স্ব-হিতে, এভাব কেন ভাব না॥ (১৫৯)

রাগিণী বাক্‌শ্রী। তাল ধিমাতেতালা।

তুমি যে ভাল বাসনা তাহে আমি আছি তুষ্ট।
বাসিলে আমাকে ভাল পাইতে প্রাণ কত কষ্ট॥
ভাল বাসা যে যন্ত্রণা, কভু সে দুঃখ জান না,
নচেৎ মম ঘটনা, তোমায় করিত আকৃষ্ট॥ (১৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাল বাসিলে জানিতে ভাল বাসার কত ক্লেশ।
তুমি যে ভাল বাস না সে মম সুখ বিশেষ॥
তুমি যে ভাল বাস না, নাহি জান এ যাতনা,
আমার মন দেখ না, সুখের নাহিক লেশ॥ (১৬১)

রাগিণী খটললিত। তাল আড়খেমটা।

সুখ লাগি প্রেম করিয়ে।
উপজিল দুঃখ তাহে ভ্রমে মজিয়ে॥
বোধ ছিল মনে মনে, সুখ হবে দিনে দিনে,
হলো না কপাল গুণে, মরি ভাবিয়ে॥ (১৬২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম রবে মনে ছিল হে।
এখন সেরূপ প্রেম ভাব কোথা গেল হে॥
সাধ ছিল মনোগত, প্রেম রহিবে নিয়ত,
সে সাধ হইয়া হত, বৃথা হল হে॥ (১৬৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর কি দেখা দিবে প্রাণ হে।
এ দিক্ ও দিক্ দু দিক্ গেল নাহি ত্রাণ হে॥
মধুকর সম মন, সকল ফুলে ভ্রমণ,
বসিয়ে কর গমন, লয়ে ঘ্রাণ হে॥ (১৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমসিন্ধু করিয়ে মথন।
উপজিল বিষ তাহে কপাল যেমন॥
সুখ রত্ন ছিল যত, সব হলো পর গত,
মন আশা হলো হত, বিফল যতন॥ (১৬৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করেছিলাম হে যখন।
নাহি জানিতাম পরে হইবে এমন॥
উপরোধে ভাল বাসা, সে প্রেমে কিবা ভরসা,
ঘুচিল সে সব আশা, শিখিলাম এখন॥ (১৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কথায় কি আর মন ভুলাবে।
বারে বারে চাতুরীতে কতই ঠকাবে॥
তুমি হে সত যেমন, বুঝেছি তাহা এখন,
কত বার অন্ধ জন, নড়ি হারাবে॥ (১৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনে কর প্রথম মিলন হে।
সে প্রেম সে ভাব কোথা গেল এখন হে॥
তোমার মন যেমন, এখন নাহি তেমন,
আমার যেমন মন, আছে তেমন হে॥ (১৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম পূজা হবে বিসর্জ্জন।
সপ্তমী অষ্টমী গেল নবমী এখন॥
দশমী হবে পোহালে, প্রেম ঘট লয়ে কুলে,
বিচ্ছেদ সলিলে ফেলে, করিবে রোদন॥ (১৬৯)

রাগিণী আশাললিত। তাল জলদ্‌তেতালা।

মর্ম্মে ব্যথা কেন প্রাণ দাও হে বিনা কারণে।
কি দোষ পেয়েছ আমার বল না অধীন জনে॥
পাছে মন ভারি কর, ভাবিতাম নিরন্তর,
ঘটিল তা অতঃপর, কপাল বিগুণে।
যেই যাহা ভয় করে, তাই প্রায় ঘটে তারে,
ভাবি শঙ্কা যায় দূরে, সদা ক্লেশ হয় প্রাণে॥ (১৭০)

রাগিণী পুরোবী বেহাগ। তাল আড়খেমটা।

বিচ্ছেদে তার যে যাতনা।
দুঃখী রই সুখী নই সদা সেই ভাবনা॥
সে যদি হেতা থাকিত, না হইতাম বিষাদিত,
বিরহে এত তাপিত, করিতাম না হইতাম না॥ (১৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি আমি ভেদ করিলে।
তবে কি সে প্রেমে কেহ প্রেম বলে॥

এক প্রাণ দুই দেহ, করিলে তাহে সন্দেহ,
সে প্রেম হয় অস্নেহ, এক মরণে না মরিলে ॥ (১৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

না জেনে তায় মন দিও না।
সে সুজন কি কুজন, ভাবে ভুলিও না ॥
সরল স্বভাব তার, কিম্বা সে কুটিলাচার,
না করি বিচার, বিকুল হইও না ॥ (১৭৩)

রাগিণী পুরোবী। তাল আড়খেমটা।

তায় আপন বলে আর বুঝো না।
সে যে পর নিরন্তর তার অপর ভাবনা ॥
সে যদি ভাল বাসিত, আসিত কত তুষিত,
বিচ্ছেদ যাতনা হইত না পাইতে না ॥ (১৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার তুমি আর বলো না।
যার হও তারে কও, আমায় আর কৈও না ॥
আমার যদি তুমি হতে, এ ব্যভার না করিতে,
এত যে দুঃখিত করিতে না হইতে না ॥ (১৭৫)

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ধিমাতেতালা।

যেমন রেখেছ প্রাণ আছি হে তেমনি প্রাণে।
সুখে কিম্বা দুঃখে রাখ থাকিব তোমারি ধ্যানে ॥
এই দেহ মন প্রাণ, সকলি তোমারি জান,
করো না অপর জ্ঞান, যে রহে তব বিধানে ॥ (১৭৬)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল পোস্তা।

প্রথম প্রথম প্রেম এরূপে সখা থাকে হে।
শত দোষ নাহি ধরে ভালবাসে যাকে হে ॥

ক্রমে ক্রমে মন গেলে, ভাল বাসা হ্রাস হলে,
সুধায় না মুখ তুলে, দেখে না কেহ কাকে হে ॥ (১৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গঞ্জনায় তাপিত সদা হইলাম তব লাগি।
তুমি ত স্বচ্ছন্দে আছ কেন হবে দুঃখভাগী ॥
আমারে ঘটেছে যাহা, শুনিয়ে শুন না তাহা,
তোমারে এ বৃথা কহা, ভাগ্যদোষে তাহা ভোগী ॥ (১৭৮)

রাগিণী ঐ তাল। ঐ।

সে দিন ভুলিলে প্রাণ মনে কর প্রথম দেখা।
এখন কেবল আসা যাওয়া চক্ষুলাজ মাত্র রাখা ॥
এসো কিম্বা নাহি এসো, না পাইব তাতে ক্লেশ,
তারে তবে ভালবেশ, তারি হয়ে থাক সখা ॥ (১৭৯)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করা এত দায়।
মান থাকা হলো ভার না বুঝে মন দিয়ে তায় ॥
না দেখিলে দুঃখ প্রাণে, দেখিলে যে মজি মানে,
উভয় সঙ্কট মনে, এ দশা কহিব কায় ॥ (১৮০)

রাগিণী ভৈরবী। তাল কওয়ালি।

নব প্রেমে ব্রতী সখি প্রেম রীতি কি জানিবে।
উৎপত্তি স্থিতি লয় ত্রিবিধ দশা হইবে ॥
উৎপত্তিতে সুখ প্রেমে, স্থিতে সুখ যায় ক্রমে,
লয়ে বিষাদ মরমে, বুঝিবে যবে ঘটিবে ॥ (১৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই তো আমার ভাল যারে মনে ভাল বাসি।
লোক লাজ ভয় ত্যাগী সতত তাহারে তুষি ॥

কহে কহুক্ ঘরে পরে, নিন্দে নিন্দুক্ যত পারে,
ভয় না করি অন্তরে, হব তার অভিলাষী ॥ (১৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গঞ্জনায় তাপিত সদা হইলাম তব লাগি।
তুমি ত স্বচ্ছন্দে আছ কেন হবে দুঃখভাগী ॥
আমারে ঘটেছে যাহা, শুনিয়েও শুন না তাহা,
তোমায় এ বৃথা কহা, ভাগ্যে আছে তাই ভুগি ॥ (১৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পর পুরুষের প্রেমে নারীর ঘটে নানা দশা।
তবে বা কেন কুকর্ম্মে কর এরূপ লালসা ॥
যৌবন য দিন রবে, পরের আদর পাবে,
প্রৌঢ়া হলে কে সুধাবে, কত হইবে দুর্দ্দশা ॥ (১৮৪)

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

সরল স্বভাব উভয়ের যদি সম হয়।
সেই প্রেম রহে সদা নাহি কভু তার ক্ষয় ॥
কুটিলে সরলে প্রেম, তাহে ঘটে ব্যতিক্রম,
যার না হয় এই ভ্রম, তারি সুখ সমুদয় ॥ (১৮৫)

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্তেতালা।

আর কি ভাবিব তায় ভাবনা হলো যে দায়।
অপরে হয়ে সহায় কোথা সে ভাবে আমায় ॥
আপন জানিয়ে তারে, এ মন দিয়েছি যারে,
সে কোথা কহিব কারে, ধিক্ প্রেম বাসনায় ॥ (১৮৬)

রাগিণী বাহার। তাল জৎ।

যারে ভালবাসি তারে মন মত পাইনে।
দৈবে যদি দেখি কভু তার পানে চাইনে ॥

কুল ভয়ে লজ্জা ভয়ে, মরমে গুমুরে রয়ে,
কত দুঃখ থাকি সয়ে, তবু তথা যাইনে॥ (১৮৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে ভালবাসি তারে মন মত পাইনে।
দেখিয়ে চলিয়ে যাই অভিমানে চাইনে॥
কুল ভয়ে লজ্জা ভয়ে, মরমে রহি মরিয়ে,
কত যে থাকি সহিয়ে, তবু তথা যাইনে॥ (১৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে দেখিতে চাহি তবু দেখা দাও না।
যে স্থানে যাই প্রাণ কিন্তু তুমি যাও না॥
কাতর হইয়ে প্রাণে, দেখিতে আসি নয়নে,
দেখে দেখ না অধীনে, কেন ফিরে চাও না॥ (১৮৯)

রাগিণী পরজ। তাল জলদতেতালা।

প্রেম পাশ যার গলে লাগিয়াছে এক বার।
খুলিতে কি পারে সেই, সেই পাশ পুনর্ব্বার॥
প্রেম ফাঁস যেই গলে, পরিয়াছে কোন ছলে,
সে কি ছাড়ে কোন কালে, গলে রবে অনিবার॥ (১৯০)

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ঐ।

কি দোষে দূষিত করি দ্বেষ করে এ অধীনে।
নির্দ্দোষে যে দোষারোপ করিবে তা কেবা জানে॥
দোষ যদি করে থাকি, শাস্তি দিতে আছে বা কি,
আর কিছু নাহি বাকি, রেখেছে সেই এক্ষণে॥ (১৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কে তারে কঁহিবে আমি এত যে কাতর তাহার বিচ্ছেদে।
কিবা অবসরে, মন দুঃখ তারে, কহিব নির্জ্জনে সুসারে,

অসহন সহি প্রাণে রহিয়ে বিষাদে ॥
ভাবিয়ে ভাবিয়ে, মরমে সহিয়ে, থাকি ম্রিয়মাণ হয়ে,
নারী বহু সহে মনে প্রণয় প্রমাদে ॥ (১৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাসিল মম মন প্রণয় তরঙ্গে।
ত্রাসিত হয়েছি প্রাণে পড়িয়ে কুসঙ্গে ॥
প্রণয় মহাসাগর, দেখি সদা ভয়ঙ্কর,
এতে নিস্তার দুষ্কর, মানস পতঙ্গে ॥ (১৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দাবানল সম প্রেম জানরে অবোধ মন।
সাবধানে থাক যেন হয়ো না তাহে পতন ॥
পড়িয়ে প্রেম আগুণে, উঠিয়াছে কোন জনে,
দগ্ধ হবে মনে মনে, শেষে সংশয় জীবন ॥ (১৯৪)

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

মানিনী প্রাণ আমার এত মান করেছ।
আঁখি ছল ছল দেখি ভূমেতে বসেছ ॥
এরূপ ও রূপ দেখে, বাক্য নাহি সরে মুখে,
থাকিব আর কার সুখে, কেন ক্রোধিত হয়েছ ॥ (১৯৫)

রাগিণী ইমনী। তাল কওয়ালি।

[ওহে] প্রাণ ভালবাসি বল আমারে।
সে তো কথার কথা নহে অন্তরে ॥
কেন হে কহ বৃথা, যাও হে যথা তথা,
ভাল লাগে যেই তোমারে ॥
মুখে জানাও যত, অন্তরে নহে তত,
অসঙ্গত মনে কি ধরে।

কিবা রেখেছো বাকি, শাস্তি দিতে আছে বাকি,
আর কে বা বিশ্বাস করে ॥ (১৯৬)

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

কেমনে জানাই তারে, যে দুঃখ পাই অন্তরে।
সে রহিল অন্তরে, তত্ত্ব কভু নাহি করে,
এ খেদ কহিব কারে ॥ (১৯৭)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম যদি নাহি করিতাম।
তবে ত লজ্জিত এত না হতো পরিণাম ॥
না বুঝে প্রেম করিলে, এরূপ ঘটে সকলে,
এবে মজি কুল শীলে, ঠেকে শিখিলাম ॥ (১৯৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম কর সৎ সঙ্গে সখি হয়ে সাবধান।
নানা দোষ অসৎ সঙ্গে প্রণয় নহে বিধান ॥
উত্তমে প্রেম করিবে, সে প্রেম উজ্জ্বল হবে,
এক ভাবে প্রেম রবে, প্রাণ শেষে সমাধান ॥ (১৯৯)

রাগিণী ঐ। তাল তেওট।

যদি সে ভালবাসিত।
তবে কি আমারে কভু এত দুঃখ দিত ॥
সারা হৈ ভেবে, আমারে কৈ ভাবে, একি নীত প্রণয় ভাবে,
বুঝিতে না পারি তার, রীত সমুচিত ॥ (২০০)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল তেওট।

ওগো সখি কে জানে হইবে এমন।
দেখিয়ে অধৈর্য্য হয়ে ভুলে যাবে মন ॥
কিবা ক্ষণে দেখি তারে, আসিতে না পারি ঘরে,

উদাস হয়ে অন্তরে, মন যে করে কেমন ॥ (২০১)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

বলিব কাহারে বল মন কথা আপনার।
সকলে দেখি বিপক্ষ সপক্ষ কে হবে আর॥
যে ছিল মম স্বজন, তারা ভাবে পর জন,
বিরূপ দেখি এখন, ঘরে থাকা হলো ভার ॥ (২০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে কারে ভালবাসে কেমনে জানিব তাহা।
পর চিত্ত অন্ধকার কে জানে তার মন যাহা॥
অন্তর যামী ব্যতীত, কে জানিবে পর চিত,
না বুঝিয়ে সমুচিত, অনুমানে বৃথা কহা॥ (২০৩)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

কেমনে ভাল বলিব ওগো সখি তাহায়।
মজাইয়ে প্রেমে এখন ত্যজিয়ে গেল আমায়॥
না জানিয়ে তারে আগে, মজি শঠ অনুরাগে,
কপালের যোগাযোগে, ভালতে মন্দ ঘটায়॥ (২০৪)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল জৎ।

তার বিরহে প্রাণে বাঁচা হলো ভার।
এ দায়ে নিবৃত্তি কিসে কে করিবে উপকার॥
বিচ্ছেদে যাতনা এত, নাহি জানিতাম সেত,
হয়ে যদি প্রেম যেত, দুঃখ না পেতাম আর।
আমি ভাবি দুঃখ মনে, হাসে দেখি অন্য জনে,
কি করিব সহি প্রাণে, তার প্রেম করি সার॥
সে রহিল দূর দেশে, হেথা আমায় সবে দ্বেষে,
বঞ্চি সদা মহাক্লেশে, ঘরে পরে তিরস্কার॥ (২০৫)

রাগিণী দেশগারা। তাল কওয়ালি।

কেমনে ভুলিব তারে, সে যে প্রিয়জন,
জীবন প্রাণ ধন, নয়ন মন, কেবল চাহে সদত যারে।
সেই প্রিয়তম, সদা মনোরম, প্রাণে মম বিরাজ করে॥
প্রাণ ত্যজিতে পারি, নহে ত্যজ্য অন্তরে॥ (২০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণনাথ হে প্রাণেরি প্রাণ কেন কর ভাবান্তর।
অন্তর অন্তর না হইবে স্বতন্তর॥
গঞ্জনা সহি যতনে, সহিব সহাব প্রাণে,
না করিয়ে কথান্তর, দেখ দেখ প্রাণসখা না করিও মনান্তর॥
যদি করি অপরাধ, বধিতে পার অবাধ, না হও হে স্থানান্তর,
যথা যাবে তথা যাব, না হইব মতান্তর॥ (২০৭)

রাগিণী গৌরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম আগুণ যেই দেহে লাগিয়াছে একবার।
নিবাতে কি পারে কেহ হৃদয়ে করে সঞ্চার॥
প্রবেশিলে প্রেমাগুণ, ক্রমশ হয় দ্বিগুণ,
কভু নাহি হয় ন্যূন, বাড়ে দেখি অনিবার॥ (২০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলের অভাবে কোথা আচার হইবে বল।
কুলধর্ম্ম ত্যাগী হবে কুলচুর কেবল॥
কুলবীজ যত্ন করি, ধর্ম্ম মৃত্তিকা উপরি,
সিঞ্চ সদা লজ্জাবারি, সতীত্ব হইবে ফল॥ (২০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনে প্রেম কেন হয় নয়নে হেরিলে।
অনেকে ত হেরি কিন্তু প্রেম না হয় সকলে।

নয়ন পথ গোচর, অনেক হয় সুন্দর,
তথাপি হয় অন্তর, বদ্ধ না হয় প্রেমজালে ॥ (২১০)

রাগিণী ভৈরবী। তাল খিমাতেতালা।

বাকি কি রেখেছ প্রাণ নিজ বশে আনি।
তুমি যে নিষ্ঠুর এমন তাহা কি আগে জানি ॥
কি করিলে কি করিলে, মজাইলে কুলে শীলে,
কি সুখ এতে পাইলে, করে আমায় অপমানি ॥ (২১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার কথা সুধালে তারে কহিও না।
কেমন আছি কোথা থাকি পরিচয় দিবে না ॥
যদি সে ভালবাসিত, তবে মম তত্ত্ব নিত,
নাহি করিত দুঃখিত, দিত না এত যাতনা ॥ (২১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার লাগিয়ে প্রাণ হলো এত অপমান।
আমি ত দুঃখিত নহি প্রিয়ে তোমার সমান ॥
ঘরে তিষ্ঠে থাকা দায়, এত প্রিয়ে প্রেমদায়,
প্রাণ তব কিবা যায়, নাহি করো ভিন্নজ্ঞান ॥ (২১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নয়ন আমার আমারে ফেলিল প্রণয় হ্রদে।
উঠিবার শক্তি কোথায় সে যে রয়েছে এ হৃদে ॥
একে ত মন অবশ, আপনার নহি বশ,
কেমনে হয়ে সবশ, ভাসিব অপ্রমাদে ॥ (২১৪)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্তেতালা।

ভাব কেবল প্রাণেশ্বরে অপরে কভু ভেবো না।
যাঁহারে প্রেম করিলে রহিবে না এ ভাবনা ॥

যে হয় প্রাণের প্রাণ, সেই বন্ধু করি জ্ঞান,
সব দুঃখে পরিত্রাণ, পাবে তার ভাবনা ॥ (২১৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন যে কাহার বশ কে বলিতে পারে।
আপনার মন হয়ে আপনার কথা না ধরে ॥
প্রণয়-পাশে বন্ধন, যবে হয় নিযোজন,
কার কি শুনে বারণ, যত কহ বারে বারে ॥ (২১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন দিয়েছি তারে ফিরে লইব কেমনে।
সে মন নাহি আছে নিজ ক্ষমতা অধীনে ॥
হস্ত-বহির্গত শর, প্রণয় নহে অন্তর,
বারেক হলে অন্তর, নাহি এসে নিজ স্থানে ॥ (২১৭)

রাগিণী আশা ভৈরবী। তাল তেওট।

আগে কে জানে সখি তারে।
দেখিয়ে কাতর থাকিব কেমন করে ॥
নয়নে তায় হেরি, সরমে যে মরি,
কেমনে নিবারি বল আমারে।
আমি যে তার অভিলাষী সে কি জেনেছে অন্তরে ॥ (২১৮)

রাগিণী টোরি ভৈরবী। তাল খেমটা।

কি দেখে এলেম সই অনুপম রূপ।
মনোহর কি উজ্জ্বল চিক্কণ সুরূপ ॥
আহা কিবা সুনয়ন, মরি কিবা সুগঠন,
কিবা মধুর বচন, মোহন স্বরূপ ॥ (২১৯)

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কত আশা ছিল প্রাণ তব সনে প্রেম করি।

সে আশা নিরাশা হলো এখন ভাবিয়ে মরি ॥
এ ভাব যেই কারণে, তাহা বুঝিলাম মনে,
দুঃখে প্রকাশ করিনে, সব প্রাণে যত পারি ॥ (২২০)

রাগিণী আশা ভৈরবী। তাল তেওট।

যদি সে ভালবাসিত।
তবে কি আমারে কভু এত দুঃখ দিত ॥
সারা হই ভেবে, আমারে কৈ ভাবে, একি রীতি প্রণয় ভাবে,
বুঝিতে না পারি তার রীতি সমুচিত ॥ (২২১)

রাগিণী কালেড়া। তাল কওয়ালি ঠেকা।

মন থাকে যার যত দিন প্রেম রহে তত দিন।
মনের মালিন্য ক্রমে প্রণয় হয় মলিন ॥
মনের আগ্রহে প্রেম, রহে সদা সম ক্রম,
মন গেলে বৃথা শ্রম, ক্রমশ প্রণয় ক্ষীণ ॥ (২২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম পদার্থ কি জানে অরসিক জনে।
না ডুবিলে প্রেম-হ্রদে আর্দ্র হইবে কেমনে ॥
করেছে ঠেকেছে যেই, প্রেম মর্ম্ম জানে সেই,
অন্ধ কি চিনিবে এই, অমূল্য রতনে ॥ (২২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমারে যে ভালবাসি কিরূপে জানাব বল।
প্রকাশিতে নাহি পারি মানস ভাব সকল ॥
যে ভাবেতে ভাবি আমি, বুঝিতে কি পার তুমি,
হইলে অন্তরযামি, জ্ঞাত হতে অবিকল ॥ (২২৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল কওয়ালি।

সে যদি না রাখে মান তবে কেন কর মান।

মান যে রাখিবে তব কিসে হলো অনুমান ॥
রসিক কি অরসিক, প্রেমিক কি অপ্রেমিক,
তার কি বা আন্তরিক, কিসে হয়েছে প্রমাণ ॥ (২২৫)

রাগিণী লুম্ ঝিঁজুটী। তাল জৎ।

কার প্রতি হলো মন অধীনে ত্যজিয়ে প্রাণ।
যে যেমন তারে তেমন এঁই ত প্রেম বিধান ॥
কেবা তোমায় ভালবাসে, কিবা দিয়ে পরিতোষে,
কিবা বলিয়া সম্ভাষে, কিবা করে অনুষ্ঠান ॥ (২২৬)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা।

এত কি দোষ করেছি যে এত কর অভিমান।
কি দোষ পাইলে প্রিয়ে কেন হলে ম্রিয়মান ॥
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ, যেন তব নাহি কেহ,
আমার যে এক স্নেহ, তাহা কি হলো না জ্ঞান ॥ (২২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে ভাবে তারে ভাবনা এ কি ভাব দেখি প্রাণ।
মন ভাব জানাইলে কর তাহে অপমান ॥
বুঝেছি তোমার মন, যেন থাক অন্য মন,
আমাতে নহে তেমন, অপরে যেমন জ্ঞান ॥ (২২৮)

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল ধিমাতেতালা।

জানিতে পারি না সখি কোন রূপে কথা তার।
শুনিতে চাহি না সে যে এবে হলো বশ কার ॥
বলিতে চাহি না পরে, বলাতে চাহি না তারে,
ভাবিতে চাহি না পরে, দেখিতে চাহি না আর ॥ (২২৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবে বুঝিলাম প্রাণ নব প্রেমে অনুরত।

উচিত কি হয় বল ত্যাজিতে এ অনুগত ॥
তুমি ত বট সুজন, জান সব বিবরণ,
এক মনে দুই জন, কেমনে হবে আগত ॥ (২৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সখি রে কেবল প্রিয়ে তোমার নয়ন বাণ।
অস্থির করিতে পার করে আকর্ণ সন্ধান ॥
চন্দ্রমুখ বিকসিত, মনোরম সুললিত,
নয়ন-যুগ শাণিত, তীক্ষ্ন যেন খরসান ॥ (২৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অভিমান সদা প্রাণ কি কারণে বল প্রিয়ে রে।
অপমান করিলে প্রাণে থাকিব সদা সহিয়ে ॥
অধীন জীবন মন, করেছি প্রাণ সমর্পণ,
এতে করিলে বর্জ্জন, তবে কি সুখ বাঁচিয়ে ॥ (২৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অপমান তবু প্রাণ কভু নহে অপমানি।
গঞ্জনা লাঞ্ছনা সদা নাহি হই অপমানি ॥
কত বলে কত জনে, তাহা নাহি গণি মনে,
তাহার প্রণয়ি জ্ঞানে, আপনাকে ধন্য মানি ॥ (২৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ আমার মান করেছে কিবা দোষ পেয়েছে।
আমি নিতান্ত তার সে কি তা মনে জেনেছে ॥
এ দেহ যে দেহ তার, সকলি দিয়েছি তার,
সম্পূর্ণ ক্ষমতা যার, অধীন প্রীতি রয়েছে ॥ (২৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কিবা সুখ হবে বলো পর প্রণয়ে মজিলে।

কল কোথা আছে তাহে কলঙ্কিত হয়ে কুলে ॥
ভ্রান্তি সুখ বোধ করি, না বুঝে পর চাতুরি,
ছুদিক্ হারায়ে নারী, ভাসে কলঙ্ক সলিলে।
ত্যজিয়ে আপন পতি, কেন হইবে দুর্ম্মতি,
পরে কি হইবে গতি, নাশ করি পরকালে ॥ (২৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কিবা ক্ষতি বল অপরের তোমায় আমায় ভালবাসা।
তাহা উপলক্ষ করি সদত করে বচসা ॥
ভালবাস ভালবাসি, তাহে সবে অসন্তোষি,
কিরূপে বা সবে তোষি, নাহি দেখি কোন আশা।
সকল ত্যজিয়ে আমি, আছি তব অনুগামি,
জানে তাহা অন্তর্যামি, নিতান্ত তব ভরসা ॥ (২৩৬)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করে কি আশে কেবা বুঝিবে কারণ।
অনায়াসে পর বশে থাকে করিয়ে মিলন ॥
আপনার ত্যজ্য করি, পর-গতা হয় নারী,
পুরুষ তদ্রূপ হেরি, স্বজনে অস্থায়ী মন ॥ (২৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তিরস্কার জ্বালা আর কত সবো সদা প্রাণে।
সহালে সহিতে পারি যদি থাকি তার মনে ॥
তার লাগি প্রাণ জ্বলে, কত লোকে কত বলে,
নাহি ধরি সে সকলে, সে যদি রাখে যতনে ॥ (২৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহ-জ্বালা আমারে বলেছিলে সবে সবে।
সহিল না দেখ সখি প্রাণ কি লোক-রবে রবে ॥

সেই দিন কবে হবে, নয়ন তারে দেখিবে,
শ্রবণ যে জুড়াইবে, সে যে কথা কবে কবে ॥ (২৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবনায় যদি দিন গেল তবে প্রেমে কি সুখ হলো।
দুখে সুখে কার যায় আমার দুঃখ কেবল ॥
একে ত তার ভাবনা, তাহাতে ঘরে তাড়না,
কিছু যে ভাল লাগে না, কি করিব বলো বলো ॥ (২৪০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যদি ভালবাসে তবে কেন নাহি আসে।
কি মানসে নাহি আসে বুঝি থাকে পর-বশে ॥
আমি যে তাহারি বশে, থাকি তারি অভিলাষে,
কিন্তু সে ত কভু এসে, বারেক নাহি সম্ভাষে ॥ (২৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি মন দেখিতে জানিতে প্রাণ তবে।
কথায় বিশ্বাস প্রিয়ে তব কেমনে হইবে ॥
মন ভাব পরিচয়, ব্যভারে বুঝ নিশ্চয়,
কথাতে কোথা প্রত্যয়, করিয়াছে কেবা কবে ॥ (২৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন সহ ভালবাসিলে সে কি যাইবে কখন।
কটুভাষে কিম্বা রোষে, তথাপি রবে যতন ॥
গাঢ় প্রেম হয় যার, অন্তরে হয় সঞ্চার,
চিরকাল প্রেম তার, অবাধে রবে মিলন ॥ (২৪৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ কাঁদে যার লাগি সেই সে এলো কৈ।
ঘরে থাকা ভার হলো সদা উচ্চাটন রৈ ॥

গৃহ-কার্য্যে নাহি মন, তাহা দেখি গুরুজন,
বলে কত কুবচন, মন দুঃখ কারে কৈ ॥ (২৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার মিলন হওয়া ভার এ প্রণয় হলো প্রচার।
ঘরে পরে কত কথা কহে যে কত প্রকার ॥
প্রতিবাদি প্রতিবাসি, গুরু জন কটুভাষী,
পাইয়ে আমারে দুখী, অল্পেতে করে বিস্তার ॥ (২৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে জন প্রণয় জানে না তার সনে প্রেম করো না।
পাইবে তাতে যাতনা তাহাতে মনে ভুল না ॥
প্রেম বিষয়ে নবীনা, নহ ত তাহে প্রবীনা,
হইয়ে প্রেম অধীনা, দেখো দুঃখেতে পড়ো না ॥ (২৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল আড়খেমটা।

যে মন আমারে দিয়েছ তাহা কি রেখেছ।
কিম্বা পরে দিবে বলি তাহা ফিরিয়ে লয়েছ ॥
দিয়ে বস্তু পুন লওয়া, আরোপিত বাক্য কওয়া,
দত্ত অপহারী হওয়া, এরূপ কোথায় শিখেছ ॥ (২৪৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

যেই ভাবে সেই ভাবে তুমি কি করিবে প্রাণ।
ষট্পদ সম প্রাণ লয়ে বেড়াও ফুলের ঘ্রাণ ॥
প্রেম যার মনোগত, তারি প্রেম আরাধিত,
সদা সে থাকে ভাবিত, নাহি পায় পরিত্রাণ ॥ (২৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে কোথায় রহিল পুন দেখা নাহি দিল।
ভুলিল কি মনে কিম্বা অপরে প্রেমে বান্ধিল ॥

এমন দিন কবে হবে, সেই কি পুন আসিবে,
বিরহ দাহ নাশিবে, দিয়ে দর্শন সলিল ॥ (২৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এক জনে ভালবাসিলে উভয়ে যদি ভালবাসিত।
তবে কি এ প্রেমে কভু বিচ্ছেদ ঘটনা হতো॥
উভয়ের সম মন, থাকিত সদা তেমন,
তুলের তৌল যেমন, লঘু গুরু প্রকাশিত॥ (২৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম ভরসায় করি ভর প্রেমে মজিলাম তার।
প্রথমে বাড়ায়ে প্রেম এখন দেখা নাহি আর॥
যে জন করিত মান, সেই করে অপমান,
কারে করি অভিমান, এবে সে নহে আমার॥ (২৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঘরে পরে যে যন্ত্রণা তুমি ত মনে কর না।
কত আর সহিব বল এখন দেখা পাই না॥
তিরস্কারে যত দুখি, সে সব কি মনে রাখি,
প্রাণ তব মুখ দেখি, কিছু ত মনে থাকে না॥ (২৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দুঃখে রাখ সুখে রাখ থাকি সদা তব ধ্যানে।
বিচলিত ভাব কভু নাহি হবে মম জ্ঞানে॥
মন দিয়াছি তোমারে, লইব কেমন করে,
যা হয় তব বিচারে, কর প্রাণ এ অধীনে॥ (২৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমদায় হলো দায় সদা মনে ভাবি তাই।
কি বলিবে ঘরে পরে উপায় নাহিক পাই॥

দেশে অপমান হয়ে, কি সুখ এ দেহ রৈয়ে,
মরি যদি মান লয়ে, সকল দায়ে এড়াই ॥ (২৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি লাগি মান করেছে কেন মিছে কি বুঝেছে।
মম মন সেই আছে তাহা কি সেই জেনেছে ॥
কি দোষ মম পেয়েছে, কিবা সে মনে ভেবেছে,
একে বারে কি ভুলেছে, মানে বুঝি মন গেছে ॥ (২৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যেঁ জানে সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে।
হয় মনে রহে মনে পরে যায় মনে মনে ॥
নয়ন আদি কারণ, উৎপত্তি সংঘটন,
স্থিত হইয়ে মিলন, পরে লীন অযতনে ॥ (২৫৬)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণে সহিব কতো আর ওগো সখি বিরহ তার।
শঠতা ব্যভার করি, করিল এত চাতুরি,
তথাপি ভুলিতে নারি, মনে ভাবি সেই সার ॥ (২৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সহিবে কে বল বিরহ জ্বালা তার।
অসহ্য হইল সখি এবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
সে যে কোথা আমি কোথা, জানিতেছি ভাবি বৃথা,
তবু মনে পাই ব্যথা, নিরন্তর অনিবার ॥ (২৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

কবে আবার দেখা হবে সবে হয়েছে বিরোধি।
আমি ত আছি হে প্রাণ তব অধীন নিরবধি ॥

গঞ্জনা করি অগ্রাহ্য, যত করিয়াছি সহ্য,
তব লাগি সব গ্রাহ্য, সব প্রাণে সীমাবধি ॥ (২৫৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অধীনীর সুখ সময় এখন গেছে সখা হে।
মন না থাকিলে বৃথা মৌখিকে প্রেম রাখা হে ॥
সুখ সাধ ছিল মনে, দুঃখ পেলেম যতনে,
এ খেদ রহিল প্রাণে, আর কি হবে দেখা হে ॥ (২৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম বুঝি হলো ভার দেখি এখন ভাবান্তর।
কারণ ব্যতীত প্রাণ কর সদা কথান্তর ॥
না পাইয়ে কোন দোষ, মিছে কেন কর রোষ,
কিছুতে নহ সন্তোষ, বোধ হয় মনান্তর ॥ (২৬১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণেশ্বর প্রিয়-কার্য্যে সদা করিবে যতন।
সুপ্রিয়বাদিনী হবে করিবে না অন্য মন ॥
হবে সুমতি সরলা, সদা সুধীরা সুশীলা,
তাহা হলে কুলবালা, বলিবে সকল জন ॥ (২৬২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে কি আমায় ভালবাসে জান গো সখি আভাষে।
দুকুল হারাবো না কি পড়িয়ে তাহার বশে ॥
হাতে আমি দিব চাঁদে, বলিয়ে কতই কাঁদে,
ফেলিতে চাহে কি ফাঁদে, ব্যাধের মত ফেলি ফাঁশে ॥ (২৬৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ অভিমান করেছ কিম্বা ক্রোধ করেছ।
ভূমিতে শয়নে আছ, আঁখিজলে ভাষিতেছ ॥

কেহ কি ব্যঙ্গ করেছে, কেহ কি কটু বলেছে,
কেহ কি ছল ধরেছে, কি মম দোষ পেয়েছ ॥ (২৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেমে দোষ কিবা গুণ যাহা আছে কেবা জানে।
প্রেমিক নয়ন-হীন না দেখে তাহা নয়নে ॥
প্রেম ঘটনা সময়ে, সবে থাকে অন্ধ হয়ে,
বুদ্ধি লজ্জা হারাইয়ে, নষ্ট হয় মানে প্রাণে ॥ (২৬৫)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা।

এত যে ভালবাসি তবু নাহি পেলেম তার মন।
না দেখিলে মরি প্রাণে তবু করে অযতন ॥
মনে করি দেখিব না, কোন কথা কহিব না,
দেখিলে দুঃখ থাকে না, সুধাই আছে কেমন ॥ (২৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে ফিরে আসিবে ভাবে বোঝা যায় না।
অপরে দিয়েছে মন আমারে সে চায় না ॥
এবে নব গ্রন্থি দিল, পুরাণ হলো শিথিল,
এই মম ভাগ্যে ছিল, ভুলেও সুধায় না ॥ (২৬৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন না দেখিলে প্রাণ কেমনে জানিব মন।
পর চিত্ত অন্ধকার কেমনে হবে দর্শন ॥
যদি দেখাবারি হতো, জানা যেতো মনগতো,
ভালবাসে কেবা কতো, কে করে কতো যতন ॥ (২৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন না দেখিলে প্রাণ কেমনে জানিব মন।
পরচিত্ত অন্ধকার প্রকাশ আছে বচন ॥

মন দেখাবার হতো, দেখি দেখাতাম চিত্ত,
উভয়ে জানা যাইত, কে করে বহু যতন ॥ (২৬৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে যে কত কঠিন প্রকাশ করা কঠিন।
কভু কার প্রেম ত্যজে কভু কার প্রেমাধীন ॥
কি আচার কি ব্যভার, প্রকৃত কি বোঝা ভার,
আজি আমার কালি তার, কাহার নয় চির দিন ॥ (২৭০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে তুমি ভাব এখন সেই কি তোমারে ভাবে।
দু দিক্ যেন না যায় দেখো উভয় মন অভাবে ॥
আপনার বুঝি পরে, আপনার ত্যজ্য করে,
সখ্য চতুরে চতুরে, ঘটে শঠতা স্বভাবে ॥ (২৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম রবে কেমনে হে রাষ্ট হলো গুপ্ত কথা।
মুখ দেখান ভার হলো এই কথা যথা তথা ॥
যে দেখে সে ব্যঙ্গ করে, দেশে আর ঘরে পরে,
লজ্জাতে আসিনে ফিরে, প্রণয় হইল বৃথা ॥ (২৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসিবে তাহারে যে ভালবাসা স্থান।
সামান্য প্রেমিকে কভু প্রেম নহে সুবিধান ॥
প্রেমিক হইবে যেই, প্রেম মান রাখে সেই,
প্রেমের পদ্ধতি এই, কর তাহে প্রণিধান ॥ (২৭৩)

রাগিণী ছায়ানট্। তাল ভেওট।

মম মন পঙ্কজ সম, অরুণ-স্বরূপ সখা মনোরম।
দর্শন করি তপন, বিকসে পদ্ম আনন,

মম হৃদয় তেমন, হেরি সে নিরুপম ॥
সেই প্রাণ উল্লাসে, সেই মনে তম নাশে,
মন যে তাহারি আশে, হয় প্রফুল্লিততম ॥ (২৭৪)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল আড়াখেমটা।

যেবা যত কয় তত নয় ও তার ভালবাসা।
যথার্থ প্রেমিক হলে মনে রাখে প্রেম আশা ॥
মৌখিকে প্রেম যাহার, প্রণয় করে প্রচার,
ভুলনা কথায় তার, তাহাতে হও নিরাশা ॥ (২৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনের মানুষ কৈ যারে কই মনের কথা।
অরসিকে প্রেম বলা অরণ্যে রোদন যথা ॥
কারে কব কে বা শুনে, মন দুঃখ রৈল মনে,
বিফল এ আকিঞ্চনে, প্রেম করা হলো বৃথা ॥ (২৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কিবা কব সৈ কত সৈ সদা মন প্রাণে।
প্রেম করে যে যাতনা সয়ে থাকি নিশি দিনে ॥
একে তো প্রেম যাতনা, তাহে লোকত গঞ্জনা,
এ উভয় বিড়ম্বনা, হলো প্রণয় কারণে ॥ (২৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত তে কি প্রাণ অভিমান বল ত্যজিবে না।
কভু ত দূষিত নহি তবু কি সদয় হবে না ॥
জেনেছ শুনেছ সব, তাহা প্রিয়ে কত কব,
আমি ত অধীন তব, তথাপি কথা কবে না ॥ (২৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে মানুষ কোথা মন কথা যারে কব।

স্বার্থপর অপ্রেমিকে বলা না হয় সম্ভব ॥
গরজ থাকে যে অবধি, আসা যাওয়া তদবধি,
শেষে নিজ কর্ম্ম সাধি, দুঃখ দেয় অসম্ভব ॥ (২৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার যারে মন সেই জন প্রিয় হয় তার।
সহস্র সে দুষি হলে না হয় মন বিকার ॥
ভালবাসা হয় যথা, সেই মনে রহে গাঁথা,
ভেদাভেদ করে কোথা, সুশ্রী বিশ্রী একাকার ॥ (২৮০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ওরে আমার প্রাণ যাতে ত্রাণ পাই কর এখন।
অধীনে কুদিন বশে ভাবি কি ঘটে কখন ॥
গুরুজন লজ্জা ভয়ে, আছি সশঙ্কিত হয়ে,
কোন্ দিন কি ঘটিয়ে, যাবে এ জীবন ॥ (২৮১)

রাগিণী সিন্ধু বারোয়া। তাল কওয়ালি।

তুমি হে যেমন সত বুঝেছি তব অভীষ্ট।
কেবল শিখেছ প্রাণ করিতে মম অরিষ্ট ॥
করিয়ে তোমার সঙ্গ, হলো কুল মান ভঙ্গ,
এবে কোথা নব রঙ্গ, অধীনে করে অনিষ্ট ॥ (২৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অবলা সরলা নাম কে দিল কামিনীগণে।
চতুরা কুটিলা বলা উচিত হয় বিধানে ॥
দেখ মনে রেখ ভয়, যেমন দেখ তেমন নয়,
হর্‌বলা হর্‌বুলি কয়, করে যাহা এসে মনে ॥ (২৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেন প্রেমে মজে ছিলাম্ কারো কথা নাহি শুনে।

প্রেমের যে শেষে দুঃখ আগে তাহা কেবা জানে ॥
কিবা করিলাম হায়, কুলে থাকা হলো দায়,
এবে যদি প্রাণ যায়, তবে যাই মানে মানে ॥ (২৮৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বলো তারে ওগো সখি এ কেমন ভালবাসা।
কি বলিয়ে গেল তখন আমারে যে দিয়ে আশা ॥
জানিয়ে তার আভাষে, আছি সদা সেই আশে,
এবে যদি আসি তোষে, তথাপি হবে ভরসা ॥ (২৮৫)

রাগিণী বারোঁওা। তাল ঠুঙ্গরি।

প্রেম করে এত দুঃখ কে পেয়েছে নিরবধি।
তার অপরাধে ভাবি আমি যেন অপরাধি ॥
তার দোষে তারে তুষি, যেন কত আমি দূষি,
তবু হয়ে অভিলাষী, সতত তাহারে সাধি ॥ (২৮৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই তো আমার ভাল যারে মন ভালবাসে।
স্বজন কুরব সব, সয়ে রব তারি আশে ॥
কেন বা দেয় গঞ্জনা, কভু না করিব ঘৃণা,
এই মনে সেই বিনা, অপর নাহি প্রয়াসে ॥ (২৮৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মন আমার সেই প্রিয়তমের অভিলাষী।
তার দোষে নিজ দোষ জ্ঞানে তারে সদা তুষি ॥
রাখিতে তাহারি মান, ত্যজিলাম নিজ মান,
তবু হয় মনে জ্ঞান, যেন আছি কৃতো দুষি।
বিনা দোষে জ্ঞান করি, পাছে করে মন ভারি,
উচিত করিতে নারি, তাহার তোষে সন্তোষি ॥ (২৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করি সদা দুঃখ না করিয়ে ছিলাম ভাল।
কেন করিতাম প্রেম জানিলে এ জঞ্জাল॥
পশ্চাৎ না ভাবিলাম, বৃথা প্রেমে মজিলাম,
হায় এ কি করিলাম, প্রণয় হইল কাল॥ (২৮৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

ভালবাসা ভাল বটে উভয়ে ভালবাসিলে।
নচেৎ প্রেমাবৃত হওয়া যুক্তি নহে কোন কালে॥
এক জন অনুরাগী, অপরে তাহে বিরাগি,
না হলে সম সোহাগী, প্রেম রবে কি কৌশলে॥ (২৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম যে ভুজঙ্গ সম দেখ যেন নাহি দংশে।
আপ্তসার বিনা কোথা সেই মহাবিষ ধ্বংসে॥
প্রণয় সর্প প্রধান, স্পর্শ না হয় বিধান,
সাবধান সন্নিধান, যেওনাকো কোন অংশে॥ (২৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমারে দেখিতে প্রাণ কোন্ স্থানে নাহি যাই।
যাওয়া মাত্র সার প্রিয়ে দর্শন নাহিক পাই॥
আমার আগ্রহ যত, যদি তব হতো তত,
তবে কি হতে বিরত,. মনে মনে ভাবি তাই॥ (২৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভেবে যদি প্রাণ যাবে তবে কুলে কেবা রবে।
বিচ্ছেদ এমন জ্বালা মনে রেখে কিবা হবে॥
যেখানে সে বন্ধু আছে, যাব আমি তার কাছে,
কুলে আর থাকা মিছে, এ যাতনা কে সহিবে॥ (২৯৩)

রাগিণী ঝিঁঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

করিতে সহজ বটে প্রেম সদা পর সনে।
রাখিতে সে মহা লেঠা হয়ে উঠে দিনে দিনে ॥
প্রেমের প্রথম কালে. রহে দৃঢ় যথা স্থলে,
কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হলে, কোথা যায় কেবা জানে ॥ (২৯৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যতন করেছি কত তাহারে প্রেম আশ্বাসে।
বলে কি জানাব তত যত প্রাণ ভালবাসে ॥
তারে যত প্রয়োজন, কে জানিবে জানে মন,
কে জানে হবে এমন, অপর প্রণয় বশে ॥ (২৯৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঠুঙ্গরি।

যখন যে জন প্রেমে মজে সে হয় জ্ঞান রহিত।
লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় কভু নাহি হয় বিষাদিত ॥
প্রেমের স্বভাব গুণে, ভয় নাহি করে মনে,
কুভাবে সে সুবচনে, কভু না হয় লজ্জিত ॥ (২৯৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আপন বলিয়ে যারে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
কেমনে সে জনে এখন করিব সৈ ভিন্ন জ্ঞান ॥
সদা যারে চাহে মন, সে নহে পর কখন,
নিতান্ত যে প্রয়োজন, সেই মম ধন প্রাণ ॥ (২৯৭)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

তুমি যেমন তেমন করে রাখ সখা
সদা থাকিব তব বশ হয়ে।
নাহি জানি অন্য জনে তোমা বিনে,
নাহি চাহি কভু কারে দেখি গিয়ে ॥

মান প্রাণ ধন সব দিয়ে আমি,
কেবল আছি এ দেহ লয়ে ॥ (২৯৮)

রাগিণী ঝিঁজুটী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

যাবে কি না যাবে গো সই বল এত বেলা হলো।
এমন করে কেমন করে ঘরে রব বলো বলো ॥
লইতেছে মনে মনে, এসেছে সে যথা স্থানে,
এসো এসো চন্দ্রাননে, সাক্ষাৎ হইবে ভাল।
বেলা হলে যাবে চলে, গমন হবে বিফলো ॥ (২৯৯)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

প্রেম রাখতে পারে যে সই,
বল বল এমন প্রেমিক পাই কোই।
পাইলে তার দাসী হয়ে সতত রই,
সে আমার আমি তার নিতান্ত হই ॥
প্রেম নাম করি শ্রবণ, গলিত হইবে মন,
অশ্রুপূর্ণ দু-নয়ন, সর্ব্বক্ষণ প্রেম কথা বই
অন্য কথা নাহি কই ॥ (৩০০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অভিমান করেছ কিবা দোষ পেয়েছ।
কখন কি তোমা ছাড়া আমায় দেখেছ জেনেছ ॥
বুঝ না মন আমার, আছে অধীন তোমার,
তোমার সকল ভার, তুমি আমার সার হয়েছ। (৩০১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অপমান তবু প্রাণ তারে ভালবাসে।
তার লাগি কটু ভাষে তথাপি মন উল্লাসে ॥
কলঙ্কের হার গলে, পরিয়াছি কুতুহলে,

বলুক যাহা লোকে বলে, সহিব তাহা সন্তোষে ॥ (৩০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নাহি মম দোষ তবু রোষ করেছে প্রকাশ।
তার যাতে অসন্তোষ নাহি করি অভিলাষ ॥
জানিলে তারে দুঃখিত, মন হয় বিষাদিত,
সে যে মম আরাধিত, তাহারি রাখি প্রয়াস ॥ (৩০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অপমান তবু প্রাণ সদা চাহে তারে।
ভালবাসা হলে কভু মনে কি তা জ্ঞান করে ॥
তিরস্কার মান জ্ঞানে, তাহা সহি সযতনে,
শুভ বোধ করি মনে, দুঃখিত নহি অন্তরে ॥ (৩০৪)

রাগিণী ঝিঁজুটী খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

তুমি যত ভালবাস প্রকাশ হলো এখন।
সে সব কি মনে নাহি বলিয়াছিলে তখন ॥
ভিন্ন জ্ঞান না করিবে, সতত মনে রাখিবে,
সমভাবেতে দেখিবে, সে সব হলে বিস্মরণ ॥ (৩০৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত আর লুকাবে প্রাণ পাইয়ে নব সুযোগ।
এখন শুনিবে কেন পুরাতন অভিযোগ ॥
অধীন কথা এখন, ভাল কি লাগে কখন,
শুনিতে প্রাণ যখন, সে দিন হলো বিয়োগ। (৩০৬)

রাগিণী ঐ। তাল আড়খেমটা।

সখি ভাবলে কি আর হবে।
সয়ে থাকলে মনে সকল সবে ॥
না বুঝিয়ে প্রেম করেছিলে যবে,

এখন গত শোচনায় আর কি করিবে।
প্রেমে যে ঘটেছে কষ্ট, তাহাতে হয়ো না রুষ্ট,
এখনও যে অবশিষ্ট, কত কষ্ট সইতে হবে ॥ (৩০৭)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

নয়ন মন আমার আমারে প্রেমে ডুবালে।
আমার আমার বলি যারে সে তো নাহি আমার বলে ॥
আমার হইয়ে মন, না হয় আমার এখন,
দেখিবামাত্র নয়ন, পড়িল পরের ছলে ॥ (৩০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নয়ন নাহি থাকিলে প্রেম কেন হবে বল।
মজাতে প্রেমে কেবল নয়ন দেখি সবল ॥
চক্ষু যদি না থাকিত, কেহ না কারে দেখিত,
কেন বা প্রেমে পড়িত, দুঃখ সহিত কে বল ॥ (৩০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেহ যদি আপন স্ত্রীকে স্নেহ করে নিরবধি।
স্ত্রৈণ বলিয়ে তারে সকলে দেয় উপাধি ॥
স্ত্রীতে প্রেম যুক্তি হয়, তবে স্ত্রৈণ কেন কয়,
যার ধন তার ধন নয়, নেপ কি খাইবে দধি ॥ (৩১০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমায় আমায় প্রেম হলো অপরের কিবা ক্ষতি।
তবে কেন প্রতিবাসি করে সতত অখ্যাতি ॥
গুরুজন পরিজন, সদা কহে কুবচন,
সতত বিরক্ত মন, কভু না করয়ে প্রীতি ॥ (৩১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কবে আর দেখা তার পাব কি আছে উপায়।

মিলন হইল ভার কে বা হইবে সহায়॥
আমি হেথা সে যে কোথা, কে আনিবে তার কথা,
দেখে বেড়াই যথা তথা, তবু না পেলেম তায়॥ (৩১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুখোদয় দুঃখোদয় দেখি প্রেমে কিবা হয়।
প্রেম রয় কি না রয় পাব তার পরিচয়॥
প্রেমিক সে যদি হয়, প্রেম না হইবে ক্ষয়,
জানা যাবে সমুদয়, তখন হবে নিশ্চয়॥ (৩১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অতিশয় ভালবেসে কি ভাল হলো তোমার।
অতি শব্দ মন্দ সব এ কথা সবে প্রচার॥
দেখ সখি মনে ভেবে, প্রেমে মজে কিবা হবে,
কত দুঃখ পরে পাবে, এই ত দুঃখ সঞ্চার॥ (৩১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আভাষে জান গো সখি সে কি ভালবাসে আমায়।
নচেৎ বৃথা কেন সদা থাকি তার আশায়॥
সেই যদি ভালবাসে, সব দুঃখ অনায়াসে,
কিন্তু তার অসন্তোষে, দুঃখ সহা হবে দায়॥ (৩১৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিনা স্বার্থে প্রেম করে যথার্থ তার ভালবাসা।
নির্লোভ স্নেহ যার ত্যজয়ে অপর আশা॥
ধন দিলে হয় বশ, সেই প্রেমে কিবা যশ,
নাহি পায় কেহ রস, থাকিলে ধন-লালসা।
নির্ম্মল করি অন্তর, না হইয়ে স্বার্থ পর,
শুভ চিন্তায় নিরন্তর, ত্যজিবে সব প্রয়াসা॥

নির্লোভ প্রেম যাহার, সেই প্রেম চমৎকার,
রহিবে প্রণয় তার, আগে পাছে এক দশা ॥ (৩১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ব্যথিত ব্যতীত বল দুঃখ কে জানিতে পারে।
অনেকে সুখের সঙ্গী দুঃখে সুধায় কেবা কারে ॥
কপটীর ভঙ্গি এই, দুঃখে সঙ্গী নহে সেই,
দুখে সুখে সম যেই, জানিবে সুহৃদ তারে ॥ (৩১৭)

রাগিণী সঙ্করা বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ তব নয়ন-বাণ যাহারে কর সন্ধান।
কে এমন আছে প্রিয়ে, সে শরে লক্ষিত হয়ে,
তাহে হয় সাবধান ॥
যারে তুমি কর লক্ষ, নিবারণে নহে দক্ষ,
কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥ (৩১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সম জন সহ প্রেম নারী কভু নাহি করে।
অধমে সতত রত বিদিত ইহা সংসারে ॥
মন ভাব বলিহারি, নীচগত নারী-বারি,
দেব না বুঝে চাতুরি, কি সাধ্য বুঝিবে নরে ॥ (৩১৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনঃক্ষেত্রে প্রেম-বীজ যত্নে করিয়ে রোপণ।
স্নেহবারি কত তাহে সদা করেছি সেচন ॥
প্রেমলতা অঙ্কুরিত, ক্রমে হবে শাখান্বিত,
সুখফলে সুফলিত, আশা এই সর্ব্বক্ষণ।
নিপুণা নহি তাদৃশী, করিয়ে প্রেমের কৃষি,
অযত্ন তাহে প্রকাশি, কি হলো ভাবি এখন ॥

কিবা প্রণয়ের গতি, না হইতে ফলবতী,
সমুলেন বিনশ্যতি, বৃথা হলো আকিঞ্চন ॥ (৩২০)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

এত কেন রোষ কিবা দোষ পেলে প্রাণ আমার।
অসন্তোষ কেন প্রিয়ে আমি তো অধীন তোমার ॥
বধ কিম্বা রাখ প্রাণে, এ প্রাণ তব অধীনে,
এতে বিরাগ কেমনে, হতেছে মনে সঞ্চার ॥ (৩২১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেন অসন্তোষ বৃথা রোষ কিবা দোষ করেছি।
মন সহ সদা তব নিতান্ত অধীন হয়েছি ॥
শয়নে কিম্বা স্বপনে, কিম্বা দেখ জাগরণে,
তব ধ্যান সদা মনে, করিয়ে প্রাণ রয়েছি ॥ (৩২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহার অধীন চিরদিন তবু সে বুঝে না।
কেমনে বুঝাবো তারে কথাতে বিশ্বাস করে না ॥
রাখিলে রাখিতে পারে, বধিলে কে রক্ষা করে,
সংপূর্ণ ক্ষমতা যারে, দিয়াছি সে কি জানে না ॥ (৩২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কথাতে কি মন কে কখন কোথা বুঝিতে পারে।
মন জানা যায় বরং দেখি প্রণয় ব্যভারে ॥
মনের ভাব কথাতে, কেহ কি পারে জানিতে,
ব্যভারে ইহা বুঝিতে, ভাবুকে পারে কি নারে ॥ (৩২৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি লাগি রোদন সুবদন আঁখি নীরে ভাসে।
এতই দুঃখিত কেন বল না প্রাণ আভাষে ॥

তব সন্তোষ কারণ, প্রস্তুত মম জীবন,
দুঃখ কর নিবারণ, প্রফুল্ল মিষ্ট সম্ভাষে ॥ (৩২৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত তে কি প্রাণ অভিমান বল ত্যজিবে না।
কভু ত দূষিত নহি তবু কি সদয় হবে না ॥
জেনেছ শুনেছ সব, আর প্রিয়ে কত কব,
নিতান্ত অধীন তব, তথাপি কথা কবে না ॥ (৩২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে মানুষ কোথা মন কথা যারে বলি সব।
স্বার্থ পর অপ্রেমিকে বলা না হয় সম্ভব ॥
গরজ থাকে যে অবধি, আসা যাওয়া নিরবধি,
শেষে নিজ কর্ম্ম সাধি, দুঃখ দেয় কিবা কব ॥ (৩২৭)

রাগিণী মুলতানি বারোঙা। তাল কওয়ালি।

যে বিরাজে অন্তরে কেমনে ভুলিব তারে।
চক্ষু মুদিলে সেই হৃদয় প্রকাশ করে ॥
চক্ষুর হলে ভালবাসা, মনেতে হয় লালসা,
নতুবা তাহার আশা, কেন হইবে অন্তরে।
চক্ষুর অধীন মন, হয়ে করে আকিঞ্চন,
নাহি মানে নিবারণ, সতত ভাবয়ে তারে ॥
শেষে না পেয়ে দর্শন, করি তাহারি মনন,
ভাবনাতে সর্ব্বক্ষণ, নয়নে সলিল ঝোরে ॥ (৩২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঠুঙ্গরি।

বিরহ যাতনা বল আর সব কত সহা ভার।
মম দুঃখে সে নহে দুঃখি মম ভাব নাহি তার ॥
যেরূপ ভালবাসিত, ব্যভারেতে প্রকাশিত,

এক্ষণে তাহার চিত, সেরূপ নাহিক আর ॥ (৩২৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি ভালবাস তবে কেন না কর প্রকাশ।
নতুবা তোমার প্রেমে বৃথা করিব প্রয়াস ॥
অযতন তব মনে, যতন হবে কেমনে,
যতন হয় যতনে, যেমন দর্পণ ভাস ॥ (৩৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেবা কোথা প্রেম করে নাহি জানায় ভালবাসা।
প্রেমিকের ও রীতি নহে ভাবুকে করা নিরাশা ॥
প্রেম করে অনাদর, কেবা করে পরস্পর,
তবে যে দেখি অন্তর, বুঝি আছে পরে আশা ॥ (৩৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমের স্বভাব এই বিচ্ছেদ ঘটায় পরে।
যতই প্রণয় হয় উচ্ছেদ যোজনা করে ॥
যেমন দুগ্ধ অন্তরে, দেখ ঘৃত স্থিতি করে,
তাদৃশ প্রেম অন্তরে, সদা বিরহ সঞ্চারে ॥ (৩৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দুই জন সহ প্রেম বাসনা দেখি করিতে।
এক জন পারে কি হে উভয় মন রাখিতে ॥
দুই নায়ে পদ দিয়ে, কেবা রবে স্থির হয়ে,
শেষে দুকুল হারায়ে, তখন পারিবে জানিতে ॥ (৩৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করে যত জনে সবে প্রেম নাহি জানে।
প্রেমিক ব্যতীত তাহা কি বুঝিবে অন্য জনে ॥
প্রণয়ী ভাব বিমল, অপরে তাহা বিরল,

স্বভাব সদা সরল, উভয়ে রয় এক মনে ॥ (৩৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

একের দুঃখেতে কভু অপরে দুঃখ করে না।
বিপদে ফেলিতে পারে উদ্ধারিতে পারে না ॥
যার ব্যথা সেই জানে, কি জানিবে অন্য জনে,
না দহে পর দহনে, পর মরণে মরে না ॥ (৩৩৫)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন-মধ্যে প্রেম যার হয়েছে সঞ্চার।
অঙ্কিত হইয়া তাহা হৃদয়ে করে প্রচার ॥
সে প্রেম গঞ্জনা জলে, কভু নাহি যায় ধুলে,
খোদিত যথা সলিলে, না হয় অন্যথা তার ॥ (৩৩৬)

রাগিণী পুরবী বেহাগ। তাল আড়খেমটা।

আমার তুমি আর বলো না।
যার হও তারে কও হেথা বৃথা কৈও না ॥
আমার তুমি যদি হতে, এ ভাব কেন করিতে,
এত যে দুঃখিত করিতে না হইতাম না ॥ (৩৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

লোকের কথায় মন যাবে না।
বলুক যত পারে সে কথা রবে না ॥
নিন্দে নিন্দুক ঘরে পরে, তাতে তাতে কিবা করে,
দ্বিভাব অন্তরে কভু তা হবে না ॥ (৩৩৮)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেমে লিপ্ত যেই জন কভু নাহি হয়েছে।
সুখে সদা আছে সেই দুঃখ নাহি পেয়েছে ॥

প্রেম-লিপ্ত যেই দেহে, তার মন সদা দহে,
কিন্তু যেই লিপ্ত নহে, সুখে সেই রয়েছে ॥ (৩৩৯)

রাগিণী বেহাগড়া। তাল জৎ।

কেমনে জানাব আমি তার সদা অভিলাষি।
নারী কি কহিতে পারে প্রেম ভাব প্রকাশী ॥
অন্তর প্রকাশ করি, অবলা হয়ে কি পারি,
মরমে গুমরে মরি, যদিও তায় ভালবাসি ॥ (৩৪০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তারে মান কর সখি রাখে যে তব মান।
অপাত্রে করিলে মান মানে হবে অপমান ॥
রসিক যে জন হবে, মানের মান বাড়াবে,
আসিয়ে মান তুষিবে, পাইলে এ সন্ধান ॥ (৩৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অদেয় কি তোমারে আছে আমার বল।
জীবন যৌবন মান সমর্পণ সকল ॥
যদি বধ মম প্রাণ, কাতর নহিব প্রাণ,
একমাত্র তুমি ত্রাণ, রহিব সদা অটল ॥ (৩৪২)

রাগিণী গৌরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

জানিলাম মন তোমার জানিলাম ব্যবহার।
বুঝেছি স্বভাব তব বুঝেছি তব আচার ॥
গিয়েছে সে প্রেম আশ, হতেছে ভাবে প্রকাশ,
প্রণয় হইতে নাশ, বাকি কিবা আছে আর ॥ (৩৪৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নয়ন আমার ওগো আমারে শেষে ডুবালে।
তার লাগি সদা দুঃখে নয়ন ভাসে সলিলে ॥

মন যে কিবা করিবে, রহিবে কি না রহিবে,
কিম্বা তার কাছে যাবে, ফেলি আমায় অকূলে ॥ (৩৪৪)

রাগিণী খটললিত। তাল আড়খেমটা।

প্রেম করা হলো সমাধান।
প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হয়ে ছাড়িয়ে বিধান ॥
সুজন সরল জ্ঞানে, উৎসাহি হইয়ে মনে,
প্রণয় করি যতনে, বিনা সাবধান ॥ (৩৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসা হইল জঞ্জাল।
কি করিতে কি হইল কি পোড়া কপাল ॥
প্রণয়ে দোষ এমন, জানি কি সখি তখন,
উপায় গেছে এখন, প্রেম হলো কাল ॥ (৩৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুখ লাগি করিয়ে প্রেম।
উপজিল দুঃখ তাহে কুগ্রহ ক্রম ॥
সাধ ছিল মনে যত, তাহা তো হইল গত,
দু-দিক্ করিয়া হত, জানিলাম ভ্রম ॥ (৩৪৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলধর্ম্ম রাখা হলো দায়।
কারে বলি মরি সই যৌবন জ্বালায় ॥
বিধবার বিয়ে হল, মেতেছে নারী সকল,
অভাগিণীর নাহি হলো, কুল গেল হায় ॥ (৩৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নারী কি যে কেবা জানিবে।
দেবা ন জানন্তি কিবা মানবে ॥

ছাড়িয়ে কুল-পদ্ধতি, স্বভাব ত্যজয়ে মতি,
নীর-নারী অধোগতি, নিশ্চয় জানিবে ॥ (৩৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আপন বল্যে জান যাহারে।
সে যে কভু তোমার নহে বুঝ অন্তরে ॥
তুমি যার থাক ধ্যানে, সে ভাবে অপর জনে,
ছাড় সেই আশা মনে, ভেবো না তারে ॥ (৩৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করে গেল সুখ হে।
কুটিলের ভালবাসা সদা দুঃখ হে ॥
কথায় কত দিয়ে আশা, জানাইয়ে ভালবাসা,
পরে করিয়ে নিরাশা, হলো বিমুখ হে ॥ (৩৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চিরস্থায়ী প্রেম হয় কৈ।
প্রেম করে নহি সুখী কেবল দুখী হৈ ॥
প্রথমে কেবল সুখ, মধ্যে সম সুখ দুঃখ,
শেষে হইয়ে বিমুখ, সদা ক্লেশে রৈ ॥ (৩৫২)

রাগিণী খাম্বাজমাজ। তাল কওয়ালি।

কোথা ছিলে প্রাণ ধন দেখা দিলে এই ভাল।
বিচ্ছেদ সময়ে প্রিয়ে ঘটেছে কত জঞ্জাল ॥
তোমার অনুসন্ধানে, গিয়াছি বা কত স্থানে,
ফিরে আসি অদর্শনে, ভাবিয়ে মন্দ কপাল ॥ (৩৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেবা তুমি কোথা হতে এলে দাওহে পরিচয়।
আহ্বান ব্যতীত হেথা আসায় হয় সংশয় ॥

সঙ্গী তব কে হইল, তোমারে হেথা আনিল,
ভাবে সব প্রকাশিল, থাকিবে মন্দ আশয় ॥ (৩৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ধ্বংস নাই যার প্রেমে কর প্রেম তার সনে।
যার প্রেমে সুখে রবে সর্ব্ব ক্ষণ মন প্রাণে ॥
উপশব্দ আছে যথা, কাল্পনিক প্রেম তথা,
লজ্জিত হইও না বৃথা, অস্থায়ি প্রেম কারণে ॥ (৩৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসা জানাও মুখে তাহা কি প্রাণ মন সহ।
সরলা অবলা প্রাণ সরল হইয়ে রহ ॥
অবলা সরলা মন, অকুটিল সর্ব্বক্ষণ,
রাখিব তব বচন, প্রিয়ভাবে যাহা কহ ॥ (৩৫৬)

রাগিণী ঝিঁজুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

একবার দেখা দিতে প্রাণ আসা ভার কি হয় তোমার।
পরাধীনা নারী হয়ে কেমনে যাই ঘরের বার ॥
সময় সুসার পেয়ে, যাও না কেন দেখা দিয়ে,
আমি থাকি পথ চেয়ে, গৃহকায করা ভার ॥ (৩৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে নিদয় তবু হৃদয় আছে তার কাছে।
পর ভাবে বশ হয়ে পর ভাব করে পাছে ॥
দোষ না করিলেও তুষি, অসন্তোষেতে সন্তোষী,
এত তারে ভালবাসি, তবু দোষ দেয় মিছে ॥ (৩৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঠুংরি।

আমার আমার বল যারে সে অপরে বশীভূত।
তব বশ নহে সেই ব্যভারে হয় অনুভূত ॥

যখন যার যার যথা, মন রাখা কহে কথা,
তারে সখি ভাব বৃথা, হৃদয়ে করি সম্ভুত ॥ (৩৫৯)

রাগিণী সোহিনী। তাল ধিমাকওয়ালি।

আমার সন্দেশ গিয়ে কে বল তাহারে দিবে।
আমি যে কাতর এত কেমনে সেই জানিবে ॥
দিবস রজনী ভেবে, কিরূপে এ প্রাণ রবে,
সুহৃদয় কেবা হবে, তারে আনি মিলাবে ॥ (৩৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জানিলাম তারে সখি সেই যে আমার নহে।
আমার হইলে সে কি আমারে ত্যজিয়ে রহে ॥
প্রেম হয়েছিল যখন, কিরূপ বলিত তখন,
জেনেছি ঘটনা এখন, প্রত্যয় নহে যা কহে ॥ (৩৬১)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন ভারি কেন প্রাণ দোষ কি করেছি বল।
তোমার এ রূপ দেখে প্রাণ যে হলো বিকল ॥
সজল হয়েছে আঁখি, বিকল অন্তর দেখি,
কি লাগিয়ে বিধুমুখী, হয়েছ এত চঞ্চল।
ভালবেসে মন দিয়ে, আছি যেন দোষী হয়ে;
তথাচ প্রসন্ন হয়ে, তোষ না হৃদি-কমল ॥ (৩৬২)

রাগিণী গৌড়মল্লার। তাল তেওট।

যার বেদনা সেই ভোগে অপরে কি
ব্যথা পাবে ব্যথিত অথবা মন না হলে।
যার দুঃখ সেই জানে, পরে জানিবে কেমনে,
তবে তাহা করে মনে, তার ঘটিলে ॥ (৩৬৩)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল জৎ।

বিশ্ব-ব্যাপি নারীর নামে কলঙ্ক কেন ঘটালে।
অবৈধ প্রেম করিয়ে দুর্নাম যে প্রকাশিলে॥
সুকথা আমার ধর, ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম কর,
খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তর, হবে সত্য আচরিলে॥ (৩৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম কি বুঝিবে প্রিয়ে ভাবের ভাবি কভু নহ।
জেনেছি কথার ভাবে যেরূপের কথা কহ॥
করেছ প্রথম প্রেম, অবগত নহ ক্রম,
একারণ ব্যতিক্রম, বৃথা কোপান্বিতা রহ॥ (৩৬৫)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

এত দিন প্রেম প্রাণ রেখেছিলে সঙ্গোপনে।
জানিতে পারি নাই তাহা তব কৌশল সন্ধানে॥
আমি কেবল ভাল বাসি, আমিই ছিলাম অভিলাষী,
নিজ প্রেম অপ্রকাশী, রাখিলে মনে কেমনে।
এ প্রণয় যে সঞ্চিত, বহু দিবস বাঞ্ছিত,
তাহে কি কভু বঞ্চিত, হইব প্রাণ এত দিনে॥
যেরূপ যার কামনা, বিফল তাহা হয় না,
প্রায় ঘটে সে ঘটনা, মানস দৃঢ় যতনে॥ (৩৬৬)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল বিমাতেতালা।

সেই জন সুখী প্রেমে যেই কখন না করেছে।
প্রণয় করিয়ে কেবা কবে কি সুখ পেয়েছে॥
যে মনে প্রেম-সঞ্চার, বারেক হয়েছে যার,
নাহিক তার নিস্তার, ক্রমে নিতান্ত পড়েছে॥ (৩৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বুঝিয়ে বুঝ না ওরে প্রাণ কেন দেখিয়ে দেখি না।
পড়সী রাক্ষসী সমা ভীষণ গুরু গঞ্জনা॥
দেখিতে বিধুবদন, কেন হবে অযতন,
অসহ্য লোক বচন, এই কারণে যাই না॥ (৩৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার জন্যে আমি কুল ত্যাগি সে যে প্রণয়ে বিরাগী।
না হইয়ে সহযোগী সে যে হইল বিবাগী॥
কপালেতে যাহা ছিল, সুখে দুঃখ সেই দিল,
যা ঘটিবার তা ঘটিল, প্রণয় নিমিত্ত ভাগী॥ (৩৬৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চক্ষে কি দেখিতে চাহি তারে যাহারে দেখি অন্তরে।
অন্ধের কি প্রেম কভু হৃদয়ে নাহি সঞ্চারে॥
নয়ন মুদ্রিত করি, মোহন মুরতি তারি,
সতত হৃদয়ে হেরি, অন্তর কি করি তারে॥ (৩৭০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গোপনেতে প্রেম যত দিন থাকে তত দিন সুখ।
ব্যক্ত হলে সেই প্রেমে ঘটে নানা মত দুঃখ॥
শ্লেষ করে সম জনে, দৃষ্টি রাখে পরিজনে,
লজ্জাতে যে মরি প্রাণে, শেষে সে হয় বিমুখ॥ (৩৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে সদা বল আমার আমার সে তোমার কিসে জানিলে।
অন্তর না জানিয়ে কিরূপে প্রেমে মজিলে॥
কথাতে কি আচরণে, ভঙ্গীতে কিবা যতনে,
কিরূপে বুঝিলে মনে, অকপটে কিম্বা ছলে॥ (৩৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবে যদি মন না বুঝিবে তবে প্রেম করা বৃথা।
মনের ভাব জানিলে প্রেম রহিবে সর্ব্বথা॥
কিবা ভাবে কথা কয়, কিবা ভাবে যায় রয়,
এই সব পরিচয়, জানিলে না পাবে ব্যথা॥ (৩৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দেখে মন কেন ভুলে ইহার ভাব বুঝি না।
কি কারণে কেনই বা প্রেম হয় তাহা জানি না॥
কি পদার্থ যাতে মন, দেখে করে আকর্ষণ,
প্রেমে হইবে বন্ধন, কুল শীল যে থাকে না।
কারণ যে বুঝা ভার, প্রেম হয় কি আকার,
ভালবাসা কি প্রকার, কেন বা পরে রহে না॥ (৩৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এক বার এসে চক্ষে দেখে যাব চক্ষু সফল করিব।
তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট হও প্রাণ তবু আসা না ছাড়িব॥
যদি কেহ কিছু বলে, কিবা ভয় সে সকলে,
তোমার মন থাকিলে, সে সব কথা সহিব॥ (৩৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ কাঁদে তাই দেখ্‌তে আসি বল এতে কি দোষ আছে।
তোমার যে ভালবাসা কোন্ দিন কি ঘটে পাছে॥
তোমারে দেখিতে আসা, ছাড়িতে না পারি আশা,
রহিল মনে পিপাসা, কব আর কার কাছে॥ (৩৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ সম তোমায় ভালবাসি তাই ত দেখিতে আসি।
তাতে কেন সবে তাতে কেন হয় কটুভাষী॥

আঁখি দুঃখ-নীরে ভাসে, দেখি লোকে কত ভাষে,
কত যে বলে আভাষে, তবু নহি অসন্তোষি ॥ (৩৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল আড়খেমটা।

এত কেন মান ওরে প্রাণ কিবা দোষ করেছি।
বধ না হয় রাখ প্রিয়ে তব আশা-পথ ধরেছি ॥
তুমি মম সবে সার, তুমি মম লবে ভার,
হইও না অন্য প্রকার, কলঙ্কের হার পরেছি ॥ (৩৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল খিমাতেতালা।

আশা-মাত্র কেবল আমার হলো সে তো তাহা না জানিল।
দেখিতে না পাই তারে কি জানি কোথা রহিল ॥
সময়াসময়ে তখন, আসিয়া দিতো দর্শন,
কি কারণে সে এখন, আসিয়া না দেখা দিল ॥ (৩৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল খিমাতেতালা।

দুঃখের কথা আমায় সুধাও কেন, জান না কিসে দুঃখিত।
সুখে রেখে থাক যদি, তাহা তো আছ বিদিত ॥
যেরূপ ভালবেসেছ, যে ব্যবহার করেছ,
তার কি ভিন্ন দেখিছ, কেন কহ বিপরীত ॥ (৩৮০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার জন্যে আমার এই দশা, সে কি তাহা জেনেছে।
আমার মন না জানিয়া, সে যে ভিন্ন ভাব ভেবেছে ॥
আঁখি ঝোরে যার লাগি, সে অপরে অনুরাগী,
তথাপি তার সোহাগি, ভাবিয়ে প্রাণ রয়েছে ॥ (৩৮১)

রাগিণী ঐ। তাল আড়খেমটা।

প্রথমে এই প্রেমে মজেছ, এর কি শেষ জেনেছ।
পরে সুখ কিম্বা দুঃখ হবে তাহা কি বুঝেছ ॥

ঝাঁপ দেওয়া আগুনেতে, তেমনি জেন পিরীতে,
চলিবার প্রেম রীতে, কি উপদেশ পেয়েছ॥ (৩৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বল কি লাগিয়ে ওরে প্রাণ, এত মান করেছ।
আঁখি-নীরে ভাসিতেছ, কটু কথা ভাষিতেছ॥
মান কিম্বা ক্রোধ বোঝা, ভার হলো যেন বোঝা,
বাঁকা কথা নহে সোঝা, মম কি দোষ পেয়েছ॥ (৩৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রথমে এই প্রেমে মজেছ, এর কি ভেদ পেয়েছ।
পরে সুখ কিবা দুঃখ, কি হবে তা কি বুঝেছ॥
ঝাঁপ দিয়া আগুনেতে, বরং সহজ দহিতে,
না চলিলে প্রেম-রীতে, বিঘ্ন হবে তা জেনেছ॥ (৩৮৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল বিমাতেতালা।

যার জন্যে এত জ্বালা সখি, সে তো ভাল আছে।
আপনার ভাবিয়ে তারে, মন আছে তারি কাছে॥
প্রণয় প্রকাশ হউক্, লোকে কটু কয় কউক্,
সেই মাত্র ভাল রউক্, তারে ভেবে প্রাণ বাঁচে॥ (৩৮৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই তুমি সেই আমি সেই প্রেম, এখন গেল কোথা।
ভাব গেছে মন গেছে, কেবল যে আছে কথা॥
মনে করে দেখ প্রাণ, বাড়াইতে কত মান,
আর কি সে অভিমান, রাখিবে হে পেয়ে ব্যথা॥ (৩৮৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই রূপ সদা পড়ে মনে। (ওগো আমার)
ভুলিতে বাসনা করি উদিত হয় হৃদাসনে॥

তার লাগি প্রাণ জ্বলে, তাতে সবে কটু বলে,
ভার হলো থাকা কুলে, এ দুঃখ সহিয়ে প্রাণে।
অনেক করি যতন, গৃহ-কাযে রাখি মন,
কাতর হয়ে তখন, থাকি দুঃখে তারি ধ্যানে॥
তার জন্যে এ যন্ত্রণা, ঘরে পরে এ লাঞ্ছনা,
তবু ত মন মানে না, সদা চাহে সেই জনে॥ (৩৮৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যথা থাকি যেমন থাকি থাকিব হয়ে তোমারি।
পর কথায় প্রাণ ধন তোমায় কি ভুলিতে পারি॥
খোদিত করি যতনে, ওরূপ রেখেছি মনে,
থাকিলে অপর স্থানে, সতত হৃদয়ে হেরি॥ (৩৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ আমার সফল নয়ন ওরে প্রাণ ধন।
বহু দিন পরে প্রিয়ে পেলাম তব দরশন॥
যে যে স্থানে যেতে প্রাণ, করি তাহা অনুমান,
লয়েছি কত সন্ধান, করেছি কত যতন।
তোমার অনুসন্ধানে, গেছি প্রিয়ে নানা স্থানে,
আজ দেখি দৈবাধীনে, তোমার বিধুবদন॥
চির দিন মন আশ, কভু কি হয় নৈরাশ,
পূর্ণ হলো অভিলাষ, হয়ে আঁখির মিলন॥ (৩৮৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ হলো সফল নয়ন পেলাম দরশন।
বিরহে ফেলিয়ে আমায় কোথা ছিলে প্রাণ ধন॥
কিছু কি দোষ করেছি, কি বা অপ্রিয় বলেছি,
কত যে মনে ভেবেছি, নাহি পেয়ে নিদর্শন॥ (৩৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ কেন মানিনী হলে কি দোষ পেলে।
মলিন বদন দেখি দুঃখে মম প্রাণ জ্বলে॥
আমা দেখি আনন্দিত, হতে হতেম হর্ষিত,
আজ কেন বিষাদিত, আঁখি ভাসে অশ্রু-জলে॥ (৩৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ কেন মলিন বদন ওরে প্রাণ ধন।
দেখিয়ে দেখ না প্রিয়ে সজল দেখি নয়ন॥
দুঃখে কিম্বা ক্রোধে প্রাণ, কি হেতু এ অভিমান,
পাইলে তার সন্ধান, তুষিতে করি যতন॥ (৩৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ আমার সফল নয়ন পেলাম দরশন।
বহু দিন পরে প্রিয়ে সুসিদ্ধ হলো যতন॥
দেখা পাব এ প্রত্যাশা, নাহি ছিল সে ভরসা,
ঘটেছে কত দুর্দ্দশা, নানা স্থানে করি ভ্রমণ॥ (৩৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ কেন বিরস বদন ওরে প্রাণ ধন।
আমারে দেখিয়ে কেন মুদিত কর নয়ন॥
কি দোষ করেছি বল, আঁখি দেখি ছল ছল,
বৃথা কেন করি ছল, প্রাণ কর জ্বালাতন॥ (৩৯৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বহু দিন প্রেম মনে মনে ছিল গোপন।
প্রকাশিতে পারি নাই চক্ষুলাজে প্রাণ ধন॥
কতবার করেছি মনে, পাইলে প্রাণ নির্জ্জনে,
কহিব সব গোপনে, সফল হবে মনন॥ (৩৯৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার এ দশা তারে, কেন নাহি বলেছ।
কহিব বলিয়ে গেলে, কিন্তু বলিতে ভুলেছ॥
বল সখি যাবে কবে, দুঃখ তায় কবে কবে,
নইলে কি এ প্রাণ রবে, কেমনে ভুলে রয়েছ॥ (৩৯৬)

* রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত দিন প্রেম মনে মনে, ছিল প্রাণ ধন।
জানিতে জানিতাম তাহা, প্রকাশ্য নয় কদাচন॥
উভয়ে প্রণয় আশে, ছিলে ছিলাম অভিলাষে,
লজ্জাবশে অপ্রকাশে, মানসে ছিল স্থাপন॥ (৩৯৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কোথায় তার দেখা আমি পাব। (ওগো সখি!)
মন আছে যার কাছে তাহার নিকটে যাব॥
কেহ কি বলিল তারে, হয়ে দুঃখিত অন্তরে,
গেল বা সে দেশান্তরে, কি রূপে বুঝিব ভাব।
মন হলো উচাটন, গৃহ-কর্ম্মে অযতন,
সদা সজল-নয়ন, ভাবি সদা তারি ভাব॥
সে যদি না দেশে এসে, আর নাহি রব দেশে,
এতে যদি লোকে দ্বেষে, তাহাও প্রাণে সহাব॥ (৩৯৮)

রাগিণী নট্ খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

কার কথাতে কি হবে হে।
যত দিন প্রাণ তুমি, যতন রাখিবে হে॥
বলে বলুক ঘরে পরে, সে কথা না মনে ধরে,
মনে মনে সব সব থাকি তব ভাবে হে।
চন্দ্র সহায় যাহারে, শত তারায় কিবা করে,

বঁধু তারে মনে রেখ ভুল না দেখো এবে হে ॥ (৩৯৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ফিরে আবার কি আসিবে হে।
ওহে প্রাণ এ অধীনে, মনে কি থাকিবে হে ॥
ভুল না ভুল না প্রাণ, তুমি মম ধ্যান জ্ঞান,
অধীনীরে বারেক ভাবিবে হে।
আর নাহি কোন আশা, তোমারি করি ভরসা, ঐ পিপাসা,
তুমি-মাত্র সখা মনে রাখিবে হে ॥ (৪০০)

রাগিণী খাম্বাজ মল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

(আমার) মন যদি সেই জানিত, তবে কি সে দুঃখ দিত।
সম-ভাবে প্রেম সদা, পরস্পরেতে থাকিত ॥
ভালবাসি কত তারে, তবু অনাদর করে, তাহা কব কারে,
জানিলে মম অন্তর স্বতন্তর না ভাবিত ॥ (৪০১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যেচে যদি প্রেম হইত, তবে ত সবে করিত।
বিরহ যাতনা এত, কেহ ত নাহি পাইত ॥
স্বভাবে হইত প্রেম, নাহি হতো ব্যতিক্রম, প্রেম না যাইত,
সতত স্থায়ী হইত, উচিত সুখ ভুগিত ॥ (৪০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি পত্নী সহ প্রেম হইত, তবে কে কি লজ্জা দিত।
সে প্রেম সদা রহিত কভু না হতো রহিত ॥
না বুঝিয়ে পর প্রেমে, মজে সবে মন ভ্রমে,
না মানে গর্হিত, ত্যজ্য করি নিজ জনে
পর জনে লালায়িত ॥ (৪০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি অবিচ্ছেদে প্রেম থাকিত, তবে কে দুঃখ পাইত।
বিরহ ক্লেশিত-চিত, কদাচিত না হইত ॥
কিন্তু কি স্বভাব দোষে, গাঢ় প্রণয় বিনাশে,
বিচ্ছেদ প্রকাশে, যতনে কি প্রিয়ভাষে,
প্রেম না হয় রক্ষিত ॥ (৪০৪)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমার কারণে প্রাণ, কত যে রটেছে রব।
ঘরের বাহির হলে, লোকে করে কলরব ॥
তুমি ত জান না প্রাণ, লোকে করে অপমান,
অসহ্য হয়েছে প্রাণ, হত হইল গৌরব ॥ (৪০৫)

রাগিণী ঐ। তাল কওয়ালি।

জেনেছি তোমারে সখা, ভাল রূপে ওহে প্রাণ।
যেমন চরিত্র তব, হয়েছে বিশেষ জ্ঞান ॥
তব স্বভাব জানিলে, কালি কি দিতাম কুলে,
এবে ভাবি কি কৌশলে, পাব দোষে পরিত্রাণ ॥ (৪০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কোথা ছিলে কোথা ছিলাম, হলো দেখা দুই জনে।
কিরূপে কেমনে হলো, মিলন হে এত দিনে ॥
কখন ইহা ভাবিনি, পুন যে হব ভাবিনী,
কি সৌভাগ্য মনে গণি, ঘটিল অদৃষ্ট গুণে ॥ (৪০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার সনে প্রেম করে কি সুখ হলো আমার।
ঠারে ঠোরে ঘরে পরে কত করে তিরস্কার ॥

ঘরের বাহির হলে, কত লোকে কত বলে,
ব্যঙ্গ করে কত ছলে, লোক সঙ্গে দেখা ভার ॥ (৪০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমারে ভালবাসিয়ে কি ভাল হলো আমার।
ঘরে পরে কুৎসা করে মুখ দেখান হলো ভার ॥
অনেকে ত প্রেম করে, এ দশা ঘটেছে কারে,
দুদিক্ থাকে কি করে, উপায় কি করি তার ॥ (৪০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যেই ভাবে সেই ভাবে তুমি কি ভাবিবে প্রাণ।
ভাবিয়ে ভাবিয়ে আমার, ভাবনা হলো বিধান ॥
যদি তুমি না ভাবিতে, তবে কি হতো ভাবিতে,
এ ভাবেতে অভাবেতে, প্রেম হলো সমাধান ॥ (৪১০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন না থাকিলে প্রাণ, কতই যে কথা রটে।
সামান্য দোষেতে তখন, একে দেখ আর ঘটে ॥
যত দিন মন রবে, সব কথা সবে সবে,
মন গেলে কেবা কবে, তুচ্ছ কথায় যায় চটে ॥ (৪১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমা বিনে প্রাণ আমার, বল আর কেবা আছে।
সদা এই ভয় হয়, তুমি পর ভাব পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, মম কেহ নাহি আর,
দেহ প্রাণ যে আমার, সকলি তোমার কাছে ॥ (৪১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

স্বামির প্রতি যেই নারীর, ভক্তি কিছু হলো না।
পাপীয়সী তার সম, কে আছে আর বল না ॥

স্ত্রীলোকের স্বামী হর্ত্তা, দেব দেব সর্ব্ব কর্ত্তা,
কোথা বুঝে যেই ধূর্ত্তা, কুবুদ্ধি তার গেল না ॥ (৪১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমারে ভালবাসিয়ে, আমার দশা এ কি হলো।
সুখ হবে মনে করে, একেতে আর ঘটিল ॥
কুল লজ্জা পর ভয়, সত্ত্বে প্রেম করা নয়,
বুঝে দেখ প্রেমময়, সুখে দুঃখ উপজিল ॥ (৪১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহার লাগি আমার, এ দশা সখি হয়েছে।
তার কি আমার লাগি, এইরূপ ঘটেছে ॥
উভয়ে না হলে হেন, কেন ঘটিবে এমন,
বিচ্ছেদ যেন শমন, জীবন গ্রাস করেছে ॥ (৪১৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি কি প্রাণ আমার হবে, আমি ত তোমারি আছি।
প্রাণ মাত্র আছে কেবল, মন ত আগে দিয়েছি ॥
তোমার তুষ্টি কারণ, দিতে পারি এ জীবন,
ভুলিলে কি প্রাণ ধন, প্রতিজ্ঞা আগে করেছি ॥ (৪১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে ভাবে বাসিতে ভাল, সে ভাব আর কোথায়।
আমার যে ভালবাসা, দিয়াছ বল কাহায় ॥
উৎসাহ যে ছিল প্রেমে, তাহা ক্ষীণ হলো ক্রমে,
কেন ব্যথিত মরমে, কর আসিয়ে হেথায় ॥ (৪১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার লাগিয়ে প্রাণ, মম হলো এই দশা।
প্রাণ যে আছে এখন, করিয়ে তব ভরসা ॥

তব কলঙ্কি হইয়ে, ভর্ৎসনায় দুঃখ সয়ে,
আছি যে এ প্রাণ লয়ে, তব প্রেম মাত্র আশা ॥ (৪১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত আর সহিব সখি, এ বিরহ যাতনা গো।
রহিল ভুলিয়ে সে ত, মনেও যে করে না গো ॥
চতুরে চাতুরি ছলে, মজিলাম ত্যজি কুলে,
কি ছলে আমায় ছলে, আর দেখা দেয় না গো ॥ (৪১৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উচিত করেছ প্রাণ, নিজ স্বভাব যেমন।
অবলা সরলা বলে, করিতে কি হয় এমন ॥
সাধে প্রেম করেছিলাম, প্রেম সুখ জানিলাম,
বিহিত ফল পেলাম, স্ব কার্য্য ফল যেমন ॥ (৪২০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ যে সদা কাতর, কৈ সে আদরের ধন।
সমাদরে রেখেছিলাম, করিয়ে কত যতন ॥
নয়ন পথ অন্তরে, কভু নাহি রাখি যারে,
সেই যে গেল অন্তরে, না শুনি মম বারণ ॥ (৪২১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রথম প্রেম ঘটনায়, মন আগ্র যত হয়।
দিন দিন স্নেহ যায়, সেরূপ আর নাহি রয় ॥
প্রেম উপক্রম কালে, না দেখিলে প্রাণ জ্বলে,
ক্রমে পুরাতন হলে, তার কথা নাহি কয় ॥ (৪২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর কি কথায় প্রাণ, ভালবাসা জানাইবে।
অন্তরের ভাব প্রাণ, জেনেছি তব স্বভাবে ॥

তব বাহির অন্তর, করিয়াছ স্বতন্তর,
প্রণয় হলো দুষ্কর, তোমার মন অভাবে ॥ (৪২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কোথায় শিখিলে প্রাণ, এত চাতুরি স্বভাব।
প্রেমিকের কি এই রীতি, ভাবুকে করা অভাব ॥
সম ভাব প্রেম হলে, নাহি যায় কোন কালে,
তাহার ব্যত্যয় ফলে, নাহি থাকে সেই ভাব ॥ (৪২৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জানিলাম প্রাণ তব, ব্যবহার যেমন রে।
প্রাণ-তুল্য ভালবাসি, তবু না পাই মন রে ॥
প্রণয়ের এ কি রীতি, ভিন্ন ভাব মম প্রতি,
না বুঝি তব প্রকৃতি, কঠিন এ কেমন রে ॥ (৪২৫)

রাগিণী দেশস্থরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

অনেক যতন করি, প্রেম ত করিয়ে থাকে।
কিন্তু তাহা নাহি রহে, কোন না কোন বিপাকে ॥
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম, জানিতে ইহার মর্ম্ম,
প্রেমের যে কিবা ধর্ম্ম, বুঝিতে পারে প্রেমিকে ॥ (৪২৬)

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

আমায় সে না ভালবাসে, তবে কেন না প্রকাশে।
বুঝেছি তাহার মন, কথার কথা আভাষে ॥
দ্বেষে পরে নিজ ধামে, রটেছি কলঙ্কি নামে,
কি হইবে পরিণামে, থাকিয়ে তাহারি আশে ॥ (৪২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম কর সম জনে, যাতে প্রেম শোভা পায়।
নচেৎ এ মনস্তাপে, প্রেম হবে নিরুপায় ॥

প্রেম যে কিবা পদার্থ, যে করেছে জানে অর্থ,
পায় সে জন যথার্থ, কহিলাম সদুপায় ॥ (৪২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে তারে কহ সব, কুৎসা করি মম কথা।
মন যদি নাহি থাকে, তবে কেন এস হেথা ॥
মন গেলে এ সব ঘটে, কতই যে কথা রটে,
বটে কি হে নাহি বটে, মনে বুঝে দেখ যথা ॥ (৪২৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেবা কার কথা শোনে, আপন গরজ না থাকিলে।
গরজের এ সংসার, গরজেতে সকল মিলে ॥
প্রেমের গরজ যবে, কটু কথা সবে সবে,
গরজ যখন যাবে, কেহ না সুধাবে মলে ॥ (৪৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহার কথায় ত্যজি, কুল শীল সকলে।
দেখা হলে সে যে এখন, কোন কথা নাহি বলে ॥
আমায় দেখিতে তখন, করিত কত যতন,
গেছে সে ভাব এখন, দেখেও না মুখ তুলে ॥ (৪৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

রীতি নীতি জেনে প্রীতি, বল কেবা করে থাকে।
প্রেমের সঞ্চার কালে, এ বুদ্ধি কি এসে তাকে ॥
মান্যামান্য ধনী দীন, কবে কার প্রেমাধীন,
প্রেম যে চক্ষু-বিহীন, ভালবাসে কখন কাকে ॥ (৪৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যত দুঃখ তত সুখ, প্রেমে কেন হয় না।
গোপনে য দিন যায়, প্রকাশে আর রয় না ॥

কুলের গৌরব যায়, লাঞ্ছনায় মৃতপ্রায়,
তখন প্রেম হয় দায়, কেহ কথা কয় না ॥ (৪৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে জানাব তোমায়, মন ওরে প্রাণ ধন।
না জানিয়ে মম মন, কর আমায় অযতন ॥
যদ্যপি মন জানিতে, তবে ত কথা মানিতে,
পর-চিত্ত অবিদিতে, যা বুঝ কর তেমন ॥ (৪৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বহু দিন পরে আজ্, দেখেছি বিধুবদন।
মলিন কেন হয়েছে, সুকোমল চন্দ্রানন ॥
বুঝেছি মম কারণে, এ দুঃখ পেয়েছ মনে,
ঘটেছে দৈব বিধানে, এ যে অচিন্ত্য ঘটন ॥ (৪৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে বলিলে প্রাণ, আমায় ছেড়ে যাবে তুমি।
যথা যাবে তথা যাব, হব তব অনুগামী ॥
এত যে নিষ্ঠুর হবে, দেশান্তর তুমি যাবে,
এ দুঃখে কি প্রাণ রবে, কারে দেখে থাকি আমি ॥ (৪৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অধীন মন যখন, জানিবে হে প্রাণ ধন।
তখনি হইবে মম, সফল এই জীবন ॥
যত ভালবাসি তোমায়, বিশ্বাস কর না তায়,
প্রকাশ করিব কায়, মম হৃদয় কথন ॥ (৪৩৭)

রাগিণী ইমন্। তাল জলদ্তেতালা।

অসময় গুণে সখা, তুমি ত বিরূপ ভাব।
এততে বুঝ না প্রাণ, এই কিরূপ স্বভাব ॥

মন প্রাণ যার বশে, সে কথায় কথায় রোষে,
কেন বশীভুত রোষে, হলো অপরূপ লাভ ॥ (৪৩৮)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

যাহারে ভাবিয়ে আমার, হলো এত দুর্দ্দশা।
তবু কি ছাড়িতে পারি, তার মিলন প্রত্যাশা ॥
গঞ্জনা মানস দুখে, থাকিতে না পারি সুখে,
তবু যদি স্নেহ রাখে, পূর্ণ হয় মন আশা ॥ (৪৩৯)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

গঞ্জনা লাঞ্ছনা যদি পার, কুলেতে থাকি সহিতে।
তবে ত পারিবে প্রেম, করিতে তার সহিতে ॥
অপর হইবে পর, পর হইবে অপর,
বুঝে দেখ তার পর, তাহা কি হবে স্বহিতে ॥ (৪৪০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

কার জন্যে মন এত, হলো ভার, কথা বলা ভার।
সে আকার সে প্রকার, নাহি দেখি সে ব্যভার ॥
নয়নে বহিছে ধারা, দেখি যে ভিজেছে ধরা,
এরূপ বিরূপ ধারা, দেখে হয় চমৎকার ॥ (৪৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমারি কারণে প্রাণ, গৃহ কুল তেজেছি।
তব আশায় করি ভর, সব দুঃখ ভুলেছি ॥
প্রেম যখন করেছি, ভাল বল্যে বুঝেছি,
এখন যে জেনেছি, প্রেম করো ঠেকেছি ॥ (৪৪২)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ঐ।

সন্তোষ কি অসন্তোষ, সুখ দুঃখ সম তারে।
মান অপমান যে সম্মান সদা জ্ঞান করে ॥

কর্কশ মধুর কথা, সমভাব বোধ যথা,
সদয় নিদয় তথা, অভিন্ন ভাব অন্তরে ॥ (৪৪৩)

রাগিণী পাহারিয়া ঝিঁজুটী। তাল ঐ।

মান করা হলো দায়, হলো দায় গো।
অপ্রেমিকে মান করে, মানে মান যায় গো ॥
সাধ ছিল অধীনীরে, তুষিবে মিনতি করে,
সেই সাধ গেল দূরে, দুঃখ কব কায় গো।
সে যে মান রাখিবে না, প্রথমে তাহা জানি না,
এ কেন হলো ঘটনা, কি করি উপায় গো ॥
এমন জানিলে তারে, না থাকিতাম মানভরে,
মানে মান গেল দূরে, কি বলিব হায় গো ॥ (৪৪৪)

রাগিণী লুমঝিজুটী। তাল ঐ।

সেই যদি রাখে মান, তবে সখি করো মান।
নচেৎ মানিনী হলে, মানে হবে অপমান ॥
বুঝিয়ে করিবে মান, যাতে সে বাড়ায় মান,
নতুবা যাইবে মান, দেখ করি অনুমান ॥ (৪৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মান যে অমূল্য ধন, রাখ করিয়ে যতন।
যাতে মান থাকে সখি, কর তার আকিঞ্চন ॥
বুঝে মান করো তাকে, মানে মান যাতে থাকে,
নচেৎ পড়িবে বিপাকে, হারাবে মান রতন ॥ (৪৪৬)

রাগিণী সিন্ধুবারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

যদি মান করেছিলাম, তাতে এত রোষ কেন।
আপন বলে কেবা নাহি করে অভিমান হেন ॥
যদি সে মান রাখিতে, সুখী হতো সুখ দিতে,
অবলা মান বাড়াতে, পুরুষের কর্ত্তব্য জেন ॥ (৪৪৭)

রাগিণী মুলতানি বারোঁয়া। তাল ঐ।

তারে বলি সে না শোনে, আমার দুঃখের কথা।
সে দুখে গুমুরে মরি, প্রকাশ করা বৃথা॥
যে যাতনা পাই মনে, সহিতে কি পারি প্রাণে,
বাকি কি আছে মরণে, অসহ্য মরম ব্যথা॥ (৪৪৮)

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

মনের কথা মনে রাখি, বল বলি কারে গো।
আত্ম স্বার্থ সবে খোজে, সখি দেখি যারে গো॥
সরম ভরম থাকে, অনায়াসে পাই তাকে,
একপ বলি যাহাকে, সে তাচ্ছল্য করে গো॥ (৪৪৯)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মধুর বচনে তার ভুলে, জলাঞ্জলি দিলাম কুলে।
মুখ দেখান ভার হলো, কত লোকে কত বলে॥
যে ভয় করিতাম মনে, ঘটিল তা এত দিনে,
যতনে প্রেম গোপনে, থাকে না প্রকাশ হলে॥ (৪৫০)

রাগিণী খাম্বাজমাজ। তাল কওয়ালি ঠুংরি।

যে দুঃখে আছি গো সখি, বল্‌তে বুক ফেটে যায়।
কুলে থেকে প্রেম করা, এ যে দেখি মহাদায়॥
দিবা নিশি চক্ষে বারি, কিসে নিবারণ করি,
এ দুঃখ সহিতে নারি, দুঃখে বুঝি প্রাণ যায়॥ (৪৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

কার জন্যে এত দুঃখে, রয়েছ দুঃখি হয়েছ।
মলিন বসন পরি, অভরণ ত্যজেছ॥
এ ভাব উদয় কিসে, কটুক্তি করেছে কি সে,
বঞ্চিত কি প্রেম আশে, তার এখন বুঝেছ॥ (৪৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম পদার্থ জেন নিত্য, অনিত্য প্রেমিক।
যোজনা তামসিক, বস্তুত প্রেম সাত্ত্বিক॥
প্রেম কোথা হয় লয়, অব্যয় জেন অক্ষয়,
কিন্তু প্রেমের আলয়, ধ্বংস হয় বুঝ সঠীক॥ (৪৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর কি আমার বাকি আছে হইতে নষ্ট।
পর প্রেমে মজেছি সই, সকলে জেনেছে পষ্ট॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
এখন মনে বড় ভাব, ঘরে থাকা মহাকষ্ট॥ (৪৫৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ঐ।

প্রেম-তরঙ্গ লহরি, কভু উত্থিত পতিত।
যদা কদা ভয়ঙ্কর, যদা কদা সুশোভিত॥
প্রেম জলনিধি সম, স্থিরতায় মনোরম,
বিচ্ছেদ ঝটিকা বিষম, কে পারে হতে অতীত॥ (৪৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনোগতি অতি চমৎকার, তাহা বুঝা ভার।
কখন কিরূপ ঘটে, অবলার নাহি নিস্তার॥
স্বপ্নেও কখন মনে, দেখি নাই অন্য জনে,
সে ভাব নাহি এক্ষণে, আশ্চর্য্য মনো-বিকার॥
সতী বোলে সবে জ্ঞাত, প্রতিবাসী কত মাত,
মদন হয়ে অশান্ত, লজ্জা করে ছার খার॥
হঠাৎ দেখিয়ে তারে, অধৈর্য্য হলো অন্তরে,
লজ্জা মান ধ্বংস করে, কুলটা বোলে প্রচার। (৪৫৬)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

বাসনা হয়েছে দেখি, ভাসিতে প্রেম-সলিলে।
তবে তো তেজিতে হবে, যখনি নাবিবে কূলে॥
উৎসাহে দিয়ে সাঁতার, পর পার যাওয়া ভার,
ভেসে কেমনে নিস্তার, যাইবে অপর কূলে॥ (৪৫৭)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল ঐ।

প্রেম অরণ্যে যাওয়া ভার, সঙ্গী কে আছে তোমার।
ও পথ সামান্য নহে, অতি দুর্গম দুস্তার॥
বিভীষিকা কত আছে, দেখি ভয় পাও পাছে,
সঙ্গী যদি থাকে কাছে, তবে তো পাবে নিস্তার॥ (৪৫৮)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ঐ।

প্রেম মহাগিরি সম, উল্লঙ্ঘনে দুষ্কর।
উত্থান শক্তি না থাকিলে, হয় অতি ভয়ঙ্কর॥
সাবধানে রাখি পদ, গমনে নাহি বিপদ,
দৃঢ়তা করি সম্পদ, উৎসাহে উঠ শেখর॥ (৪৫৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল ঐ।

প্রেম যার হৃদয়ে, বসতি করে।
কি ভয় তার কুল মানে, কি ভয় তার শরীরে॥
গঞ্জনা লাঞ্ছনা ভয়, লজ্জা ভয় নাহি রয়,
অপবাদে কিবা হয়, নিন্দা কিবা তিরস্কারে॥ (৪৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত রঙ্গ কত তরঙ্গ, প্রেম-সাগরে।
প্রেমিক নাবিক বিনা, অন্যে কে বুঝিতে পারে॥
কখন থাকে যে স্থির, কখন হয় অস্থির,
প্রেম-জলধি গম্ভীর, উত্থিত পতিত পরে॥ (৪৬১)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

সহিতে কি পারি বল, এত কষ্ট এত প্রমাদ।
গুরু জনের গঞ্জনা, ঘরে পরে অপবাদ॥
একে ত তার বিচ্ছেদ, এই ভেবে মনে খেদ,
পাছে তারে করে ভেদ, চিন্তায় মন বিষাদ॥ (৪৬২)

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম-বৃক্ষে উঠনা, কদাচ কাছে যেও না।
নিতান্ত ত্যজ বাসনা, কভু তাহারে ছুঁয়ো না॥
সাবধানেতে থাকিবে, ও বৃক্ষে নাহি উঠিবে,
উঠিলে পতিত হবে, চক্ষে কভু দেখিও না॥ (৪৬৩)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁজুটী। তাল তেতালা।

উভয় হলো আমার দায়, বল গো কোন্ দিক্ রাখি।
কুল ত্যজিলে তারে পাই, তাতে মন হয় সুখী॥
এক বার মনে করি, যাই কুল পরিহরি,
পরে কি হইবে ডরি, এই ভেবে সদা দুঃখী॥ (৪৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

আমার এ দশা বলো তায়, সে শুনিলে স্থির হই।
চঞ্চল হয়েছে মন, তথাচ ধৈরযে রই॥
যথোচিত তিরস্কারে, ঘরে পরে তুচ্ছ করে,
সদা ভাসি চক্ষুনীরে, মনো দুঃখ কারে কৈ॥ (৪৬৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কখন মনে করি নাই, পর জনে মন দিব।
বিধির লিখন যাহা, সে ঘটিল কি করিব॥
চক্ষুতে কখন কারে, দেখি নাই লজ্জাভরে,
সেই ভাব গেল দূরে, এ জ্বালা কত সহিব॥ (৪৬৬)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল জলদ্তেতালা।

জলনিধি সম প্রেম, উত্তীর্ণ কে হতে পারে।
প্রেমিক নাবিক ভিন্ন, কে পারে যাইতে পারে॥
জলনিধির তরঙ্গ, প্রেমের তদ্রূপ অঙ্গ,
উত্থিত পরেই ভঙ্গ, সমভাব পরস্পরে॥ (৪৬৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

এত ব্যস্ত কেন মিছে।
সে ত যায় নাই সখি দেশে আছে॥
কলে কৌশলে, কোন ছলে, লয়ে যাব,
ওগো সখি! লয়ে যাব তাহার কাছে।
প্রেম বিষয় নির্জ্জনে, রাখিবে অতি যতনে,
রাখা ভাল মনে মনে, সংগোপনে,
দেখো সখি যেন, কেউ না শুনে পাছে॥ (৪৬৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রাণ! কার প্রতি মন তব মজেছে, সে কি জেনেছে।
সদা অন্য মনা দেখি, কে কি তুক করেছে॥
পূর্ব্বে গৃহ কর্ম্ম যত, দেখেছি থাকিতে রত,
এখন কেন অন্য মত, এ ভাব কিসে হয়েছে॥ (৪৬৯)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল পোস্তা।

পর কভু নিজ বশে, কোন মতে রয় না।
যেমন এক গাছের ছাল, আর গাছে হয় না॥
নিজ জন নহে পর, পর না হয় অপর,
অপর সদা অপর, বশে কভু রয় না॥ (৪৭০)

রাগিণী ঐ। তাল কওয়ালি।

আমি যারে ভালবাসি, সে যে ভালবাসেনা।
কত বার বোলে পাঠাই, তবু একবার এসে না॥
আমি তো হয়ে উতলা, বোলে পাঠাই দুই বেলা,
উপরোধে ঢেঁকী গেলা, মত এসে বসে না॥ (৪৭১)

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিজুটী। তাল ঐ।

প্রেম করা নহে উচিত, ভেবে দেখ সমুচিত।
প্রেমে ঘটে সুখ দুঃখ, প্রেমে ঘটে বিপরীত॥
সজ্জন প্রেমিক হলে, প্রেম না বায় কোন কালে,
যদি প্রেম কর খলে, দুঃখ পাবে যথোচিত॥ (৪৭২)

রাগিণী ঝিজুটী। তাল ঐ।

এত অপমান বল সই, অবলার কি প্রাণে সহে।
তারে উপলক্ষ করি, ঘরে পরে কত কহে॥
একে তো দোষী হয়েছি, গৃহস্থ কুলে গিয়েছি,
মরমে মরে রয়েছি, এতেও কি প্রাণ রহে॥ (৪৭৩)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল বিমা তেতালা।

আমার মন দুঃখ তারে কবে, বল তুমি যাবে কবে।
দেখ সখী তারে বলো, বিরহে প্রাণ আর কি রবে॥
কুলবালা না হইলে, এত দিন যাইতাম চলে,
শুন গিয়ে সে কি বলে, আভাষে সব জানিবে॥ (৪৭৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্ তেতালা।

সে কেন আমারে করে, এত অবহেলা।
পুরুষ প্রকৃতি জানা, দুঃসাধ্য হয়ে অবলা॥
আমি তারে করি মান্য, সে মোরে না করে গণ্য,
এত কি বুঝে জঘন্য, আমারে পেয়ে সরলা॥ (৪৭৫)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল খিমাতেতালা।

আমা প্রতি যদি মন ছিল, তবে কেন পর ভাব।
বুঝিলাম প্রিয়ে এখন, নারীর মনে দ্বিভাব॥
যাহার নিকটে রহে, তখন তাহার কহে,
নারীর মন স্থির নহে, সতত খল স্বভাব॥ (৪৭৬)

রাগিণী কালেঙড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ তব মন বুঝেছি, অশেষ প্রকারে।
অধীনে ত্যজিয়ে এখন, বল হলে রত কারে॥
কি দোষে মোরে ভুলিলে, কি গুণে তায় মন দিলে,
ভাল মন্দ কি বুঝিলে, চকিতে দেখিয়ে তারে॥ (৪৭৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খিমাতেতালা।

প্রেম অগ্নিতে জ্বালা সহা, অতি দুরূহ দুঃসহ।
সামান্য জ্বলন নহে, এ অনল বিরহ॥
সামান্য অনল হলে, জ্বলন যায় কৌশলে,
এ জ্বালা না যায় জলে, জ্বালা জ্বলে অহরহ॥ (৪৭৮)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ঐ।

এক বার যারে ভালবেসেছি, তারে কি পারি ভুলিতে।
মন গেছে তার কাছে, নাহি পারি নিবারিতে॥
মম আঁখি মম মন, নিয়ে দেখ সে কেমন,
বলিবে যাহা তখন, তবে পারিব ত্যজিতে॥ (৪৭৯)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল খিমাতেতালা।

যার জন্যে এত দুর্নাম হয়েছে, কত কথা রটেছে।
শুনিতে পাই সে যে এখন, আমার প্রতি চটেছে॥
কি কারণে কিবা দোষে, আর এখন নাহি এসে,
রোষে কিম্বা পরবশে, এরূপ ভাব ঘটেছে॥ (৪৮০)

রাগিণী লুম ঝিঁজুটী। তাল ঐ।

যতন যারে করেছ, তারে কেন অযতন।
কাঁচে এখন মন দেখি, ত্যজি অমূল্য রতন,
একি হলো বিবেচনা, ভাল মন্দ বুঝিলে না,
উচ্চ নীচ দেখিলে না, এ নহে তার মতন॥ (৪৮১)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভেবে ভেবে সারা হলাম, তবু তারে পেলেম না।
যাব যাব মনে কোরে, লজ্জায় তথা গেলেম না॥
আপন থাকিলে বশ, সহিতাম অপযশ,
বিরহে হয়ে অবশ, দুঃখে কেন মলেম না॥ (৪৮২)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সব জ্বালা সহিতে নারী পারে, প্রেম-জ্বালা ব্যতীত।
সব দুঃখ সহ্য করে, কেবল বিরহে ব্যথিত॥
প্রেম করে মনে রাখে, কভু নাহি কহে মুখে,
দিন যায় দুঃখে দুঃখে, তবু না হয় ত্রাসিত॥ (৪৮৩)

রাগিণী বাহার। তাল যৎ।

আর তিষ্টিতে পারি না গৃহে, পর বাক্য জ্বালায়।
দুঃখ দিতে বিধি সৃষ্টি, করেছেন অবলায়॥
উঠিতে বসিতে কত, কথা কহে নানা মত,
ছলা পেয়ে কহে যত, ইঙ্গিতে অন্যে বলায়॥ (৪৮৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

তাহার বিরহ-বাণ, বিন্ধিল আমার প্রাণ।
মিলন-সঞ্জীবনী বিনা, অপরে কে করে ত্রাণ॥
প্রেম-যুদ্ধ খরতর, হয়েছি তাহে কাতর,
ভাবিতেছি নিরন্তর, কিসে পাব পরিত্রাণ॥ (৪৮৫)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

সহিবে কে এত গঞ্জনা, প্রাণে সহিবে।
প্রেম জন্য ঘরে পরে, সদা কেন দহিবে ॥
কুল ধরম ত্যজেছি, অবশ্য দোষি হয়েছি,
কার কি ক্ষতি করেছি, কেন কটু কহিবে ॥ (৪৮৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম-পিপাসা যার হয়, সে তৃষ্ণা কিসে যাইবে।
তাহার মিলন-বারি, যদবধি না পাইবে ॥
যে পিপাসায় পিপাসিত, কোথা তৃপ্তি সে ব্যতীত,
দরশনে আপ্যায়িত, তৃষিত তৃপ্ত হইবে ॥ (৪৮৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুখী হবো মনে করেছিলাম, প্রেম করে সই।
সে ভাব ব্যত্যয় দেখি, সে আশা আর হলো কই ॥
আপনারি মতি-ভ্রমে, প্রেম করি পরিশ্রমে,
দুঃখ উপার্জিল ক্রমে, সে কথা আর কারে কই ॥ (৪৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কার জন্যে হয়েছ কাতর, দেখি ভাবান্তর।
নিরন্তর মৌন দেখি, কেন হলো রূপান্তর ॥
কার কারণে উতলা, সতত দেখি চঞ্চলা,
বোধ হয় প্রেম জ্বালা, ভাবে দেখি মতান্তর ॥ (৪৮৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কথা শোনে এমন আছে কই, যারে দুঃখ কই।
মনে সমুদয় সই, কি আর বলি গো সই ॥
দুই কানে কথা গেলে, প্রকাশ হয় সকলে,
ভাবি নিজ কর্ম্মফলে, মরমে গুমুরে রই।

যাতে প্রেম ঢাকা থাকে, বলি নাই যাকে তাকে,
এখন শুনি যাকে তাকে, কয় না আমার কথা বই॥ (৪৯০)

রাগিণী জঙ্গলাসিন্ধু। তাল পোস্তা।

খোস্ রহে জিস্‌নে মেরে, দেল্‌কো ছোড়ায়া খোস্ রহে।
কর্ দিয়া বর্‌বাদ জিস্‌নে, ওঃ খোদায়া খোস্ রহে॥
তুহি জানে তুঝ্‌ছে ময়্‌নে, ন কিয়া কেয়া কুচ্ সলুক্,
বদ্‌লা ওস্‌কা তুঝ্‌ছে ময়্‌নে, খুব পায়া খোস্ রহে।
দিল দিয়া তুঝ্‌কো হ্যায়, না দানি কি মেরি যেঃ নিশান,
বেইমানিকি নিশানি, তুহ্যায় মায়া খোস্ রহে॥
দিন্‌কিথি উম্মেদ যো, দিলমে রহিও দিন্ ফেগার,
মুঝ্‌দিলে বে দিল্‌কা জেস্‌নে, দিল্ জলায়া খোস্ রহে॥
দিল্‌মে আপ্‌নে বে করুয়ৎ, কুচ্ ভিকর্ খৌকে খোদা,
বে খোদাই মে জোতুনে দিল্ লাগায়া খোস্ রহে।
অব্ তলক্‌তো কওলপর, অপ্‌নে হুঁ সাদক্ আয় সনম্,
শুক্‌রে সচ্চা তুভিঁ নিক্‌লা, মাহ রুয়া খোস্ রহে॥
অব্ তেরে ফন্দেমে প্যারে, ময়্ ফসা মজ্ বুর্‌হুঁ,
কর্ জফা দিল্‌মে তেরে, যো হ্যায় সমায়া খোস্ রহে।
কিস্‌নে সিক্‌লায়া তুঝে কিৎনা, করস্ মা ওঃ গমুজ্,
ফিৎনা আগাজ্ ফিৎনা অঙ্গেজ্, ফিৎনা গরায়া খোস্ রহে॥
লো ময়্ বিছ্‌মিল্লা হোতা হু রয়া মুল্‌কে আদম্,
দিল্‌মে জানে কা নকর্ না, গম্ পরায়া খোস্ রহে।
তাব্ কেয়া তাবো তৌয়া, আগেথিনে অব্ কুচ্ হুই,
জিস্‌নে বেতাবী মে তুঝ্‌কো হাঁয় তপায়া খোস্ রহে॥ (৪৯১)

রাগিণী জঙ্গলাসিন্ধু। তাল পোস্তা।

আবাদ রহে হর হাল্‌মে, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া।
খোস রহে জান মালমে, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া॥
মালুম জানা যঃ নথা, জোতু বেইমা নিকূলে গা,
দুনিয়ামে ইমা কো ছোড়া, জিস্‌নে হবে বরবাদ্‌ কিয়া।
ওঃ চাঁদসা মুখ্‌ড়া দেখলা, মুঝকো ফন্দেমে ডালা,
মিঠি বত্তিয়োমে ফুস্‌লা, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া॥
মেহের খোদা কা হো তুঝ্‌পর, উওঃ পুরে বেইমানে বেহর,
নহো উস্‌পর্‌ খোদা কী কহর্‌, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া।
ফুরকৎ কা তেরে দাগ্‌ ওগম্‌. লেজাতাহুঁ মূলকে আদম,
না কহঙ্গা ওহাঁভিসনম্‌. জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া॥
রোজে কয়ামৎ তুজকো মওলা, জবকে সওয়াল পুছেগা,
তব নেহি রহনেকা ছিপা, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া।
খোস্‌ রহিও প্যারে অব সদা, হোতাহুঁ তুঝসে হম জুদা,
খলকে খোদা সব জানেগা, জিস্‌নে হমে বরবাদ্‌ কিয়া॥
না খোস্‌ মুঝে জিস্‌নে রখা, ওঃ খোস রহে দায়েম খোদা,
এযঃ সঙ্গে দিল তু সচ বতা, জিসনে হমে বরবাদ্‌ কিয়া।
জব লাসকে হম্‌রা আবেগা, অয়ে কবর্‌মে নিশানী রখেগা,
তব্‌ তাব্‌ যঃ সাবুদ হোবেগা, জিস্‌নে হমে বারবাদ কিয়া॥ (৪৯২)

রাগিণী গারা। তাল কওয়ালি।

প্রাণনাথ হে! কি কারণ মন এমন কেন হলো?
এবে দেখি উচাটন, সে যতন নাহি আর।
জানি না তো কোন ছল, কে বা করিল চঞ্চল,

কেন হেন হলো বল, বিপরীত দেখি ফল,
নাহি কোন প্রতিকার ॥ (৪৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ প্রিয়তম হে !
তোমা ছাড়া কভু নহি, শুন প্রিয়ে সত্য কহি,
তব প্রেমে বদ্ধ রহি, সদা মানস আমার।
তোমারই প্রণয়ে বদ্ধ, সতত আছি আবদ্ধ,
তুমি মম তুরারাধ্য, ভঙ্গ করে কার সাধ্য,
অবাধ্য নহি তোমার ॥ (৪৯৪)

রাগিণী সিন্ধুমল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

তারে যদি নাহি দেখিতাম, তবে কি প্রেমে মজিতাম।
ঘরে পরে কথা তবে, কেন বা এত সহিতাম ॥
সরল মন অবলা, প্রেম-জ্বালাতে চঞ্চলা,
বিষম প্রবলা, নাহি জানিতাম দুঃখ
স্বভাবে সুখে রহিতাম ॥ (৪৯৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম মহারতন, যতনে হয় করস্থ।
বোধ হয় সহজ প্রাপ্য, কিন্তু ফলেতে দূরস্থ ॥
বহু চেষ্টায় আয়াসে, দৃঢ় মানস প্রয়াসে,
যদি লভতি বিশেষে, তথাপি প্রেম পরস্থ ॥ (৪৯৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ধন্য পদ্মিনীর মন, প্রখর রৌদ্র করে সহ্য।
এ মিলন ভাল বলি, সুমিলন নহে বাহ্য ॥
কমল কোমল অতি, এ তাতে নহে বিকৃতি,
এরূপ হওয়া প্রকৃতি, রাধে ভাব অতি গুহ্য ॥ (৪৯৭)

রাগিণী লুম্। তাল কওয়ালি।

কি দোষ আমার প্রাণ, এত অভিমান। (বল)
ভাবনা ঘুচাও প্রিয়ে, কহিয়ে সন্ধান॥
দোষী যদি হই কর শাস্তির বিধান,
ভুজের বন্ধন করে মার নয়ন-বাণ।
তোমার কিঞ্চিৎ ক্রোধে হই ম্রিয়মাণ,
মন জেনে তবে কেন কর অপমান॥
তোমার ইচ্ছার অধীন জানিবে প্রমাণ,
তব তুষ্টি হয় যদি তবে বধ প্রাণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি ওবয়ান,
মনেতেও তুমি প্রিয়ে আছ বিরাজমান॥
শয়নে স্বপনে কেবল তোমারই তো ধ্যান,
জাগ্রতেও চন্দ্রমুখী তব মাত্র জ্ঞান॥ (৪৯৮)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

অনেক মিনতি করে, তারে করেছি সান্ত্বনা।
আমি বলে মানায়েছি, তা না হলে মান্তনা॥
কে কি বলেছিল তারে, তাই ছিল রাগভরে,
সাধি তারে পায়ে ধরে, কারু কথা শুন্তো না॥ (৪৯৯)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

এত যে করেছে মান, তাতে অপমান কি।
কেন তারে নিন্দা কর, তার গুণ জান কি॥
সেই যদি কটু কয়, তাহে দুঃখ নাহি হয়,
সেই যদি তুষ্ট রয়, তার কাছে প্রাণ কি॥ (৫০০)

রাগিণী খাম্বাজমাজ। তাল কওয়ালি।

প্রতিশ্রুত পূর্ব্ব প্রেমে, সময় গুণে বিস্মৃত।

কিবা দোষ তব নাথ, কাল মাহাত্ম্যে বিকৃত ॥
শত্রুপক্ষে কেবা কেহ, কহিল যাতে সন্দেহ,
নতুবা কেন অস্নেহ, বুঝিলে না হে প্রকৃত ॥ (৫০১)

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

অকৃত অপরাধ তাহে, কেন সাধে বাদ।
স্বচ্ছন্দে উভয়ে ছিলাম, এত কেন বিসম্বাদ ॥
আমাদের সুখে বাস, তাতে নাহি করে আশ,
প্রেমে করিতে নিরাশ, মিথ্যা করে অপবাদ ॥ (৫০২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

আমার মনো দুঃখ কে জানিবে,
সখি রে যাতে সতত দুঃখিত।
তাহাকে কহিতে পারি, যদি সে কথা রাখিত ॥
মনো দুঃখ মনে সহি, কারে কিছু নাহি কহি,
যার জন্যে দুঃখে রহি, সে যদি ইহা দেখিত ॥ (৫০৩)

রাগিণী ছায়ানট। তাল তিওট।

সজল-নয়ন কেন, নবঘনাবৃত শশধর যেন।
দুনয়নে বহে ধারা, এ কি দেখি তব ধারা,
চঞ্চল মন অধীরা, জাল-বদ্ধা মৃগী হেন ॥ (৫০৪)

রাগিণী ঝিঁজুটী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

কথায় আমায় স্নেহ কর, ভালবাস অন্য জনে।
চাতুরীতে আমার বল, কিন্তু পর ভাব মনে ॥
মম প্রেমে কাতর সদা, বল প্রিয়ে সযতনে,
মনের ভাব নহে তাহা, বদ্ধ মন পর সনে।
স্নেহভাব কর যত, দেখিলে প্রাণ অধীনে,
কথার ভাগী মাত্র আমি, ভাবের ভাগী অন্য জনে ॥

নারীর মনের ভাব, পুরুষে তা কিবা জানে,
নারী-তত্ত্ব জেনে চন্দ্র, প্রেম-ত্যাগী একারণে ॥ (৫০৫)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

আমি যারে সদা ভাবি, সে ত আমায় নাহি ভাবে।
স্বভাব অভাব কিম্বা, পর ভাব বশ ভাবে ॥
সে ভাব বুঝিতে নারি, এই ভেবে সদা মরি,
কি ভাবে কর চাতুরি, স্বভাবে কি অন্য ভাবে ॥ (৫০৬)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল কওয়ালি।

আমারে ভালবাসিয়ে, তোমার দশা এ কি হলো।
সুখ হবে মনে করে, একেতে আর ঘটিল ॥
কুল লজ্জা পর ভয়, সত্ত্বে প্রেম করা নয়,
বুঝে দেখ প্রেমময়, সুখে দুঃখ উপজিল ॥ (৫০৭)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

আমায় ছেড়ে যেতে কি পারিবে,
বল প্রাণ কোথায় যাবে।
এত কি উদাস হলে, যাতে উদাসিনী হবে ॥
বাসনা হইবে যথা, তুমি কি যাইবে তথা,
কেন বল হেন কথা, এ অধীনে কি বধিবে ॥ (৫০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাবে কি প্রাণ যাবে আমায় ছেড়ে, কোথা যাবে বল।
দেখিয়ে শুনিয়ে মন, হয়েছে বড় বিকল ॥
বল কোন্ তীর্থে যাবে, কিম্বা উদাসিনী হবে,
যথা ইচ্ছা তথা যাবে, এই কি বাসনা হোলো ॥ (৫০৯)

রাগিণী কানেড়া। তাল কওয়ালি।

ভালবাস না, বুঝেছি যার জন্য।

মন না থাকিলে প্রাণ, কেন বা করিবে গণ্য ॥
যত দিন থাকে মন, সোহাগ রহে তখন,
যার লাগি এ ঘটন, সেই ত এখন ধন্য ॥ (৫১০)

রাগিণী সিন্ধু। তাল পিমাতেতালা।

যার জন্য আমি দেশ ত্যাগী, হয়েছি বিরাগী।
আমার এ দশা শুনে, সে কি হবে সহযোগী ॥
যদি প্রেম অনুরাগে, মনো দুঃখ অভিযোগে,
কোন না কোন সুযোগে, আসি হয় অনুরাগী ॥ (৫১১)

রাগিণী সিন্ধু। তাল পিমা তেতালা।

যার জন্যে আমার এই দশা, সখিরে ঘটেছে।
সে কি দুঃখিত হয়েছে, বল সে কেমন আছে ॥
এত দুঃখে প্রাণ আছে, বল গিয়ে তার কাছে,
যা হবার তা হয়েছে, বিধির লিখন ফলেছে ॥ (৫১২)

রাগিণী খাম্বাজ মল্লার। তাল ঐ।

সহিতে পারিতাম দুঃখ, যদি তার মন থাকিত।
আমার ভাগ্যে এই হলো, যেন অরণ্যে রুদিত ॥
তার লাগি ভেবে সারা, দুনয়নে বহে ধারা, থাকি সকাতরা,
কুলে হলাম স্বতন্তরা, সদা ভয়ে সশঙ্কিত ॥ (৫১৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

যার লাগি কুল ত্যজি, হইলাম স্বতন্তরা।
দেখিতেও এসে না এখন, এই ভেবে হলাম সারা ॥
সদা দেখি মনো ভারি, আমি কেঁদে কেঁদে মরি,
যার জন্যে করি চুরি, দেখ সেই বলে চোরা ॥ (৫১৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

বাক্য-জ্বালায় তাপিত, বিচ্ছেদে জ্বলিত অঙ্গ।
আমার এ ভাব দেখি, কেহ নাহি ছাড়ে সঙ্গ॥
কার দেখ পৌষ মাস, কার হয় সর্ব্বনাশ,
কত করে উপহাস, কতই যে করে রঙ্গ॥ (৫১৫)

রাগিণী কানেড়া। তাল আড় খেমটা।

দুঃখ পেয়েছি দুঃখ পেতেছি, দুঃখ পাব জেনেছি।
সয়েছি সহিতেছি, সহিতে হবে বুঝেছি॥
কিবা যে পাপ করেছি, যে পাপে ভুগিতেছি,
ধিক্ ধিক্ প্রেম করেছি, জীবিত মাত্র রয়েছি॥ (৫১৬)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমা তেতালা।

যে দুঃখ পেতেছি ঘরে, বলো সখি তার কাছে।
তার প্রেমে কলঙ্কিনী, আমার আর কেবা আছে॥
কুলে শীলে সবে গেছি, প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি,
তার আশে প্রাণ রেখেছি, এই ভয় ভোলে পাছে॥ (৫১৭)

রাগিণী ঝিঁজুটি। তাল জলদ্ তেতালা।

বুঝেছি তোমার মন, এখন গিয়েছে।
তথাপি আমার মন, সেইরূপ রয়েছে॥
এই যে এত করেছ, সতত দুঃখ দিয়েছ,
কি আর বাকি রেখেছ, এ প্রাণে সব সয়েছে॥ (৫১৮)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমা তেতলা।

মান অপমান যে সমান, সদা ভাবে হে।
তার প্রতি ক্রোধ প্রিয়ে, কেমনে সম্ভবে হে॥
কেবল তুমি ভরসা, তুমি মাত্র যার আশা,
মিষ্ট তব কটুভাষা, এ প্রাণে সব সবে হে॥ (৫১৯)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রাণ সম ভাবিলাম যারে, সে যে অনাদর করে।
মরমে মরিয়ে থাকি, এ দুঃখ কহিব কারে॥
যার জন্যে ঘরে পরে, কত তিরস্কার করে,
বুঝিলাম অতঃপরে, যেতে হলো দেশান্তরে॥ (৫২০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

না দেখিয়ে প্রাণ কেঁদেছিল, তাই ডেকেছিলাম।
অনিচ্ছায় কেন এলে, বৃথা তোমায় দুঃখ দিলাম॥
নাহি জানি মনো ভ্রমে, তুমি বিরাগী এ প্রেমে,
প্রকাশ হইল ক্রমে, ভ্রম গেল বুঝিলাম॥ (৫২১)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

কোন না কোন ছলনায়, একবার কি আস্‌তে নাই।
এই আসিবে এই আসিবে, এই ভেবে নিশি পোহাই॥
নিশ্চয় আসিব বলে, যখন তুমি গেলে চলে,
সেই আসা এই এলে, কোথা ছিলে ভাবি তাই॥ (৫২২)

রাগিণী ঝিঝুটি। তাল ধিমা তেতালা।

গোপনে প্রেম করি সই, যত ক্লেশ সদা সই।
মনের কথা তারে কই, এমন সুযোগ পাই কই॥
তার লাগি থাকি দুঃখে, স্ব-জনে তা দৃষ্টি রাখে,
কেমনে বা থাকি সুখে, মরমে মরিয়ে রই॥ (৫২৩)

রাগিণী সিন্ধুমল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

প্রেম রণে ভঙ্গদিল মম মন মহারথি।
কি হবে তথায় যথা একা উৎসাহ সারথি॥
দেখিয়া রথির ভঙ্গ, সারথি ত্যজিল সঙ্গ,
একি অপরূপ রঙ্গ, অঙ্গ রথ হলো বিরথি॥
অক্ষিদ্বয় সহায় হয়, রহে কিবা নাহি রয়,
ক্রমে ভঙ্গ সমুদয়, আরো নাহি সঙ্গে সাথি॥
অবশেষে আশা ধৈর্য্য, এ রথে করে সাহায্য,
সাধিতে আপন কার্য্য, আসিল হয়ে অতিথি। (৫২৪)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমা তেতালা।

যাবে যদি একান্ত যাবে তবে রেখ মনে।
যথা তথা থাক দেখো ভুলোনা অধীন জনে॥
এই বোধ ছিল মনে, বঞ্চিব একই স্থানে,
করিলে প্রাণ অকিঞ্চনে, বঞ্চিত সে আকিঞ্চনে॥ (৫২৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জানিলাম প্রাণ তুমি প্রেম দুঃখ জাননা।
জানিলে তবে জানিতে বিরহে কত যাতনা॥
প্রেম দুঃখ জানে সেই, করেছে ঠেকেছে যেই,
তুমি কি জানিবে এই, প্রথম ঘটনা॥ (৫২৬)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমা তেতালা।

ভাল যদি বাসিতে প্রাণ, তবে কি যাইব বল।
ভাল বাসা নাই তাই, যাই যাই সদাই বল॥
ভাল বাসে যে যাহারে, সে কি ছেড়ে যেতে পারে,
বুঝিলাম কোন প্রকারে, অন্তরা হওয়া কেবল॥ (৫২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সময়ে ভুল না প্রাণ, অধীনে সময় গুণে।
সময় কি অসময়, সময় তব অধীনে॥
দেখি এখন সমগণে, সমানে সম না গণে,
সমভাব না ভাবে মনে, সময় বিগুণে॥ (৫২৮)

রাগিণী সোহিনী। তাল ধিমাতেতালা।

হায় আমার দুঃখ, কিসে সে জানিবে।
কে এমন সুহৃদ আছে, যে তারে কহিবে॥
সব দেখি প্রতিপক্ষ, কেহ নহে মম পক্ষ,
বিপদে হয়ে স্বপক্ষ, সখ্যভাবে সন্তোষিবে।
আমার সংবাদ তারে, সম্বোধন কে বা করে,
কে আছে কহিব কারে, এমন নাহি পাই ভেবে॥
সুহৃদ যে জন হবে, সুহৃদে সে সব কবে,
দুঃখ শান্তি হবে তবে, কহিবে তাহারে যবে॥ (৫২৯)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

জানিলাম প্রাণ, তোমারে জানিলাম।
মন জানিলাম, ব্যাভার জানিলাম,
জানিলাম ভাল রূপে জানিলাম॥ (৫৩০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সদয় থেকো প্রাণ, নিরাশ্রয়ে নিদয় হইও না।
তব আশ্রয়, এই মমাশ্রয়,
এই শ্রেয় পরাশ্রয়ে নহে কামনা॥ (৫৩১)

রাগিণী সুরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন তোরে, কে ভুলালে হায়।
না জানিয়া পর মন, মজ একি দায়॥

কি দেখিলে কি জানিলে, দৃষ্টিমাত্রে মগ্ন হলে,
প্রেম-হ্রদে ডুবাইলে, শেষেতে আমায়॥
নয়নেরি অনুরাগে, মন তোমার সংযোগে,
এ বিপদ অভিযোগে, বুঝি প্রাণ যায়॥ (৫৩২)

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ। তাল যৎ।

মজিল যাহারে মন, কিবা সে করিল গুণ,
ভুলিল কাহারে মন, সে কে রে কে রে।
তিলার্দ্ধ হেরিয়া যারে, ব্যাকুলিত অন্তরে,
আঁখি ঝোরে ভাসে আঁখি নীরে নীরে॥
কি মোহন মন্ত্র জানে, মোহিত করিল মনে,
সেই জানে যে মোহিতে পারে পারে।
কিবা নাম, কোথা ধাম, না জানিয়া গুণগ্রাম,
অবিরাম ভাব কেন তারে তারে॥
যার ভাব ভঙ্গি ভেবে, ভাবিয়া তাহারি ভাবে,
এই ভাবে বুঝি প্রাণ যায় রে যায় রে॥ (৫৩৩)

রাগিণী ঝিঁঝুট খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করে পর সনে, পাইতেছি এ যাতনা।
প্রাণ সম ভাবি পরে, পর আপন হলো না॥
না বুঝে মজিলাম পরে, না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে, কতই হবে লাঞ্ছনা॥ (৫৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যতনে যাতনা দিবে, আগে সখি জানি না।
যাতনা হবে জানিলে, যতন করিতাম না॥
অযতন ছিল ভাল, যতন হইল কাল,
ঘটিল একি জঞ্জাল, গেলো প্রাণ আর বাঁচে না। (৫৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ, যায় আর ভাবিব না।
যার ভাবে ভাবি আমি, এ ভাবে সে ভাবে না॥
আমি যেমন ভাবি ভাবে, সে যদি সে ভাবে ভাবে,
তবে কি অভাব ভাবে, ভাবে নহে ভাবনা॥ (৫৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মান করে এ মান গেলো, আর মান করিব না।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা॥
মানি জনে হোলে মান, সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান, হত মান হইত না॥ (৫৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাল বুঝে ভালবেসে, ভাল হইল না।
এ মন জানিলে ভাল, ভাল বাসিতাম না॥
মজিলাম ভালবেসে, ভাল হইবার আশে,
নহে ভাল ভালের দোষে, কত পাই যাতনা॥ (৫৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে বাঁচে প্রাণ, প্রাণ বিহনে।
দেহ মাত্র আছে কেবল, বিরহ-দহনে॥
প্রিয়ার পীয়ূষ পানে, দরশন পরশনে, জীবিত আছি জীবনে,
জীবনের জীবন বিনে, বঞ্চিত জীবনে॥ (৫৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ধৈর্য্য কেমনে মনে, বিনে তার হয়।
প্রাণ-হীন দেহ যেমন, নহে তাহে ফলোদয়॥
জীবনের জীবন বিনে, কি ফল এই জীবনে,
আর সাধ নাহি জীবনে,
বাঞ্ছিতে বঞ্চিত হয়ে প্রাণ আর নাহি রয়॥ (৫৪০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ রহে না রহে, বিরহে তার।
দাবাগ্নি সমান দহে, নাহি সহে আর॥
সদা বহে আঁখি-নীর, প্রাণ তাহে অস্থির, হয়েছি অতি অধীর,
কি উপায়ে পরিত্রাণ পাব এই বার॥ (৫৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে দিনে দেখা দিলে, এ দীনেরে প্রাণধন।
সে দিন অবধি আর, নাহি দিলে দরশন॥
দেখিলাম যেই দিন, কত দিন সেই দিন,
তাই ভাবি রাত্রি দিন, পুনঃ কি হবে সে দিন।
অধীনে দুর্দ্দিন বশে, ভুলিলে হে অবশেষে,
প্রাণমাত্র আছে শেষে, সেই দিন করি ধ্যান॥ (৫৪২)

রাগিণী ঝিঁজুটি খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

ভুলিয়া ভোলে না মন, এ কি দায় হলো রে।
ভুলিব ভুলিব আশায়, বুঝি প্রাণ গেলো রে॥
ভুলি তারে করি মনে, ভুলিতে না পারি মনে,
ভোলে না তারে এ মনে, কিসে মন ভুলালো রে॥ (৫৪৩)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ঠুংরি।

ভালবেসে এ কি জ্বালা রে, হইল আমায়।
ব্যাকুল সতত চিত, না হেরে তাহায়॥
তার লাগি দিবা নিশি, নয়নের নীরে ভাসি,
সে না দেখা দিল আসি, বুঝি প্রাণ যায়॥ (৫৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ এই কি সম্ভব রে, কাহিন ব্যাভার।
অনুগত জনে কেন, বিড়ম্বনা বারে বার॥

রাখিলে রাখিতে পার, বধিলে কে আছে আর,
তাহারে কি এ ব্যাভার, উচিত তোমার ॥ (৫৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

কেমনে ধৈর্য্য ধরি, বিরহে তার।
যাহারে না হেরে মন, সদা থাকে উচ্চাটন,
সেই বিনা কিসে বাঁচি আর ॥ (৫৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহে রহে না প্রাণ, কি করি সখি রে।
তিলেক বিচ্ছেদে, থাকি এ বিষাদে,
বিনা সে কেমনে সুখিরে ॥ (৫৪৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কি হইল আমায়, কি করি সখি রে।
বুঝাইলে মন, না মানে বারণ, সদাথাকি দুঃখিরে ॥ (৫৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে প্রাণে বাঁচি, অদর্শনে তার।
আঁখি অগোচর, হইলে কাতর,
সে তো রহিল অন্তর, কিসে ধৈর্য্য হবে আর ॥ (৫৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আর না সহে প্রাণে, অদর্শন তার।
আশে আছে প্রাণ, নাহিছিল জ্ঞান,
নিষ্ঠুর ব্যাভার ॥ (৫৫০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

কি হইল প্রাণে সখি রে আমার,
অন্তরে নিরন্তর, ভাবনা তাহার।
সে নাহিকরে স্মরণ, আমি ভাবি অকারণ,
মন না শুনে বারণ, ভাবে বারম্বার ॥ (৫৫১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা

বারে বারে মন করি তোরে মানা।
নিষ্ঠুরের প্রেমে মজো না মজো না॥
প্রথমে সে দিয়ে আশ, শেষে করিল নিরাশ,
তাহার মন আভাস বুঝিয়ে বুঝ না॥ (৫৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করি এ যন্ত্রণা, ঘটিল আমারে।
ব্যাকুল অন্তরে, ভাবিয়ে তাহারে॥
নিতান্ত হলো অশান্ত, একান্ত না হয় শান্ত,
বিচ্ছেদে হয় প্রাণান্ত, বুঝি বা এবারে॥ (৫৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে পাইব ত্রাণ, এ যন্ত্রণায় এই বার।
সে তো হইল অন্তর, অন্তর সদা আঁধার॥
করি দান আশা ধন, পুনঃ করিল হরণ,
আমার সহ এমন, উচিত কি হয় তার।
তার আশে ভর করি, আছি মাত্র প্রাণ ধরি,
সে যে করিবে চাতুরী, এই কি তার ব্যাভার॥ (৫৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবেসে একি হলো, সখি রে আমারে।
না হেরে তাহারে ভাসি, আঁখি নীরে॥
কাছে না থাকি যখন, ভাবি সে আছে কেমন,
তারো ভাবনা চিন্তন, দিবা নিশি অন্তরে॥ (৫৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার লাগি এ যন্ত্রণা, পাইতেছি দিনে দিনে।
সে তো নাহি ভাবে মনে, বল-কি সবে প্রাণে॥

পরে সমর্পিয়ে মন, অবিরত উচাটন,
বুঝি বা যায় জীবন, তাহার অদর্শনে ॥ (৫৫৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল বিমা তেতালা।

আসিব আসিব বলে, আশায় আমায় রাখিল।
সে আশা না পূর্ণ হলো, আসায় আশা রহিল ॥
তার আসা পথ চেয়ে, সর্ব্বদা আছি আশয়ে,
সে নিষ্ঠুর আশা দিয়ে, ভুলিয়ে কি রহিল ॥ (৫৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কেমন হলো মন, ভেবে না পাই সন্ধান।
শয়নে স্বপনে সদা, তার রূপ করি ধ্যান ॥
কেমনে বা ধৈর্য্য ধরি, মনে কেমনে পাসরি,
বিনা সে রূপ মাধুরি, নাহি মম অন্য জ্ঞান ॥ (৫৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কে বলে ভালবাসা, ভাল নয়।
ভালবাসায় কেবল, দুঃখের উদয় ॥
যারে ভালবাসে মন, সে হইলে অদর্শন,
সে জ্বালাতে জ্বালাতন, প্রাণ সদা হয় ॥ (৫৫৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঠুঙ্গরি।

তার অদর্শনানলে, দাহন করিছে প্রাণ।
ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত, না হয় নির্ব্বাণ ॥
কবে পাইব দর্শন, জুড়াইবে প্রাণ মন, (৫৬০)
কে করিবে নিবারণ, কিসে পাব পরিত্রাণ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে বাঁচিব প্রাণে, প্রাণে না হেরে নয়নে।
মোহিত হয়েছে চিত, কটাক্ষ শর সন্ধানে ॥

কি ক্ষণে হেরিলাম তারে, ব্যাকুল সদা অন্তরে,
অন্যে না দুঃখ সম্বরে, বিনা তার দরশনে ॥ (৫৬১)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

ত্রাণ পাইব কেমনে, এ বিরহে।
তারো অদর্শন দুঃখ, কতই প্রাণে সহে ॥
যার লাগি কাঁদে মন, সদা হয় উচ্চাটন,
তারে না হেরে এখন, জীবন রহে না রহে ॥ (৫৬২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জলদ্ তেতালা।

ভুলিতে চাহি তারে, মন ভোলে না আমার কি করিরে।
প্রেম করিলাম ভুলে, থাকিতে না পারি ভুলে,
মজিলাম বুঝি কুলে, দুঃখে মরিরে ॥ (৫৬৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যদি সে ভুলিতে পারে,
ভুলিব তায় অনায়াসে সখি রে তারে।
ভুলিয়ে রহিল আমায়, পুনঃ না সাধিব তাহায়,
অন্ধ কি যষ্টি হারায়, ভুলে বারে বারে ॥ (৫৬৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

দেখিবার হলে মন, না হইত কথান্তর।
ভালবাসে কে কেমন, জানা যেতো পরস্পর ॥
উভয়ে উভয় মন, নাহি হয় দরশন,
এতে বিচ্ছেদ ঘটন, অন্তর হয় অন্তর ॥ (৫৬৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে যাহারে ভাল বাসে, তাহার যে সেই ভাল।
কুৎসিত হইলে মনে, যথা বোধ সেই ভাল ॥

বিরূপ কি রূপবান্, উভয় তার সমান,
ভালবাসা পরিমাণ, যাহা হয় সেই ভাল ॥ (৫৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি কারণে এত মান, ওরে প্রাণধন।
তোমা ছাড়া কভু নহে, এই প্রাণ ধন ॥
রাখ নহে বধ প্রাণে, সকলি সহিব প্রাণে,
দিয়েছি তোমার প্রাণে, মম প্রাণ ধন ॥ (৫৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নিঃসরন্তি মম প্রাণাঃ, প্রেয়সি তব বিরহে।
হৃদয় দহন মতিশয়ময়ি ন সহে ॥
যঃ প্রেম বিজানাতি, তদ্দুঃখং স জানাতি,
অপ্রেমিকঃ কিং জানাতি, ক্লিশ্নাতি প্রেম ব্যামোহে ॥ (৫৬৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

কার লাগি ঝোরে আঁখি, বিধুমুখি প্রাণধন।
কার লাগি দেখি দুঃখি, কহ প্রাণ কি কারণ ॥
কার লাগিয়ে মলিনী, কার লাগিয়ে দুঃখিনী,
কার লাগিয়ে মানিনী, আছ অধোবদন ॥ (৫৬৯)

রাগিণী ঝিঝুট খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

কত আর যন্ত্রণা, সহিব প্রাণে।
নিষ্ঠুর স্বভাব তার, বারেক না ভাবে মনে ॥
মন যত তার লাগি, করে সদা ভাবনা, বুঝাইলে মন বুঝে না,
মজিলাম তার প্রেমে, না জেনে সে জনে ॥ (৫৭০)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমা বিনে অন্যে মন, কভু নহে প্রাণ রে।
নিতান্ত জানিবে এই, বন্ধু প্রমাণ রে ॥

প্রাণ জলধর তুমি, তৃষিত চাতকী আমি,
নিয়ত অনন্যগামী, তুমি ধ্যান জ্ঞান রে ॥ (৫৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে জানাব প্রিয়ে, কেমন করে অন্তর।
ক্ষণ অদর্শন জ্ঞান, হয় কত যুগান্তর ॥
তব ধ্যান জ্ঞান বিনে, মন অন্য নাহি জানে,
না বুঝিয়ে এ অধীনে, দুঃখ দেহ নিরন্তর ॥ (৫৭২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

প্রেমের শরীর যার গো, সে কি কলঙ্কে ডরে।
পিরিতে বিক্রীত দেহ, লাঞ্ছনায় কি করে ॥
ত্যজি কুল শীল রীতি, হয়েছি প্রেমের ব্রতী,
শিশিরঃ কিং করিষ্যতি, বসতি করি সাগরে ॥ (৫৭৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

বল বল আজ কেন, দুঃখি ও প্রাণ বিধুমুখি।
কারে ত্যজি এলে এতা, সেই দুঃখে কি দুঃখি দেখি ॥
যারে না হেরিলে দুঃখি আছ অসুখি,
কেমনে আইলে হেতা, প্রিয় জনে তথা রাখি ॥ (৫৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমিক জনে ভয় নাহি, কলঙ্কে করে।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা শঙ্কা, না হয় তারে ॥
কুল শীল তুচ্ছ হয়, গুরু জনে কিবা ভয়,
লোক লাজ নাহি রয়, প্রেমের শরীরে ॥ (৫৭৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

প্রেম যাহার অন্তরে, বিরাজ করে।
লোক লাজ অপবাদ, কি ভয় তারে ॥

প্রেম পূজ্য প্রেম ধ্যান, প্রেম ভিন্ন নাহি জ্ঞান,
সে জনে কি অপমান, করিতে পারে ॥ (৫৭৬)

রাগিণী ঝিঝুটি খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রাণ যে করে কেমন, ওরে প্রাণ।
অদর্শন হলে প্রিয়ে, থাকি উচ্চাটন ॥
যখন হই অন্তর, স্থির না রহে অন্তর,
তব লাগি নিরন্তর, ঝোরে দুনয়ন ॥ (৫৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রলয়ানল সম, বিচ্ছেদ করে দহন।
কেমনে সহিব প্রাণে, সংশয় জীবন ॥
বিচ্ছেদ অগ্নি হৃদি দহে, এ জ্বালা কি প্রাণে সহে,
অন্যে নিবারণ নহে, বিনা তার দরশন ॥ (৫৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ যায় হায় হায়, প্রিয়েরে না হেরে নয়নে।
আশাতে রহিয়া প্রাণ, আশা যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
এ দুঃখের নাহি শান্ত. নিতান্ত দেখি প্রাণান্ত,
একান্ত হবে দেহান্ত, বিনা তাহারি মিলনে ॥ (৫৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম দায় একি দায়, প্রাণ যায় ভাল বেসে তাহারে।
প্রাণ রাখা হলো ভার, প্রিয়ারে নাহি হেরে ॥
মনে হয় অবশেষ, করি সলিলে প্রবেশ,
তার অদর্শন ক্লেশ, আর না সহে অন্তরে ॥ (৫৮০)

রাগিণী ঝিঝুটি খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

তাহার বিচ্ছেদ দুঃখ, কত আর সহিব প্রাণে।
অধৈর্য্য হইল মন, ধৈর্য্য নাহিক মানে ॥

তারে না হেরে নয়নে, একান্ত মরিব প্রাণে,
সে দুঃখ না হয় মনে, দুঃখে মরি অদর্শনে ॥ (৫৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ যায় প্রাণে নাহি, হেরে এই খেদ মনে।
এ দুঃখের অবসান, হবে তাহারি মিলনে ॥
প্রাণে মরি নাহি খেদ, খেদ তাহারি বিচ্ছেদ,
না ঘুচিবে এ নির্ব্বেদ, একান্ত দেহান্ত বিনে ॥ (৫৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দুরন্ত বিচ্ছেদ তার, কেমনে হইবে শান্ত।
একান্ত জেনেছি মনে, দেহান্ত হবে নিতান্ত ॥
দুঃখের নাহিক অন্ত, তার বিচ্ছেদ কৃতান্ত,
করিবে এ প্রাণ অন্ত, নহিবে নহিবে ক্ষান্ত ॥ (৫৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তাহার বিচ্ছেদ জ্বালায়, জ্বলে সদা মন প্রাণ।
তার ভাবনা অনল, কেমনে হবে নির্ব্বাণ ॥
শীতল না হয় জলে, বিচ্ছেদ অগ্নি সদা জ্বলে,
দহে হৃদয় কমলে, প্রলয়ানল সমান ॥ (৫৮৪)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কত ভাল বাসিতাম, বলে কি জানাব আমি।
মনের কথা কে জানিবে, ব্যতীত অন্তর যামি ॥
দুই দেহ এক প্রাণ, এই সদা ছিল জ্ঞান,
না জানি তাহার ভান, হইবে কুপথগামি ॥ (৫৮৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণের অধিক তারে, ভাল বাসিতাম আমি।
না জানি স্বপনে কভু, সে হবে কুপথগামি ॥

তারে যত প্রয়োজন, জানে প্রাণ জানে মন,
আর জানে সেই জন, যে জন অন্তর যামি ॥ (৫৮৬)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ঠুঙ্গরি।

অদর্শনে তাহার রে, বুঝি যায় প্রাণ।
দিবা নিশি ভেবে ভেবে, হয়ে আছি ম্রিয়মাণ ॥
সতত প্রাণ অস্থির, তিলেক না হয় স্থির,
কেমনে হবে সুস্থির, বিরহে পাইব ত্রাণ ॥ (৫৮৭)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রথমে বলিয়াছিলে, হব না কার কখন।
এখন হইল কেন, তোমার বিভিন্ন মন ॥
অন্যে বুঝি অভিলাষ, অধীনে নাই সে প্রয়াস,
সব হইল প্রকাশ, তোমার যত করণ ॥ (৫৮৮)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমা ভিন্ন কভু নহি, নিতান্ত জানিবে প্রাণ।
যত দিন দেহে প্রাণ, নাহি হবে অন্য মন ॥
যাবৎ এ দেহে প্রাণ, তাবৎ তোমারি প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা জ্ঞান, না করিবে কদাচন ॥ (৫৮৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুখ হবে এই সাধে, প্রেম করিলাম যতনে।
সে সাধে বিষাদ হলো, অধীনীর কপালগুণে ॥
নিজ সাধে প্রেম করে, কি দোষ দিব তোমারে,
সুখ দুঃখ কর্ম্ম ফেরে, মর্ম্মে ব্যথা প্রতি ক্ষণে ॥ (৫৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ রীত হে অসঙ্গত, রীত বিপরীত রীত্।
সরলে কঠিন চিত, এ নহে তব উচিত ॥

প্রেমিকের এই নীত, উভয়েরি সম চিত,
এই হয় সমুচিত, সকলে আছে বিদিত ॥ (৫৯১)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেন হইল প্রাণ, তব মন এমন।
প্রথমে ছিল যেমন, সে মন নাহি তেমন ॥
কি ত্রুটি হলো এখন, কর আমায় অযতন,
নাহি দেখি সে যতন, কে করিল উচাটন ॥ (৫৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সযতনে অযতন, করণ এ পর ভাব।
অনুগত জনে ধনি, করো না এমন ভাব ॥
করিয়ে কত যতন, মজিলে মজালে মন,
তাহে ভাব অন্য মন, ভাবের নহে স্বভাব ॥ (৫৯৩)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

তারে কি হওয়া নিষ্ঠুর, অনন্য গতি যার।
রাখ নহে বধ প্রাণে, সর্ব সম্ভব তোমার ॥
অনুগত জনে কেন, নিদারুণ হও হেন,
দয়া-হীন হয়ে যেন, কঠিনতা ব্যবহার ॥ (৫৯৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যাহার বিরহে প্রাণ, যায় সেত না দেখিল।
প্রাণ যায় নাহি দুঃখ, এ দুঃখ মনে রহিল ॥
নাহি দেখি হেন জন, কহে তারে বিবরণ,
যে জন্যে যায় জীবন, সেত নাহি জানিল ॥ (৫৯৫)

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়খেমটা।

মানে মান করে গেল মান, মানে না হইল সমাধান।
সে সাধিবে এই সাধের, মানে অপমান ॥

মান করে মানিনী, হব এই জানি,
শেষে হয়ে অপমানী, তুষি তারে ত্যজে মান ॥ (৫৯৬)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সহিব কত প্রাণে। (বিরহ তার)
প্রিয়জন বিনে ধৈর্য্য, নাহি মানে মনে ॥
সদা তাহার অদর্শনে, বাঁচিব কেমনে ॥ (৫৯৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তাহার বিচ্ছেদ-সাগরে, ভাসিতেছি অনিবার।
আকুল হয়েছি প্রাণে, প্রাণে বাঁচা ভার ॥
কিসে এ বিপদে তরি, অবলম্ব নাহি হেরি,
তাহার দর্শন তরি, তরিবার মুলাধার ॥ (৫৯৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সাধিয়ে সাধিয়ে তার, মন পাইলাম না।
সাধিয়া বিষাদ হলো, দুঃখে সাধিলাম না ॥
প্রেম করিলাম সাধে, সাধিলাম সাধে সাধে,
বিষাদে মরি সে সাধে, সাধিতে গেলাম না ॥ (৫৯৯)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল একতালা।

উপায় কর গো সখি, তাহারে পাই কেমনে।
আর নাহি রহে প্রাণ, বিনা তার দরশনে।
কর উপায় এমন, উভয়ে হয় মিলন,
যায় বিচ্ছেদ দহন, হেরি সে বিধু-বদনে ॥ (৬০০)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

এত মান অকারণে। (কেন প্রিয়ে,)
কি লাগিয়ে কঠিনতা, নিতান্ত অধীন জনে ॥

তোমা বিনা অন্য মন, নহে প্রিয়ে কদাচন,
না বুঝে অধীন মন, একান্ত মজিলে মানে ॥ (৬০১)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল খিমাতেতালা।

উচিত নহে এমন। (তোমার)
অনন্য গতিক জনে, নিদারুণ এ কেমন ॥
বিনা দোষে মানে রতা, প্রিয় জনে কঠিনতা,
সরলে এ নিষ্ঠুরতা, স্বভাব নহে শোভন ॥ (৬০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মজেছ প্রিয়ে মানে। (কি দোষে)
বিনা তব বিধুবদন, অন্যে না হেরি নয়নে ॥
কত ভাল বাসি প্রাণ, মন জানে আর জানে প্রাণ,
না বুঝিয়ে এত মান, কেন কর অধীনে ॥ (৬০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উচিত এই প্রাণ। (ভাল বাসার)
সমুচিত প্রেম-রীত, অভেদ জ্ঞান ॥
নহে বাদ্য এক করে, সংযুক্ত হলে দ্বিকরে,
অনায়াসে বাদ্য করে, এরূপ প্রেম বিধান ॥ (৬০৪)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল খিমাতেতালা।

বিরহে প্রাণ না রহে। (মন দহে)
অধিক যাতনা কভু, অবলার কি হৃদি সহে।
প্রথমেতে দিয়ে আশ, শেষে করিলে নিরাশ,
ত্যজিয়ে নিজ আবাস, নাহি পাইলাম তাহে ॥ (৬০৫)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

এত অপমান মানে, তথাপি মনে রবে না।
হতমান হয়ে তবু, মানসে প্রেম ত্যজিবে না ॥

গঞ্জনা লাঞ্ছনা ভয়, মনে জ্ঞান নাহি হয়,
তার ধ্যান মনে রয়, অন্যে মন ভাবে না ॥ (৬০৬)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমায় ভাল বেসে, ভাল নাহি হলো প্রাণ।
কি দোষ দিব তোমারে, আমার বুদ্ধি বিধান ॥
সাধ ছিল এই মনে, সুখ হবে দিনে দিনে,
সে সাধ গিয়ে এক্ষণে, বিষাদেতে ম্রিয়মাণ ॥ (৬০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তব সুখে সুখী হই, তব দুঃখে দুঃখী আমি ॥
থাকি সতত তেমন, যখন যেমন থাক তুমি ॥
তুমি ভাল থাক প্রাণ, এই বাঞ্ছা এ বিধান,
কেবল তোমারি ধ্যান, মন না হয় অন্য গামী ॥ (৬০৮)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ধিমা তেতালা।

বিরহ অনলে সদা, দহিছে প্রাণ আমার।
তিলেক শীতল নহে, উত্তাপিত অনিবার ॥
বিচ্ছেদেরি হুতাশন, দহে সদা প্রাণ মন,
কিসে হবে নিবারণ, স্থির নাহি হয় তার ॥ (৬০৯)

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি মানে এত মান প্রাণ, নাহি হয় অনুমান ॥
সাধিলে না যায় মান, এ মান কেমন মান ॥
মানে মলিন মানিনী, কি মানে এত দুঃখিনী,
ত্যজ মান চন্দ্রবদনী, অধীনের রাখ মান ॥ (৬১০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি ভাবে এ ভাবিনী প্রাণ, ভেবে না পাই সন্ধান।
ভাবুক জনের প্রতি, এ ভাব নহে বিধান।

তব ভাব ভঙ্গি ভেবে, প্রাণ মাত্র আছে ভাবে,
এ ভাবে, তব অভাবে, ভাবনায় না রবে প্রাণ ॥ (৬১১)

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ত্যজ মান চন্দ্রাননে, প্রিয়ে এ অধীন জনে।
এ ভাব কেন উদয়, বুঝিতে না পারি মনে ॥
কি দোষ পাইলে প্রাণ, কর তাহে এত মান,
অকারণ অপমান, কর প্রিয়ে নিজ জনে ॥ (৬১২)

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

পাব সে দিন কবে, হেরিব তারে।
নয়ন সফল হবে, ভাসিব সুখ সাগরে ॥
সে রূপ মাধুরি যবে, নয়ন গোচরে রবে,
মন প্রাণ যুড়াইবে, সব দুঃখ যাবে দূরে ॥ (৬১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার মিলনেরি আশা, কবে হইবে সফল।
প্রাণনাথে ভাবি ভাবি, প্রাণ হলো বিকল ॥
হেন দিন কি হইবে, সে অঙ্গে অঙ্গ মিলিবে,
মম প্রাণ জুড়াইবে, হেরিয়ে সে সুকোমল ॥ (৬১৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল যৎ।

অকপটে ভালবাসে যে, তারে কেন বিরূপ চিত।
চতুরের কথায় ভুলে, তারে লয়ে আমোদিত ॥
বাক্যে ভুলে কাযে করা, দেখিতেছি তব ধারা,
মরীচিকায় যেমন সারা, মৃগ হয় খেদান্বিত ॥ (৬১৫)

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্ তেতালা।

আর না ভাবিব তায়, ভাবনা হলো যে দায়।
অপরে হয়ে সহায়, কোথা সে ভুবে আমায় ॥

আপন জানিয়ে তারে, এ মন দিয়াছ যারে,
সে কথা কহিব কারে, ধিক্ প্রেম বাসনায়॥ (৬১৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভাবনায় যদি দিন গেল, তবে প্রেমে কি সুখ হবে।
এ দশা প্রেম আরম্ভে, পরে আর কি ঘটিবে॥
সুখে রব সুখ মনে, প্রিয় সতত মিলনে,
কিন্তু তা গ্রহ বিগুণে, কে জানে এ সুখ যাবে॥ (৬১৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

রাখা ছিল প্রেম মনে মন, কিরূপে হে প্রাণধন।
জানিতে জানিতাম তাহা, প্রকাশ নহে কদাচন॥
উভয়ে প্রণয় আশে, ছিলে ছিলাম অভিলাষে,
লজ্জাবশে অপ্রকাশে, মানসে হয়ে স্থাপন॥ (৬১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে বুঝিলে প্রাণধন, আমার মন ভারি।
বাসনা করিয়া প্রাণ, মন ভার করিতে নারি॥
নাহি দেখি তব দোষ, কেন হে করিব রোষ,
রেখেছ সদা সন্তোষ, গুণেতে বদ্ধ তোমারি॥ (৬১৯)

রাগিণী সিন্দোড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

আর কি দিব প্রাণ, আমার আর কিবা আছে।
মন যত ভালবাসে, তা কি বুঝ না আভাসে,
তাহা কি হইল মিছে, বুঝেছি প্রাণ মন গেছে॥ (৬২০)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

কি সুখ এ গৃহবাসে, বিনা মন উল্লাসিনী।
নচেৎ সব আন্ধার, অভাবে সে বিনোদিনী॥

যে হৃদয় প্রাণ ধন, সেই মানস জীবন,
যতন সেই সাধন, সেই সে সুখ-দায়িনী ॥ (৬২১)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মান অপমান প্রণয়ে, কেবা বাছে বল।
উচ্চ হয়ে নীচ জনের, প্রেমেতে হয় বিকল ॥
প্রেমের মাহাত্ম্য বোঝা, অনেকের পক্ষে বোঝা,
প্রেম করা নহে সোঝা, সহিতে হয় সকল ॥ (৬২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসিতাম প্রিয়ে, কেমনে জানিলে বল।
প্রকাশিতে পারি নাই, মানস ভাব সকল ॥
যে ভাবে দেখিতাম আমি, তা কি বুঝে ছিলে তুমি,
মনোভাব অন্তর্যামি, জানিতে পারে কেবল ॥ (৬২৩)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

দুঃখিত দেখে সুধাও কেন, জান না কিসে দুঃখিত।
সুখে রেখে থাক যদি, তাহাও আছে বিদিত ॥
যেরূপ ভালবেসেছ, যে ব্যবহার করেছ,
তার কি ভিন্ন দেখেছ, কি দেখিলে বিপরীত ॥ ৬২৪)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রাণ সম তোমায় ভালবাসি, তাই ত দেখিতে আসি।
এতে কেন সবে তাতে, কটুভাষে প্রতিবাসী ॥
দুঃখে আঁখিনীরে ভাসে, দেখি লোকে কত ভাষে,
কত যে বলে আভাসে, তবু নহি অসন্তোষি ॥ (৬২৫)

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুঙ্গরি।

হে ভাবিনী মনমোহিনী, মম হৃদিচারিণী।
দুঃখ-হারিণী সুখ দায়িনী, মন উল্লাসিনী ॥

হে প্রিয়ে অনিন্দিতে, হে মানস আনন্দিতে,
চন্দ্র-বদনা শোভিতে, মানস ক্লেশ-বারিণী ॥ (৬২৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

আত্মাকে করিলাম পর, তব প্রেমে হয়ে বশ।
পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে, কত হলো অপযশ ॥
একে কুলবতী নারী, গুরুজনে ভয় ভারি,
তথাপি ছাড়িতে পারি, পূরাও যদি মন আশ ॥ (৬২৭)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

যত দিন কুলে ছিলাম, তত দিন সুখে রহিলাম।
প্রেমে মজে কুল ত্যজে, সহজে মান হারালাম ॥
এত যে ছিল গৌরব, গেল সে নাম সৌরভ,
দেশে দেশে কুৎসা রব, হায় সখি কি করিলাম ॥ (৬২৮)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ঠুঙ্গরি।

যে ভাবে ভাবিবে সেই, তাহা কি বুঝ না ভাবে।
ভালবাসে জান না সে, যথার্থ মন আভাসে,
অন্তরে কি মুখে তোষে, জেনে তবে মন দিবে ॥ (৬২৯)

রাগিণী সিন্ধুকানেড়া। তাল আড়খেমটা।

ওগো সেই ভাবে, যেই অকপটে ভালবাসে।
মনে মুখে দ্বিভাব তার, জেনেছি আভাসে ॥
বুঝিয়াছিলাম সার, অকপট প্রেম তার,
এখন জানিয়ে আর, বৃথা থাকি আশে ॥ (৬৩০)

রাগিণী ঝিঁঝুটী বিলায়ল। তাল ধিমাতেতালা।

সখি তারে মম কথা, বলো দেখা হলে।
কত দিন গেল সেই, আসিব যে বলেছিলে ॥

একে ত গৃহে তাড়িত, তার বিচ্ছেদে খেদিত,
কিবা করিব উচিত, এখন বাঁচি মরিলে ॥ (৬৩১)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কে তোমারে ভাল বলে, অপাত্রে প্রণয় করে।
হাস্যাস্পদ নিন্দনীয়, হলো দেখ ঘরে পরে॥
কভু না মনে করিবে, প্রেম গোপনে রহিবে,
সকলে প্রকাশ পাবে, কত যে কবে সংসারে॥ (৬৩২)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল যৎ।

তার বিরহে, প্রাণ বাঁচা হলো ভার।
এ দায়ে নিবৃত্তি কিসে, কে করিবে উপকার॥
বিচ্ছেদ যাতনা এত, নাহি জানিতাম তত,
হয়ে যদি প্রেম যেত, দুঃখ না পেতাম আর।
আমি ভাবি দুঃখ মনে, হাসে দেখি অন্য জনে,
কি করিব সহি প্রাণে, তার প্রেম করি সার॥
সে রহিল দূরদেশে, হেথা আমায় সবে দ্বেষে,
বঞ্চি সদা মহাক্লেশে, ঘরে পরে তিরস্কার॥ (৬৩৩)

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

আগে নাহি জানিতাম, তাহার এমন রীত।
তবে কি কপট প্রেমে, মজিয়ে দিতাম চিত॥
না জানিয়ে তারো তত্ত্ব, হইলাম তাহে প্রবর্ত্ত,
তার ফল শুদ্ধসত্ত্ব, এখন হলো সমুচিত॥ (৬৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত প্রিয়ভাব ভাবি, সদা তোরে প্রাণ।
না বুঝে কঠিন ভাব, ভাব প্রিয়ে এ কেমন॥
প্রাণ সমর্পিয়ে প্রাণ, নাহি পেলেম তব মন,

বুঝিলাম তুমি যেমন, হওরে ভাবুক জন ॥ (৬৩৫)

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া।

তারে করা মান, যে জন রাখে মান, তোষে মান,
নচেৎ মানিনী হলে, বৃথা যাবে মানে মান।
রসিক জনেরে মান, করিলে না যায় মান,
তবে শোভা পায় মান, সাধিয়ে বাড়ায় মান ॥ (৬৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সমুচিত তারে মান, রাখে যে মানিনীর মান।
অরসিক জনে মানে, মানের হয় অপমান ॥
সে জনে মান করিবে, রাখিয়ে মান তোষিবে,
আপনি লাঘব হবে, বাড়াইবে তব মান ॥ (৬৩৭)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভাল তো আছ হে ভাল, এই হে আমার ভাল।
আমার ভাল নহে ভাল, তোমার ভাল সেই ভাল ॥
ভাল ভাল এই ভাল, দেখা দিহল সেই ভাল,
ভালে ভাল নাহি ভাল, তুমি কি করিবে ভাল ॥ (৬৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তব সনে প্রেম করে, আমার এই ঘটিল।
গঞ্জনা কলঙ্কাধিক, সমধিক উপজিল ॥
ধন মান ত্যাগ করি, কুল শীল পরিহরি,
আছি তব আশা ধরি, পর ভাবেতে নাশিল ॥ (৬৩৯)

রাগিণী সিন্দোড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি আর অধিক দিব প্রাণ, দিয়েছি আপন মন।
ভালবাসি কত তোরে, তাহা না বুঝ অন্তরে,
অন্তর করে কেমন ॥

মন তোরে চাহে যত, নাহি বুঝ প্রাণ তত,
ইহাতে যে অন্য মত, ভাব প্রিয়ে অনুচিত,
উচিত নহে এমন ॥ (৬৪০)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

কিবা গুণ জানে, সে নিদারুণ।
হেরিয়ে চিত, করিয়া হত,
না হয়ে বিদিত, কঠিন দারুণ ॥ (৬৪১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কেমন হইল, আমার মন।
চকিতে তারে, নয়নে হেরে,
অন্তর বিদরে সদা উচাটন ॥ (৬৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহে আর প্রাণ নাহি রহে।
আসিবে সে আসিবে বলে,
তার আশানলে, সদা হৃদি দহে ॥ (৬৪৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে তায় পাশরিব বল মনে।
পলকে না হেরিয়ে যারে,
প্রলয় বোধ হয় মম প্রাণে ॥ (৬৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তারে হেরি এ যন্ত্রণা, পাই অন্তরে।
সে রহিল ভুলে অন্তরে,
নিরন্তর তার ভাবনা স্বতন্তরে ॥ (৬৪৫)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

এ কি আচরণ প্রাণ, অনন্য গতিক জনে।
সকলি সম্ভব তব, বধ নহে রাখ প্রাণে॥
ধন প্রাণ মান মন, তব পদে সমর্পণ,
ইহাতে যে লয় মন, কর প্রিয়ে এ অধীনে॥ (৬৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে দিন গেল রে প্রাণ, সে দিন আর হবে না।
মনো ভঙ্গে ভগ্ন স্নেহে, কখন শোভা পাবে না॥
সে ছিল এমন দিন, ছিলাম হয়ে অধীন,
এখন মন মলিন, পুন আশা করিবে না॥ (৬৪৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সকলি সম্ভব প্রিয়ে, যাহা কর এ অধীনে।
দেহ আর প্রাণ আছে, নিতান্ত তব অধীনে॥
রক্ষা কর নিরন্তর, বধিলে নহি কাতর,
এ ভাবি উচিত কর, যাহা তব লয় মনে॥ (৬৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসি কত তোরে, বুঝিলে না প্রাণ।
এই খেদে মনো দুঃখে, আছি ভাসমান॥
দেখাইবার হলে মন, দেখাইতাম এই ক্ষণ,
জানিতে মন যতন, কিরূপ এ মন প্রাণ॥ (৬৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নিতান্ত অধীন জনে, একান্ত প্রিয়ে ভুল না।
অন্তরে অন্তর করা, এ কথা তুল না॥
অধীনে সময় গুণে, না ভুলিবে নিজ গুণে,
মনে রেখো এ নির্গুণে, বিগুণ কভু ছিল না॥ (৬৫০)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মনঃ ক্ষেত্রে প্রেম বীজ, প্রয়াসে করি রোপণ।
অঙ্কুর নাহি হইতে, কলঙ্ক তাপে দাহন॥
যত্নেরে সেচনী করি, আশা রূপ রজ্জু ধরি,
সিঞ্চিয়ে উৎসাহ বারি, নিধনে না নিবারণ॥ (৬৫১)

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভালবাসা ধিক ধিক, কভু ভাল নয় নয়।
অধিক ভাল বাসিলে, ততো দুঃখ হয় হয়॥
প্রেম করা সেই ধিক, তাহে মজে তারে ধিক,
যাতনা অধিক ধিক, নাহি তাহে সংশয়॥ (৬৫২)

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল ধিমাতেতালা।

সে জনে কেমনে মনে, কি মনে ভুলিতে পারি।
নিরবধি আছে যেই, হৃদয়ে আবাস করি॥
প্রাণের প্রাণ মনের মন, সে নয়নের নয়ন,
মম প্রিয় প্রাণ ধন, যে এঁ দেহ অধিকারি॥ (৬৫৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তিলেক না হেরে যারে, প্রাণ হয় সংশয়।
তাহার চির বিরহে, কেমনে এ প্রাণ রয়॥
প্রেম করেছিল মনে, সুখ হবে দিনে দিনে,
সাধে বিষাদ এক্ষণে, ঘটিতেছে সমুদয়॥ (৬৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সাধে কি ত্যায় সাধি সখি, মম মন নাহি মানে।
সে যাহাতে দুঃখ পায়, আমি তাহা পাই মনে॥
কভু যদি মান করি, পরে না রাখিতে পারি,
তাহার জন্যে পাসরি, ক্রোধ কিম্বা অভিমানে॥ (৬৫৫)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

কত গুণ জানে, তব বিধু বয়ান।
ভাবনা করিয়ে মনে, না পাইলাম সন্ধান॥
নেত্র গুণে আকর্ষিত, কটাক্ষে হরয়ে চিত,
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত, বধিতে প্রেমিক প্রাণ॥ (৬৫৬)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

এমন কেন মন, হইল আমার প্রাণ।
দিবা নিশি করে কেবল, তব রূপ ধ্যান॥
অদর্শনে উচাটন, নাহি মানে মম মন,
অন্তরে থাকি যখন, তখন হই হত জ্ঞান॥ (৬৫৭)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কত ভালবাসি তারে, বলে কি তা জানাইব।
মনের দুঃখ মন জানে, অপরে কারে কহিব॥
সে যদি তা মনে ভাবে, তবে কেন দুঃখ রবে,
এখন তার অভাবে, আর কত প্রাণে সব॥ (৬৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন যে কেমন করে, তাহারি কারণ।
বুঝিতে না পারি সখি, কেন থাকি উচাটন॥
হেরিয়ে তাহার মুখ, মনে হয় কত সুখ,
বিচ্ছেদে অতীব দুঃখ, সংশয় হয় জীবন॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার ও রূপ প্রিয়ে, সদা ভাবি মনে।
কোন মতে নহে স্থির, তোমারি কারণে॥
সুষুপ্তির রীত কয়, মনে কিছু নাহি রয়,
তার বিপরীত হয়, দেখিয়ে স্বপনে॥ (৬৬০)

রাগিণী ঝিঁঝিটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অন্তরে ভাল বাসিলে, কিছু কি হয় কথায়।
লোকের গঞ্জনায় কভু, প্রেম নাহি ক্ষয় পায়॥
প্রেম খণ্ডনের কথা, সে কেবল বলা বৃথা,
উভয়েরি মন যথা, সে প্রেম কি কভু যায়॥ (৬৬১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মান করা সেই ভাল, পরে রাখে মান।
সে যদি না মানে মানে, হয় মানে অপমান॥
এরূপ কর সন্ধান, মানের রহে সম্মান,
মানে গেলে পুনঃ মান, আর না পাইবে মান॥ (৬৬২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গুরু গঞ্জনা ভয় না থাকিলে, পিরিতি হইত ভালো।
অভয় না হলে প্রেমে, সুখী কেবা হয় বলো॥
পূর্ণ শশী রাহু হেরে, সকম্পিত কলেবরে,
স্থির না থাকে অন্তরে, তদ্রূপ আমার হলো॥ (৬৬৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কি হইল আমায়, প্রেম করে তব সনে।
না হেরিয়ে বিধুমুখি, দুঃখ অতি হয় প্রাণে॥
যখন আমি থাকি দূরে, প্রাণ যে কেমন করে,
স্থির না হয় অন্তরে, তব ভাব ভাবি মনে॥ (৬৬৪)

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম কর তার সনে, সে যদি প্রেমিক হয়।
যার নাহি প্রেম জ্ঞান, সে প্রেমে কি ফলোদয়॥
যে জন রসিক হবে, বুঝিয়ে প্রেম করিবে,
তবে প্রেমে সুখ পাবে, ইহাতে নাহি সংশয়॥ (৬৬৫)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

এ কি হইল আমায়, বিধুমুখি প্রাণ ধন।
না হেরিলে তোরে প্রিয়ে, সংশয় হয় জীবন॥
অদর্শন সুখ নয়, দুঃখের তাহে উদয়,
অন্যে কিবা স্থির রয়, কেবল তোমারে মন॥ (৬৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রিয়জন কর তায়, যদি হয় প্রয়োজন।
যে প্রিয় না প্রিয় ভাবে, সে প্রিয় কি প্রিয়জন॥
ভাল হয় প্রিয়জন, যদি সাধে প্রয়োজন,
নতুবা কি প্রয়োজন, করা তারে প্রিয়জন॥ (৬৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহে না রহে প্রাণ, প্রাণে মরি হায় হায়।
নিরাশা করিয়া গেল, অভিলাষে সে আমায়॥
আমি যত ভাবি তারে, সে কভু না মনে করে,
যন্ত্রণা কহিব কারে, হইলাম নিরুপায়॥ (৬৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রথম মিলন যবে, হয় পরস্পর।
বারণ না মানে কভু, মনে নিরন্তর॥
দুজনার সম মন, যখন হয় মিলন,
উভয়ে সম যতন, দ্বিভাব নহে অন্তর॥ (৬৬৯)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রণয়ে নাহিক হয়, কভু অপমান।
রসিক হইলে না যায়, পিরিতেরি মান॥
পরিচ্ছেদ যেই জানে, সে ভাব রাখে সমানে,
অরসিকে কিবা জানে, মান স্থাপন সন্ধান॥ (৬৭০)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্তেতালা।

ভালবাসায় এই হয়, কদাচ না রহে সুখ।
ক্ষণেক বিচ্ছেদ হলে, প্রাণে হয় মহাদুঃখ॥
সতত দেখিয়ে যাকে, মন প্রাণ সুখে থাকে,
অন্তর জ্বলিত শোকে, অদর্শনে তার মুখ॥ (৬৭১)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

তুমি প্রাণ, ভালবাসার ধন।
তোমা বিনে অন্যে কভু, নহে প্রয়োজন॥
মন দেখাবার হতো, তা হলে দেখান যেতো,
তুমি কি জানিবে তাতো, জানে আমার মন॥ (৬৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসিবে যে যেমন।
ততোধিক প্রিয় ভাবে, করিব যতন॥
থাকিলে তার যতন, নাহি হবে অন্য মন,
না যাবে প্রেম কখন, রহিবে তেমন॥ (৬৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসে, প্রাণ যত ক্ষণ।
নাহি থাকে অন্য জ্ঞান, অন্য আলাপন॥
না থাকে গঞ্জনা ভয়, লোক লাজ নাহি রয়,
মন যার প্রতি হয়, না মানে বারণ॥ (৬৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার মন, হয় উচাটন।
বুঝিতে নাহিক পারি, হইল কেন এমন॥
সতত চঞ্চল হয়, মন না সুস্থির রয়,
দুঃখেরি হয় উদয়, না জানি কারণ॥ (৬৭৫)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভালবাসিলে মন, স্থির নাহি রয়।
ধৈর্য্য নাহি মানে কভু, সতত ব্যাকুল হয়॥
দেখিলে তার বদন, সুস্থির থাকয়ে মন,
হইলে সে অদর্শন, দুঃখেরি হয় উদয়॥ (৬৭৬)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রিয়ে কি বলে, বুঝান যায় মন।
তব লাগি হৃদয়, করে যে কেমন॥
মন ভাব কে কখন, জানিবে করি যতন,
অন্ধকার পর মন, দৃশ্য নহে কদাচন॥ (৬৭৭)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

এবে বুঝিলাম প্রাণ, তব স্বভাব যেমন।
মনের যে সাধ ছিল, নাহি হইল তেমন॥
দেখে তব ব্যবহার, প্রাণে প্রাণ নাহি আর,
আশা হলো ছার খার, কে জানে হবে এমন॥ (৬৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অনুগত জনে কেন প্রাণ, এত অভিমান।
বধিলে বধিতে পার, অনুচিত করা মান॥
মম প্রাণ কি হৃদয়, প্রাণ তব সমুদয়,
ইথে যা উচিত হয়, কর প্রিয়ে সে বিধান॥
কি দোষেতে বিড়ম্বনা, করিতেছ এ লাঞ্ছনা,
দিতেছ প্রাণে যন্ত্রণা, অন্যে বুঝি আছে টান॥ (৬৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আশাতে রহিয়ে, আশা পূর্ণ না হইল।
আসিব বলিয়ে গিয়ে, পুন না আইল॥

সতত মম অন্তরে, তার আসা ধ্যান করে,
সে না দেখা দিল পরে, আশা নিরাশা করিল ॥ (৬৮০)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

যতন করিয়ে তার, নাহি পাইলাম মন।
কি দোষে করিয়ে দোষী, পরিহরিল এখন ॥
প্রাণের অধিক করে, ভালবাসিতাম তারে,
সে যাবে এমন করে, না জানি কখন ॥ (৬৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কেমন হলো মন, তারে না হেরিলে মরি।
বুঝালে না বুঝে মন, বল এখন কিসে তরি ॥
পর হেতু অকারণ, মনে ভাবি ভাবি কেন,
বারণ না মানে মন, নিবারণ কিসে করি ॥ (৬৮২)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

যে করে যেমন, তারে কর তেমন।
প্রণয় রক্ষণ প্রিয়ে, এই ত লক্ষণ ॥
শঠের সহ শঠতা, সরলেতে সরলতা,
সরলেতে কুটিলতা, পদ্ধতি নহে এমন ॥ (৬৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি হইল আমারে, ওরে আমার প্রাণ।
সতত অস্থির থাকি, হয়ে ম্রিয়মাণ ॥
যখন হেরি তোমারে, ভাসি আনন্দ সাগরে,
না দেখে দুঃখ অন্তরে, জগৎ শূন্য হয় জ্ঞান ॥ (৬৮৪)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেমের প্রেমিক যেমন, জানা গেল রে এখন।
ভাবুক তুমি প্রাণ নাহি, হও কদাচন ॥

প্রেম কিসে হয় রয়, কিসে বৃদ্ধি কিসে লয়,
তাহা না জান নিশ্চয়, বুঝেছি লক্ষণ ॥ (৬৮৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমায় না হেরিলে প্রাণ, কেমন যে করে প্রাণ।
মন কেন এমন হয়, ভেবে না পাই সন্ধান ॥
কি ক্ষণেতে দেখা দিলে, মন প্রাণ হরে নিলে,
না হেরি হৃদয় জ্বলে, হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ ॥ (৬৮৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সেই মান মান ভাল, যাতে না সাধিতে হয়।
মান করে সাধিলে পুনঃ, মানে হয় মান ক্ষয় ॥
মান করে রহে মান, এরূপ করিবে মান,
মানায় যেন তব মান, তবে মানে মান রয় ॥ (৬৮৭)

রাগিণী পিলু। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ যারে ভালবাসে, দোষেতে তার কি করে।
সতত অস্থির প্রাণ, না হেরিয়া হয় যারে ॥
নীচ কিম্বা উচ্চ জাতি, কুৎসিত কি রূপবতী,
মন হয় যার প্রতি, এ সব নাহি বিচারে ॥ (৬৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনের মিলন হলে, বিচ্ছেদ নাহিক হবে।
অবিচ্ছেদে মন সুখে, প্রেম সমভাবে রবে ॥
এরূপ হলে বিধান, প্রেম হয় সম প্রাণ,
উভয়ের সমাধান, দেহান্ত ঘটিবে যবে ॥ (৬৮৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসায় সুখ হয়, উভয়ে ভাল বাসিলে।
নচেৎ বিফল হয়, এরূপ প্রেম ঘটিলে ॥

ভালবাসার এই রীত, উভয়ের সম চিত,
যদি ঘটে বিপরীত, ভালবেসে প্রাণ জ্বলে ॥ (৬৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

লোকের লাঞ্ছনায় কভু, প্রেম নাহি ন্যূন হয়।
থাকিলে তোমারি মন, পরে নাহি কোন ভয় ॥
যত দিন তব মন, না যাবে প্রেম কখন,
রবে সমান মিলন, ইহাতে নাহি সংশয় ॥ (৬৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে প্রেমে কি দুঃখ হয়, উভয় সমান মনে।
শিথিলতা ঘটে প্রেমে, পরস্পর অযতনে ॥
উভয়ে সম প্রণয়, বৃদ্ধি করে সুখোদয়,
এ প্রেম না হয় ক্ষয়, সদা রহে মনে মনে ॥ (৬৯২)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তব দরশনে প্রাণ, মনো দুঃখ গেল গেলো।
দুঃখ গিয়ে সুখ মম, ততোধিক হলো হলো ॥
অদ্য সুপ্রভাত প্রাণ, দুঃখে পাইলাম ত্রাণ,
ইহার অধিক জ্ঞান, কিবা আছে বল বল ॥ (৬৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমার প্রেম লাগিয়ে, সহিতেছি এ যাতনা।
প্রেমে যদি না মজিতাম, কে সহিত এ গঞ্জনা ॥
দেখ ভালবাসার দুঃখ, না থাকে মনের সুখ,
ক্ষণে ক্ষণে ম্লান মুখ, সহিতে হয় লাঞ্ছনা ॥ (৬৯৪)

রাগিণী পিলু। তাল জলদ্‌তেতালা।

সুখেরি কারণে প্রেম, করে দুঃখ কেন হয়।
অধিক যাতনা কভু, অবলার কি প্রাণে সয় ॥

এ সকল তারে বলো, যার লাগি এই হলো,
কুল মান সব গেলো, বুঝি প্রাণ নাহি রয়॥ (৬৯৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দোষী কর কেন প্রাণ, আমারে পর বচনে।
কুলোকে অনেক বলে, মম প্রণয় খণ্ডনে॥
অন্তরে সকল জেনো, কথা কার নাহি মেনো,
আমারে ভাষাবে হেন, অনেকেরই ইচ্ছা মনে॥ (৬৯৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবুক জনের ভাবে, অভাব নহে সম্ভব।
ভাবের ভাবি দুঃখ দিলে, সে না করে অনুভব॥
ভাবিয়ে তোমার ভাব, ভাবনা হলো স্বভাব,
অনুভবে বুঝি ভাব, তব ভাব পর ভাব॥ (৬৯৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তব সনে প্রেম করে, হতে হলো জ্বালাতন।
স্বপনে কে জানে প্রেম, করিলে হয় এমন॥
পূর্ব্বাপর না জানিয়ে, পিরীতে প্রবৃত্ত হয়ে,
অবিরত দুঃখ সয়ে, কিরূপে রাখি জীবন॥ (৬৯৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নাহি জানি এত দুঃখ, প্রেম করিলে গোপনে।
প্রকাশ না হয় ক্লেশ, প্রাণ শেষ দিনে দিনে॥
গৃহে গুরুজন ভয়, লোকে লাজ ভয় রয়,
পাছে প্রেম রাষ্ট হয়, সদা এই ভাবি মনে॥ (৬৯৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আপন ভাবিয়ে তারে, যতন করিলাম কত।
সে যে আমায় ভাবে পর, পরে হলাম অবগত॥

আপন জানিয়ে পরে, মন দিয়েছিলাম পরে,
শুনিলাম পরস্পরে, তাহার যেমন মত ॥ (৭০০)

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

নয়নে না হেরিলে প্রেম, না হয় উদয়।
সেই প্রেম থাকে যারে, হেরিয়ে অন্তরে রয় ॥
আগে আঁখি পরে মন, প্রেমের এই নিরূপণ,
এরূপ যার ঘটন, সেই প্রণয় অক্ষয় ॥ (৭০১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মনো ভঙ্গ হলে পরে, প্রেম কভু নাহি রহে।
যতনে সাধিলে পুনঃ, দ্বিগুণ অন্তর দহে ॥
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হলে ঘটন, প্রণয় সুস্থির নহে ॥ (৭০২)

রাগিণী সোহিনী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ হারা হয়েছি প্রাণে, না হেরিয়া প্রাণ।
প্রাণে দেখা দিয়ে প্রাণে, বাঁচাও মম প্রাণ ॥
প্রাণের নিকটে প্রাণ, প্রাণ অনুগত প্রাণ,
হরণ করিয়ে প্রাণ, অদর্শন কেন প্রাণ ॥ (৭০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সতত চঞ্চল চিত, নয়ন ভাসিছে নীরে।
তোমা বিনে যত দুঃখ, কত কহিব তোমারে ॥
যদি দুঃখ ভাবিতাম, কেন প্রেম করিতাম,
না বুঝিয়া মজিলাম, বল কি উপায় পরে ॥ (৭০৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ্‌ কেন মলিন মুখ, হেরিতেছি বিধুমুখি।
ডুবিল দুঃখ সলিলে, প্রফুল্ল পঙ্কজ আঁখি ॥

অনুগত জনে প্রাণ, পরিহর অভিমান,
তা নহিলে মম প্রাণ, নিরন্তর থাকে দুঃখী ॥ (৭০৫)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

সদা তোমায় ভালবাসি, প্রাণের অধিক।
না জানিয়া দুঃখ দেহ, হইয়া রসিক ॥
নয়নে অনেক দেখি, অন্তরে তোমারে রাখি,
তুমি হে না দেখ দেখি, আমার কপালে ধিক্ ॥ (৭০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নয়নে সকলি ঘটে, মনের ঘটনা হলে।
কখন না হয় প্রেম, উভয় যোগ নহিলে ॥
যথা বাদ্য এক করে, কেহ না করিতে পারে,
একতা হইলে করে, সেই রূপ প্রেম স্থলে ॥ (৭০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমি ভালবাসি তারে, সে না আমায় ভালবাসে।
কত দিন আর আমি, রহিব তাহার আশে ॥
সে যদি ভালবাসিত, আসি আমায় দেখা দিত,
দুঃখ পাই সমুচিত, কঠিনের অভিলাষে ॥ (৭০৮)

রাগিণী বেহাগ। তাল খিমাতেতালা।

ভালবাসায় যত সুখ, অধিক হয় ভাবনা।
নিকটে রহিলে তার, আনন্দে রহি মগনা ॥
হইলে সে অদর্শন, স্থির নাহি হয় মন,
ভেবে মরি সর্ব্ব ক্ষণ, সতত কত যন্ত্রণা ॥ (৭০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উভয়ে দেখিলে পরে, উভয়েরি মন।
জানা যেতো ওরে প্রাণ, ভালবাসে কে কেমন ॥

দৃশ্য নহে এ অন্তর, অন্ধকার পরস্পর,
কার প্রেম শ্রেষ্ঠতর, জানিলে কি হয় এমন ॥ (৭১০)

রাগিণী বেহাগ। তাল বিমাতেতালা।

যাতনা পাইব কেন, স্ববশ হইলে মন।
না রহে আমার বশ, তারি বশ সর্ব্বক্ষণ ॥
যদি মন রহে বশে, ধৈর্য্য ধরি অনায়াশে,
কিন্তু মন তার আশে, সদা থাকে উচাটন ॥ (৭১১)

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্তেতালা।

যদি নাহি ভালবাস, কেন কর প্রবঞ্চনা।
মন না থাকিলে পরে, কহিবে নিজ বাসনা ॥
বচনে অমৃতময়, কিন্তু গরল হৃদয়,
এ প্রেমে কি ফলোদয়, উভয়ে সম যন্ত্রণা ॥ (৭১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভাবুক যে জন সখি, তারে কথাতে তুষিবে।
বিনা মিষ্ট প্রেম ভাষে, কেমনে বশে আনিবে ॥
যে জন তোমার তরে, অস্থির থাকে অন্তরে,
তঞ্চকতা কর তারে, প্রণয় শিক্ষা অভাবে ॥ (৭১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসা অতি দায়, সুখ কভু নাহি রয়।
মনঃ ক্লেশ মান ক্ষয়, দুনাম করা সঞ্চয় ॥
যবে হয় নিরুপায়, প্রেম হয় প্রেম দায়,
অবশেষে প্রাণ যায়, লোক লাজ অতিশয় ॥ (৭১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অন্তরে অন্তরে প্রিয়ে, সুখী হইব কেমনে।
তাপিতে শাকুল মন, না হইরে অদর্শনে ॥

মধুর তব বচন, শ্রবণে তৃপ্ত শ্রবণ,
অদর্শনে সুদর্শন, ফল নাহি ফলে মনে ॥ (৭১৫)

রাগিণী বাকশ্রী। তাল জলদতেতালা।

যে জন তোমার লাগি, সতত অস্থির থাকে।
একান্ত না থাকে মন, আশাতে রাখিবে তাকে ॥
ভাল যদি নাহি বাস, উচিত নহে নিরাশ,
মিষ্টভাষে দিয়ে আশ, ফেলো না তারে বিপাকে ॥ (৭১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলোকেরে অতি ভয়, প্রেমিক সর্ব্বদা করে।
কি জানি কি উপদ্রব, সঞ্চারিবে পরস্পরে ॥
নারদে দেখি যেমন, চিন্তিত দেবতাগণ,
কি কথাতে কি ঘটন, সদা ভাবিত অন্তরে ॥ (৭১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পিরিতের তিন মর্ম্ম, যাহার নহে আরাধ্য।
তার সনে প্রেম করা, অত্যন্ত হয় অসাধ্য ॥
প্রণয় কেমনে হয়, কিসে রয় কিসে ক্ষয়,
তারি প্রেমে সুখোদয়, অন্যের না হবে বাধ্য ॥ (৭১৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি দুঃখে হয়েছ দুঃখী, প্রাণ প্রিয়ে বল বল।
অধোমুখে বিধুমুখি, দেখি আঁখি ছল ছল ॥
অতি মলিন বদন, কেন বল হে এমন,
হীন দুঃখিত বচন, ক্রোধে দেখি টল টল ॥ (৭১৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তাহার ভাব দেখিয়ে, ভালবাসিব কেমনে।
না বুঝিয়ে মন দিলে, দুঃখ হবে দিনে দিনে ॥

বুঝেছি অন্তর তার, ততোধিক ব্যবহার,
প্রেম রাখা অতি ভার, আমার হলো এক্ষণে ॥ (৭২০)

রাগিণী বাক্‌শ্রী। তাল জলদ্‌ তেতালা।

যত দিন তব মন, রবে প্রেম নাহি যাবে।
যেমন ভালবাসিবে, সেই রূপ সুখ পাবে ॥
না করিবে পর জ্ঞান, স্নেহ রাখিবে সমান,
রবে সুখ পরিমাণ, পরস্পর প্রেমভাবে ॥ (৭২১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আগে নাহি জানিতাম, যতনে হবে যাতনা।
জানিলে উপায় তার, অবশ্য হতো রচনা ॥
অজ্ঞাতে প্রণয় করে, দুঃখ পাইলাম পরে,
কি দোষ দিব তোমারে, এ বিধি বিধি ঘটনা ॥ (৭২২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসার অন্য মত, করা তব অনুচিত।
অনুগতে বিড়ম্বনা, এ কি প্রাণ বিপরীত ॥
আপন প্রণয়ী জ্ঞানে, নিতান্ত জান অধীনে,
তারে কর্কশ বচনে, তিরস্কৃত এ কি রীত ॥ (৭২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমিক যেমন তুমি, প্রকাশ হইল প্রাণ।
ব্যবহার দেখি তব, হইয়াছি হত জ্ঞান ॥
তোমার যেমন রীত, এবে হল পরিচিত,
কোথা পাইলে এ চিত, কঠিন যেন পাষাণ ॥ (৮২৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রণয়ে সংশয় প্রাণ, হইতেছে এ কেমন।
প্রেম রীত বিপরীত, বুঝিতেছ কি এখন ॥

প্রেম ঘটনা সময়ে, বুঝিলে না কেন প্রিয়ে,
এত দিনে কি লাগিয়ে, দ্বিধা হইল ঘটন ॥ (৭২৫)

রাগিণী বাক্‌শ্রী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ত্যজিয়ে তোমারে প্রাণ, কেমনে রহিবে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিচ্ছেদ হলে, হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ ॥
জীবন বিহীন মীন, যথা ব্যাকুলিত দীন,
তদ্রূপ গতি বিহীন, তোমা ভিন্ন নাহি ত্রাণ ॥ (৭২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অতিশয় দুঃখ হয়, অধিক ভাল বাসিলে।
ব্যথা কভু নাহি পাবে, বুঝিয়ে প্রেম করিলে ॥
তার মন আগে লবে, পরে নিজ মন দিবে,
নতুবা যন্ত্রণা পাবে, ভাসিবে দুঃখ সলিলে ॥ (৭২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মানে অপমান হলো, তারে অভিমান করে।
এ মান রাখিতে গেল, সম্মান সম্ভ্রম দূরে ॥
মানে হবে অপমান, জানিলে কি করি মান,
নাহি দুঃখ পরিমাণ, বিপরীত মানভরে ॥ (৭২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আসিব আশায় রেখে, কোথা গেল ব্যথা দিয়ে।
সে কার আশা পুরাল, আমি আশা পথ চেয়ে ॥
এখন তাহার আশা, আশায় অতি দুরাশা,
ঘৃণিত প্রণয় আশা, দুঃখ ঘটিল আশয়ে ॥ (৭২৯)

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম কর তার সনে, যে জন রসিক হয়।
অরসিকে কি জানিবে, প্রেম স্থায়ী কিসে রয় ॥

যে না জানে প্রেম রীতি, তার প্রেমে দুঃখ অতি,
অপ্রেমিক প্রেমে রতি, কভু নাহি সুখোদয় ॥ (৭৩০)

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রণয়ে না হয় সুখ, বিবাদী হলে কুজনে।
যেমন কুগ্রহ শনি, নর নিগ্রহ কারণে ॥
শনির হলে ঈক্ষণ, করয়ে সুখ ছেদন,
তদ্রূপ কুজনগণ, বাসনা প্রেম খণ্ডনে ॥ (৭৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলোকের কুমন্ত্রণায়, বিচ্ছেদ নাহিক হয়।
তথাপি সুস্থির মন, কদাচিত নাহি রয় ॥
নয়নে কীট পতনে, যদ্রূপ বেদনা মনে,
তদ্রূপ প্রেম কুজনে, ত্রাসিত মনে সংশয় ॥ (৭৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করে অবশেষে, এ দশা হল আমারে।
কুল শীল গেল কিন্তু, নাহি পাইলাম তারে ॥
যে সাধ মানসে ছিল, সে সাধ মনে মিটিল,
বিধি কি বাদ সাধিল, ভাবে ভাবান্তর করে ॥ (৭৩৩)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

তোমার লাগিয়ে প্রাণ, হইতেছে অপমান।
সতত গঞ্জনানলে, দহিছে আমার প্রাণ ॥
কুলোকে লাঞ্ছনা ভয়, সতত অন্তরে রয়,
ইহাতে যে প্রাণ রয়, লাজ ভয়ে হত জ্ঞান ॥ (৭৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পর কথায় কোথায়, প্রেম কি যায় কখন।
তুমি যদি ভাল বাস, বিচ্ছেদ নহে ঘটন ॥

আমারে করিতে পর, সদা চেষ্টা করে পর,
তুমি বুঝিলে অন্তর, কি করে পর বচন ॥ (৭৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ মন তোমারি মন, ভেব না হে অন্য মন।
রবে সমভাবে মন, রাখিবে তুমি যেমন ॥
তোমার স্নেহ বিশেষে, বল প্রেম যাবে কিসে,
তুমি যদি ত্যজ শেষে, বিচ্ছেদ হবে ঘটন ॥ (৭৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রণয়ে যন্ত্রণা হয়, আগে যদি জানিতাম।
তবে কি পিরিতে মজে, চিন্তা হয় অবিশ্রাম ॥
মনে ছিল হবে সুখ, তা না হয়ে হলো দুঃখ
এখন মলিন মুখ, কর্ম্ম দোষে মজিলাম ॥ (৭৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি না বুঝিলে মন, দুঃখ দিলে আমারে।
দেখাবার হলে মন, দেখাইতাম তোমারে ॥
উভয়ে না হলে মন, যাতনা হয় ঘটন,
না হয় সুখ মিলন, একক যতন করে ॥ (৭৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আগে না বলিলে কেন, প্রেমের রীতি এমন।
ভাসায়ে বিচ্ছেদার্ণবে, শেষে বল কি কারণ ॥
প্রেম ঘটনারি কালে, প্রেম রীতি না কহিলে,
ভাসালে অকূল কূলে, এ কি তব আচরণ ॥ (৭৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যারে ভাবি নিজ বলে, সে না হইল আমার।
ভাল যে নহে কপাল, কিবা দোষ দিব তার ॥

সে যদি জানিত চিত, তবে কি অন্য ভাবিত,
ফল তার সমুচিত, হইল যা হইবার ॥ (৭৪০)

রাগিণী বাক্শ্রী। তাল জলদ্তেতালা।

সে যদি নহে তোমার, তুমি কেন হবে তার।
পর হইলে পরের, সেই প্রেম রাখা ভার ॥
তারে কভু না ভাবিবে, অন্তরে সব সহিবে,
বরং তাহে দুঃখ হবে, তবু না ভাবিবে আর ॥ (৭৪১)

রাগিণী স্থরট। তাল জলদ্তেতালা।

অন্তরেরি ভাল বাসা, থাকে সদা ভাল বাসা।
নয়নের ভাল বাসা, কেবল সলিলে ভাসা ॥
নয়নে তায় না হেরিলে, নয়ন তায় যায় ভুলে,
অন্তরে তারে রাখিলে, থাকে না দর্শন আশা ॥ (৭৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমে হয় এত দুঃখ, নাহি জানিতাম আগে।
ভবিষ্যৎ বুঝিলে সখি, মজি কি তার অনুরাগে ॥
ধন মান সব ক্ষয়, অন্তরে না সুখ রয়,
সর্ব্বদা বিচ্ছেদোদয়, প্রাণ যায় এ দুর্যোগে ॥ (৭৪৩)

রাগিণী সোহিনী। তাল বিনাতেতালা।

সদা যারে নাহি হেরে, প্রাণ অস্থির রয়।
পলকে প্রলয় বোধ, একান্ত অন্তরে হয় ॥
তার অদর্শন শর, শীর্ণ করে কলেবর,
জীবন রাখা দুষ্কর, বুঝি শেষে প্রাণ ক্ষয় ॥ (৭৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অতি ক্লেশ বিনা প্রেম, নাহি হয় কদাচন।
সেই ভাব থাকে যার, দুঃখেতে হয় ঘটন ॥

আগে না পাইলে দুঃখ, কেহ নাহি পায় সুখ,
সুখের প্রেমে বিমুখ, অবশ্য হয় ঘটন ॥ (৭৪৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ ভালবাসি বলে, সকলে লাঞ্ছনা করে।
লাঞ্ছনায় গেল সুখ, সতত দুঃখ অন্তরে ॥
উপায় কারি ঘটনা, সতত দেয় গঞ্জনা,
ছলেতে করে তাড়না, তব লাগি ঘরে পরে ॥ (৭৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত দিন রবে প্রেম, বল হে এমন করে।
যেমন ছিল তব মন, তেমন নাহি আমারে ॥
করিতে যত যতন, এখন নাহি তেমন,
প্রতিদিন অযতন, বুঝিতেছি ব্যবহারে ॥ (৭৪৭)

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুঙ্গরি।

আঁখি হয় প্রধান, প্রেম ঘটনা কারণ।
পিরিতি কি কভু হয়, না থাকিলে নয়ন ॥
নয়ন যদি না রয়, মিলন কি রূপে হয়,
দর্পণে কি ফলোদয়, চক্ষু হীন যেই জন ॥ (৭৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবেসে তোমারে, অস্থির থাকি অন্তরে।
বলে কি জানাব প্রাণ, প্রাণ যে কেমন করে ॥
করেছি প্রাণ পিরিতি, না জানিয়া প্রেম রীতি,
ভালবাসার এই কি নীতি, সদা আঁখি ঝোরে ॥ (৭৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ দুঃখ মম প্রাণ, না বুঝিলে এমন।
বলে কি বুঝান যায়, মন করে কেমন ॥

ভালবাসি প্রিয়ে কত, কেমনে জানাব তত,
তুমি ভাব অন্যমত, নিজ মন যেমন ॥ (৭৫০)

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুঙ্গরী।

নারী নহে সরল, কদাচন।
ক্ষণেকে মন হয়, ক্ষণেকে যায় মন ॥
অমৃত সম কথাতে, বিষ সম বাসনাতে,
মিথ্যা পারে বুঝাইতে, সত্য সম কথন ॥ (৭৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আন্তরিক প্রেম হলে, সুস্থির না রহে মন।
ভালবাসা মহাদায়, সদা করে উচাটন ॥
মন যে করে কেমন, বুঝালে না বোঝে মন,
নাহি হয় নিবারণ, বিনা তার দরশন ॥ (৭৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমা বিনা ওরে প্রাণ, অন্যে নাহি হয় মন।
শয়নে স্বপনে দেখি, তব ও বিধু বদন ॥
কত ভালবাসি আমি, তাহা নাহি জান তুমি,
বৃথা হয়ে পরগামী, কেন কর জ্বালাতন ॥ (৭৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম ঘটনার কালে, জান না কি বলেছিলে।
অন্যথা দেখি এখন, পূর্ব্ব ভাব এই কালে ॥
হব না কারো কখন, বলেছিলে যে তখন,
এখন নাহি সে মন, কেমনে বিস্মৃত হলে ॥ (৭৫৪)

রাগিণী কালেঙ্গড়া। তাল একতালা।

একক যতনে কভু, মনেতে না সুখ হয়।
মন ঐক্য না হইলে, প্রণয়ে কি সুখোদয় ॥

উভয়ের উভয় ধ্যান, নাহি করে ভেদ জ্ঞান,
এমন হইলে প্রাণ, সেই প্রেম সুখাশ্রয়॥ (৭৫৫)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

জ্বলন্ত অনল সম, উগ্র কেন কর মন।
ছিলে যথা যাও তথা, কর বৃথা আকিঞ্চন॥
মম সুখে সুখী হতে, তবে কি হে দুঃখ দিতে,
এখন এলে তুষিতে, কহিয়ে মিষ্ট বচন॥ (৭৫৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ছিল হে যেমন মন, এখন নাহি তেমন।
ভাব দেখি বুঝিলাম, হয়েছে বিভিন্ন মন॥
আপনি দোষী হইলে, মম দোষ কেন দিলে,
দোষ ঢাক কথা বলে, উচিত নহে এমন॥ (৭৫৭)

রাগিণা ঐ। তাল ঐ।

রোষ পরিহর প্রিয়ে, সকলি দোষ আমার।
যথা অভিলাষ কর, নিতান্ত আমি তোমার॥
ক্ষম মম অপরাধ, পূর্ণ কর মন সাধ,
কেন প্রেমে করে বাধ, কলঙ্ক কর সঞ্চার॥ (৭৫৮)

রাগিণী ছায়ানট। তাল তেয়ট।

প্রাণ যে কেমন করে, না হেরিয়া তারে।
তারো অদর্শনে, স্থিরতা না হয় মনে,
নিবারণ নাহি মানে, সদা আঁখি ঝোরে॥ (৭৫৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসিলে অধিক, না থাকে মন সুখ।
সে যখন থাকে দূরে, স্থির না হয় অন্তরে,
মন প্রাণ ভাবে তারে, বাড়ে অতি দুঃখ॥ (৭৬০)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

তব প্রেমে অবশেষে, এই আমার হইল।
ভালবেসে ওরে প্রাণ, অধিক দুঃখ ঘটিল॥
শুন শুন ও সুন্দরি, বল এখন কি করি,
উপায় করিতে নারি, দেশে কলঙ্ক রটিল॥ (৭৬১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কত ভালবাসি আমি, প্রাণ তুমি না বুঝিলে।
না জানিয়ে অধীনেরে, এত দুঃখ কেন দিলে॥
আমি নিতান্ত তোমার, কভু না হইব কার,
মম সদ্ব্যবহার, তুমি তাহা না জানিলে॥ (৭৬২)

রাগিণী পরজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রিয়ে তব অদর্শনে, পাইতেছি দুঃখ মনে।
এ প্রাণ থাকিতে কভু, না থাকিব তোমা বিনে॥
দৈবে হইলে অন্তর, বিরহে দহে অন্তর,
উত্তাপিত নিরন্তর, প্রাণ তোমারি কারণে॥ (৭৬৩)

রাগিণী লুম। তাল ছেপ্‌কা।

নারীর মন বোঝা, অতি ভার।
কখন হয় কার, হয় মন যায় কবে নির্ণয় নাহিক তার॥
ভালবাসে যবে যারে, প্রাণ দেয় তার তরে,
নীচ কিম্বা কদাকারে, না করে বিচার॥ (৭৬৪)

রাগিণী গড়শাড়ঙ্গ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করে যতনে, তোমারি সনে।
না রহিল গোপনে, এই দুঃখ মনে॥
সুখের নাহিক লেশ, সতত হইবে ক্লেশ, না জানি স্বপনে।

হেন প্রেম করিয়ে, আগে নাহি বুঝিয়ে, মজি অকারণে ॥
নিয়ত লাঞ্ছনা সয়ে, নিত্য এমন করিয়ে,
কত সব প্রাণে ॥ (৭৬৫)

রাগিণী গড়শাড়ঙ্গ। তাল ধিমাতেতালা।

আর দুঃখ নাহি সয়, তোমার আশায়।
যাতনা অধিকাধিক, বুঝি প্রাণ যায় ॥
মন প্রাণ সমর্পিয়ে, মণি হারা ফণী হয়ে, না দেখি উপায়।
আগে নাহি বুঝিলাম, কেন প্রাণ মজিলাম, ঠেকিলাম দায় ॥
তোমারি প্রেম কারণে, যত দুঃখ পাই মনে,
তাহা কব কায় ॥ (৭৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সে ভাব নাহি এখন ভালবাসিতে যেমন।
অভাব হইল প্রাণ, বল কি কারণ ॥
প্রেম যখন ঘটিল, তখন যেমন ছিল, না দেখি তেমন।
আগে নাহি জানি আমি, বঞ্চিত করিবে তুমি, দিতাম কি মন।
আর না দেখি সে রস, তুমি হলে পর বশ,
হয়ে নিদারুণ ॥ (৭৬৭)

রাগিণী কালেঙ্গরা। তাল একতালা।

কত দুঃখ পাই মনে, প্রাণ তব অদর্শনে।
বলে কি জানাব তাহা, মন জানে প্রাণ জানে ॥
তব কঠিন অন্তর, ভুলে থাক নিরন্তর,
তুমি ভাব ভাবান্তর, কিবা দোষে এ অধীনে ॥ (৭৬৮)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ তোমার বিরহে, হৃদয় কেমন করে।
বলে কি জানাব প্রিয়ে, যে দুঃখ পাই অন্তরে ॥

সতত এ অভিলাষ, তব সহ সহবাস,
এ বিনা কিবা প্রয়াস, যেও না হে স্থানান্তরে ॥ (৭৬৯)

রাগণী মুলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম করে তব সনে, আমার এই হইল।
লোক নিন্দা মনো দুঃখ, দেশে কলঙ্ক রটিল ॥
তুমি হলে দূরগামি, তিরস্কার সহি আমি,
তুমি নহ অন্তর্যামি, জান না কিবা ঘটিল ॥ (৭৭০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

না হেরি তোমারে প্রাণ, প্রাণ যে কেমন করে।
দিবা নিশি উচাটন, মন স্থির নহে ঘরে ॥
আঁখি অদর্শন হলে, অনল সমান জ্বলে,
নিবারণ নহে জলে, দুনয়নে জল ঝরে ॥ (৭৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অধৈর্য্য হয়েছি প্রাণে, নিবারণ নাহি মানে।
বুঝালে না বুঝে মন, প্রাণ তব অদর্শনে ॥
বিরহে জীবন দহে, কোন মতে সুস্থ নহে,
এত দুঃখে প্রাণ রহে, কিমাশ্চর্য্য ভাবি মনে ॥ (৭৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবেসে এ কি হলো, কিবা বলিব তোমারে।
লোকের গঞ্জনা ভয়, সহন ভার অন্তরে ॥
প্রেম ফল এই প্রাণ, গেল কুল শীল মান,
অপমান পরিমাণ, তুলনা কে দিতে পারে ॥ (৭৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিনা অপরাধে কেন, ক্রোধভরে হে সুন্দরি।
প্রাণান্তে না জানি অন্য, নিতান্ত আমি তোমারি ॥

কোন দোষে নহি দোষী, দুঃখিত কেন রূপসি,
মানান্ত করি প্রেয়সি, ক্ষান্ত হও ক্ষমা করি ॥ (৭৭৪)

রাগিণী মুলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

মার্জ্জনা করিয়া দোষ, ত্যজ রোষ ও মানিনি।
এতই কেন আক্রোশ, প্রাণে বধ শুভ গণি ॥
সকল করিতে পার, তবে কেন এবে ভার,
ইচ্ছা তব যে প্রকার, সেইরূপ কর ধনি ॥ (৭৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

না গেল দুর্জ্জয় মান, এতেক বিনতি করে।
অপমান কেন কর, প্রেয়সি হে বারে বারে ॥
পূর্ব্ব ভাব পূর্ব্ব মন, সংপ্রতি দেখি কেমন,
কি লাগি হলে এমন, সদা থাক মানভরে ॥ (৭৭৬)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

অকারণে দোষ দাও, কি লাগি বল আমারে।
বিনা দোষে মন ভারি, প্রেম করে কে বা করে ॥
নিজ দোষ ভুলে গেলে, অন্যে দোষ বাক্য ছলে,
কি হবে আর বলিলে, জেনেছি সব অন্তরে ॥ (৭৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পদে পদে অপরাধ, হয়েছে কত ঘটন।
রাখিতে বধিতে তুমি, আরো নাহি অন্য জন ॥
নিজ অনুগত জনে, বিড়ম্বনা কি কারণে.
শান্ত হও প্রাণ মনে, অধীনের এই মন ॥ (৭৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুধা-ক্ষরিত বচন, শুনি তব নিরন্তর।
নির্ণয় করিতে নারি, স্বভাব কি ভাবান্তর ॥

মুখ জিনি সুধাকর, দর্শনে শীতল কর,
গরলময় অন্তর, স্পর্শে দহে কলেবর ॥ (৭৭৯)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

তুমি যদি দেখিতে হে, আমার যেমন মন।
তবে কি নিষ্ঠুর কথা, কহিতে প্রাণ কখন ॥
কত ভালবাসি প্রিয়ে, তাত বুঝ না ভাবিয়ে,
জানাব আর কি লাগিয়ে, অরণ্যে করা রোদন ॥ (৭৮০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তব মন কি জানিব, বৃথা বল আমারে।
ভালবাস কি অস্নেহ, বোঝ না নিজ অন্তরে ॥
তুমি জান তব মনে, আমি জানিব কেমনে,
পর চিত্ত কেবা জানে, গতি যেন অন্ধকারে ॥ (৭৮১)

রাগিণী লুম। তাল আড়খেমটা।

আজ কেন মলিন দেখি, বিধু বদন।
শশি-মুখি অধোমুখি, কেন সরোদন ॥
সুধাবাক্য সুধামুখি, কর হে অন্তর সুখি,
কি লাগিয়ে হলে দুঃখি, কহ না কারণ ॥ (৭৮২)

রাগিণী লুম। তাল ছপকী।

কি আছে নারী মনেতে, কে পারে চিনিতে।
ভালবাসে কহে সবে, কপট বাণীতে ॥
কভু না মিলে নির্দয়, কারে কখন সদয়,
কখন কি মনে হয়, কে পারে জানিতে ॥ (৭৮৩)

রাগিণী লুম। তাল খেমটা

ও প্রাণ বিধুমুখি, তোরে না হেরে প্রাণ যায়।
অধীনে ত্যজিয়ে প্রিয়ে, ছিলে কও কোথায় ॥

তুমি অতি নিদারুণ, মন কঠিন দারুণ,
মম প্রতি অকরুণ, হলে কার কথায় ॥ (৭৮৪)

রাগিণী লুম। তাল খেমটা।

নারী চরিত্র কে পারে, বুঝিবারে অন্তরে।
নীচে রত অনুগত, উচ্চে না হেরে ॥
যখন যারে হয় ধ্যান, নাহি থাকে কোন জ্ঞান,
ত্যজে কুল শীল মান, প্রেম প্রেয়াস ভরে ॥ (৭৮৫)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

বিরহে সদা আকুল।
ধৈর্য্য নাহি মানে মন, অন্তর ব্যাকুল ॥
ভাবি না পাই সন্ধান, উচাটন কেন প্রাণ,
দহে অনল সমান, প্রেম প্রতিকুল ॥ (৭৮৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তার অদর্শন বাণ, ভেদিল আমার প্রাণ।
প্রবিষ্ট হইল হৃদি, যেন অনল সমান ॥
হইলে অন্য আঘাত, ক্রমে হয় নিবারিত,
বৃদ্ধি করে প্রেমাঘাত, বিরহিত করে জ্ঞান ॥ (৭৮৭)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরী।

বিচ্ছেদ অনলে তার, দহিছে প্রাণ আমার।
অদর্শনে প্রজ্বলিত, প্রাণে সহা মহাভার ॥
সামান্য অনল হলে, নিবারণ হয় জলে,
এ জ্বালা না যায় জলে, বরং জ্বলে অনিবার ॥ (৭৮৮)

রাগিণী লুম। তাল খেমটা।

আজ্ এমন দুঃখি কেন, বল বল প্রিয়ে।
কেন প্রাণ মৌন হয়ে, মনো আহ্লাদ ত্যজিয়ে ॥
বিমর্ষ বদন দেখি, কি লাগিয়ে ॥ (৭৮৯)

রাগিণী লুম। তাল খেমটা।

না হেরে তোমারে প্রাণ, করে যে কেমন।
জীবন বিহীন মীন, দেখ কাতর যেমন॥
তোমা বিনা মম মন, জানিবে তেমন॥ (৭৯০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঝুরিছে তব নয়ন, কি লাগিয়া প্রাণ।
কোন দুঃখে দুঃখি হয়ে, আছ ম্রিয়মাণ॥
বিধুমুখি অধোমুখে, কি কারণে আছ দুঃখে,
দারুণ মন অসুখে, মানে হত জ্ঞান॥ (৭৯১)

রাগিণী টোড়ী। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিচ্ছেদ কারণে, সুখ বিসর্জ্জনে, তাপিত জীবনে।
দুঃখ নিবারিতে, ধৈর্য্য ধরা চিতে,
অসাধ্য দেখি সাধনে॥ (৭৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নাহি ভেবো তারে, বুঝাই অন্তরে, সে কথা কে ধরে।
হয়ে মম মন, না মানে বারণ,
তাহারি ভাবন, বরং আঁখি ঝোরে॥ (৭৯৩)

রাগিণী টোড়ী। তাল জলদ্‌তেতালা।

নিষ্ঠুর স্বভাব এত শঠ মন, না জানি কখন।
কপট দেখি দারুণ, তুমি অতি নিদারুণ,
স্বভাব যেন অরুণ, অবলা দাহন॥ (৭৯৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কেমনে ভুলিল মন, না জানি কারণ।
যার জন্য এই দশা, সেই উচাটন॥

ভাল বাসিয়া যাহারে, ঘরে পরে নিন্দা করে,
দ্বিভাব তার অন্তরে, কঠিন এমন ॥ (৭৯৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

ওরে আমার প্রাণ, কি ভাব অন্তরে।
আপনি আপন নহি, না হেরে তোমারে ॥
তুমি যখন বিগুণ, দুঃখ বাড়য়ে দ্বিগুণ,
কাষ্ঠে যেমন আগুণ, দহে যে আমারে ॥ (৭৯৬)

রাগিণী টোড়ী। তাল ঐ।

মৌন হয়ে এ কেমন, এত বলি নাহি শুন বল কি কারণ।
দেখে তোমায় অভিমানে, দুঃখিত অত্যন্ত মনে,
বচন নাহি বদনে, সজল নয়ন ॥ (৭৯৭)

রাগিণী খট। তাল জলদ্‌তেতালা।

তাহারি প্রেম লাগিয়ে, দুঃখ অতি পাই মনে।
ভালবাসা এত ক্লেশ, তাহা না জানি স্বপনে ॥
না বুঝিয়া প্রেম করে, এই ফল হলো পরে,
নাহি পাইলাম তারে, পরিশ্রম অকারণে ॥ (৭৯৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি যত ভালবাস, তাহা বুঝেছি এখন।
নাহি দেখি সেই মন, প্রথমে ছিলে যেমন ॥
পরিচয় বিলক্ষণ, পেয়েছি দেখে লক্ষণ,
মন দেখি অনুক্ষণ, অন্য জন প্রিয়জন ॥ (৭৯৯)

রাগিণী যোগীয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম করে এত দুঃখ, নাহি জানিতাম প্রাণ।
তবে কি প্রণয়-পুষ্পে, বসি লইতাম ঘ্রাণ ॥

দেখি তব ব্যবহার, নিরাশ হল মন আমার,
যেমন মন তোমার, বুঝিলাম নাহি ত্রাণ ॥ (৮০০)

রাগিণী যোগীয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

বাক্য বিধু সুধা সম, বিষ পরিপূর্ণ মন।
বচনে দেখি যেমন, অন্তর নহে তেমন ॥
যাহার কাছে যখন, জানাও তার তখন,
অদ্ভূত তব লক্ষণ, কুটিলতা আচরণ ॥ (৮০১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

আমার মন মানে না, কি করি রে।
অধৈর্য্য হয়েছে মন, ধৈর্য্য কিসে ধরি রে ॥
সদা উচাটন মন, নাহি মানে নিবারণ,
বিরহে করে দহন, বুঝি প্রাণে মরি রে ॥ (৮০২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বল, কি করি মন মানে না।
কত বলি বুঝাইয়া, এ মন শোনে না ॥
মনের অদ্ভূত গতি, ইচ্ছা অনুযায়ী মতি,
ঘটিবে পরে দুর্গতি, জানিয়ে জানে না ॥ (৮০৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এ কি করিলে আমারে।
সুস্থির থাকা অসাধ্য, অধৈর্য্য অন্তরে ॥
দৈবে যদি যাই দূরে, ভাসি নয়নের নীরে,
প্রাণ যে কেমন করে, না হেরি তোমারে ॥ (৮০৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার, মন সদা ভাবে তারে।
না দেখিলেও নয়নে, উদয় অন্তরে ॥

ধ্যান জ্ঞান সদা তারি, অন্তরে সতত করি,
মনে না ভুলিতে পারি, সদা আঁখি ঝোরে ॥ (৮০৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

আমার, মন হল এ কেমন।
সতত অস্থির রহে, সখার কারণ ॥
সে যখন কাছে রয়, সব দুঃখ প্রাণে সয়,
অদর্শনে দুঃখ হয়, ঝোরে দুনয়ন ॥ (৮০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার, মন না হয় আপন।
বুঝায়ে বলি অন্তরে, না মানে বারণ ॥
মন নহে নিবারিত, ভাবে তাহারে সতত,
পর ভাবে অবিরত, করয়ে যাপন ॥ (৮০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আমার, মন না হয় আপন।
বলি মনে কেন ভাব, না ভাবে যেঁ জন।
যদি মন কথা শুনে, স্থিরভাবে থাকে মনে,
কিন্তু কেবা কথা শুনে, এ মন এমন ॥ (৮০৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অসাধ্য, স্থির রাখিতে আঁখি রে।
অনিচ্ছা যদিও মনে, তথাপি দেখি রে ॥
বরং ধৈর্য্য ধরে মন, কিন্তু চঞ্চল নয়ন,
তারে মাত্র নিরীক্ষণ, করিতে সুখি রে ॥ (৮০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সখি রে, কি করি বল উপায়।
তাহার লাগিয়া বুঝি, পড়িলাম দায় ॥

শয়নে কিম্বা স্বপনে, সেই রূপ ভাবি মনে,
কেমনে রাখি গোপনে, দেখি অনুপায় ॥ (৮১০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বুঝেছি, তুমি যেমন সুজন।
সরল স্বভাব নহে, কঠিন কুমন ॥
পাষাণ সম হৃদয়, অবলা প্রতি নির্দ্দয়,
জান না হতে সদয়, নষ্ট আচরণ ॥ (৮১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আপনে নহি আপন। [কি জ্বালা]
পরের প্রেমে যতন, সদা করে মন ॥
নিজ মন ভাবে পরে, ভুলিয়া গেল আমারে,
দেখিতে মাত্র তাহারে, চঞ্চল নয়ন ॥ (৮১২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পরের বশ অন্তর। [হইল]
তিলেক না হেরি তারে, সতত কাতর ॥
কেবল তাহারে মন, কেবল তারে যতন,
গৃহ-কার্য্যে নাহি মন, ভাবিতে তৎপর ॥ (৮১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

করিলে যতন মন, পাওয়া নহে সুকঠিন।
উৎসাহে রাখিলে প্রেম, কভু না হয় মলিন ॥
সরলে ভালবাসিবে, কপট নাহি করিবে,
এমন ভাব রাখিবে, প্রমোদে যাইবে দিন ॥ (৮১৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করে তব সনে, প্রাণ হে, এই হইল।
কুল মান লাজ ভয়, সকলি দেখ মজিল ॥

গুরু জনের গঞ্জনা, লোকের সদা লাঞ্ছনা,
পড়সি করে ভৎর্সনা, দেশে কুরব রটিল ॥ (৮১৫)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণপণে ভালবাসি, তথাপি না পাই মন।
পাষাণ নির্ম্মিত মন, অথবা লৌহে গঠন ॥
তব প্রেম সযতনে, সাধি সদা প্রাণপণে,
কিন্তু অপ্রিয় লক্ষণে, বিফল হলো যতন ॥ (৮১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমে যত সুখ হয়, দুঃখোদয় ততোধিক।
সেই জন মর্ম্ম জানে, যে জন হয় প্রেমিক ॥
যখন না থাকি কাছে, ভাবি সে কেমন আছে,
অন্য মন হয় পাছে, চিন্তা নহে স্বাভাবিক ॥ (৮১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মদীয় ভাবনা প্রিয়ে, কিঞ্চিত কেন ভাবনা।
যদিও দ্বিভাব মনে, অনুচিত বিড়ম্বনা ॥
স্বকীয় কর্ম্ম বিগুণে, পরকীয় ভাব দিনে,
ভবদীয় ভিন্ন মনে, বিধিও করে বঞ্চনা ॥ (৮১৮)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

বুঝিলাম তব ভাব, প্রেয়সি তব স্বভাব।
প্রকাশ পাইল ভাব, যে ভাব হৃদয়ে ভাব ॥
সতত ভাবিত ভাবে, এ ভাব কাহার ভাবে,
ভাল হে জানালে ভাবে, যার অভাবে এ ভাব ॥ (৮১৯)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

যত ভালবাসে মন, তাহা কি জান না প্রাণ।
অবলা হইয়া বলা, নাহি হয় সুবিধান ॥

প্রেমিক হয় যে জন, প্রেমভাবে জানে মন,
তুমি যে নহ তেমন, অজ্ঞ প্রণয় সন্ধান ॥ (৮২০)

রাগিণী সিন্ধু। তাল জলদ্‌তেতালা।

কত ভালবাসি প্রিয়ে, জানিয়ে কেন জান না।
ভাব দেখি যে বোঝ না, বলিলে কথা শোন না ॥
জানিতে যদি এ মন, তবে কি ভাব এমন,
পর চিত্ত অদর্শন, এ জন্য তাহা মান না ॥ (৮২১)

রাগিণী ঝিঁঝিটীখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সদয়তা চতুরতা, ভাবে বুঝা যায় প্রাণ।
বুঝিয়ে কি হবে স্থির, অস্থির সতত প্রাণ ॥
প্রাণপণে এত সাধি, তবু কর অপরাধি,
জানি মনে নিরবধি, শঠ প্রেমে নাহি ত্রাণ ॥ (৮২২)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ঠুঙ্গরী।

প্রাণ এই কি বিধান।
ভালবাসে যেই জন, তারে অবিধান ॥
যে জন তোমার লাগি, কুল শীল পরিত্যাগী,
তব প্রেমে অনুরাগী, তারে হত জ্ঞান ॥ (৮২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তারে এই কি সম্ভবে।
সব ত্যজি যেই জন, তব ভাব হৃদে ভাবে ॥
সে কথা কি মনে হবে, প্রেমের ঘটনা যবে,
সে রবে কি প্রাণ রবে, রবে প্রাণ কথা রবে ॥ (৮২৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি গুণে ভুলালে বল, অজানতে প্রাণ।
শয়নে স্বপনে তব, রূপ করি ধ্যান ॥

চাতুরিতে মন হরি, লইলে কেমন করি,
বুঝিতে কিছু না পারি, হল হত জ্ঞান ॥ (৮২৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সকল বুঝিতে পারি, যেমন তোমার ভাব।
বুঝিলে কি হবে বল, মনে নহে অসম্ভাব ॥
আপন হইয়া মন, নাহি মানে নিবারণ,
তব প্রেমে অচেতন, নাহি করে পরভাব ॥ (৮২৬)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সেই ভাল প্রিয়ে, যারে দেখি থাক ভাল।
ধন্য সেই জন প্রাণ, যাতে আছ ভাল ॥
ভাল থাক দেখি যারে, ভাল চক্ষে দেখ তারে,
চক্ষু লজ্জা কিবা করে, মন তুষ্টি ভাল ॥ (৮২৭)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভাল রূপে বুঝিলাম, প্রিয়সি তোমার মন।
আগে না জানিয়ে, মোহে দুঃখ হইল এখন ॥
আগে যদি জানিতাম, তদুপায় করিতাম,
বৃথা নাহি মজিতাম, না হত ক্লেশ ঘটন ॥ (৮২৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

যারে বিনা নয়ন, সতত ঝোরে।
কেমনে কি বা উপায়ে, ভুলিতে পারি তারে ॥
তার বশে মম মন, তার চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
নাহি মানে নিবারণ, তার ভাব অন্তরে ॥ (৮২৯)

রাগিণী টোড়ীভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

এ কেমন প্রিয়ে, কঠিন ব্যবহার।
অনুচিত প্রেম রীত, ভিন্ন ভাব যার ॥

অধীন জনেরে কেন, কষ্ট দিতে ইচ্ছা হেন,
বিপক্ষের মত যেন, ঘৃণা অনিবার ॥ (৮৩০)

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

কঠিন ব্যবহার, কেন অনুগতে।
বধিলে বধিতে পার, কে আছে রাখিতে ॥
মম আর নাহি স্থান, তোমা ভিন্ন ওরে প্রাণ,
কোথা উচিত বিধান, রীত বিপরীতে ॥ (৮৩১)

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

এ কি হেরিলাম সই, সুরূপ নয়নে।
কটাক্ষে হরিল মন, কিবা গুণ জানে ॥
শয়নে স্বপনে তারে, সতত হেরি অন্তরে,
প্রাণ নাহি ধৈর্য্য ধরে, বুঝালে যতনে ॥ (৮৩২)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

কিবা ক্ষণে হেরিলাম, প্রেয়সী তোমারে।
সে অবধি মম মন, ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
তব যুগল নয়ন, হেরিয়া হরয়ে মন,
চুম্বকে লৌহ যেমন, আকর্ষণ করে ॥ (৮৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

উচিত কি হয় প্রাণ, করা মন ভারি।
কেন এত ক্রোধ কর, নিতান্ত তোমারি ॥
বধিলে বধিতে পার, তুমি বিনা কেবা আর,
এত ক্ষমতা তোমার, বোঝ না সুন্দরি ॥ (৮৩৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এমন কঠিন মন, যেমন পাষাণ।
করিয়ে মিনতি এত, নাহি গেল মান ॥

বুঝিলাম তব মন, সরল ভাব যেমন,
অনুগতে এ কেমন, বিড়ম্বনা প্রাণ ॥ (৮৩৫)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

স্বেচ্ছাধীন হলো মন, নাহি মানে নিবারণ।
সেই ত নহে আপন, তথাপি তারে যতন ॥
পর সম ব্যবহার, জানিয়া তার আচার,
কিন্তু মন বশে তার, না ভাবে কু আচরণ ॥ (৮৩৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি সুখ হইল মম, শঠ সনে প্রেম করি।
সতত অন্তর জ্বালা, কেমনে তাহা নিবারি ॥
প্রণয়-জ্বালা এমন, কিসে জানিব তখন,
ভুগিয়া জানি এখন, তাহার সব চাতুরি ॥ (৮৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আজ হে কেন বিরস, হেরি প্রেয়সি তোমারে।
কি দুঃখে হইয়া দুঃখি, এত অসুখি অন্তরে ॥
প্রফুল্ল হেরি বদন, শীতল থাকিত মন,
কি লাগি ঝোরে নয়ন, বল না প্রিয়ে আমারে ॥ (৮৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তোমা বিনা কারো নহি, নিতান্ত জানিবে প্রাণ।
দূরে থাকি তবু মনে, তোমারি সতত ধ্যান ॥
কমলিনী দিবাকর, দোঁহে রহে লক্ষান্তর,
কিন্তু প্রফুল্ল অন্তর, যেন কান্ত সন্নিধান ॥ (৮৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করে বিপরীত, হইল আমার প্রাণ
গঞ্জনা অনল সম, সদা করে হত জ্ঞান ॥

সুখ হবে প্রেম করি, আশ্বাসে ভয় নিবারী,
না জানিলে এ চাতুরি, বিশ্বাসে কাহার ত্রাণ ॥ (৮৪০)

রাগিণী পরজ কালেঙ্গড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

সরলে কঠিন মন, কদাচ উচিত নহে।
যতনেতে অযতন, করিলে কি প্রেম রহে ॥
আমার যে করে প্রাণ, তুমি নাহি বুঝ প্রাণ,
এ যাতনা অবিধান, অবলা কেমনে সহে ॥ (৮৪১)

রাগিণী ঝিঝুটা। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণে কত সব আর, বিচ্ছেদে রহিয়ে।
অদর্শনে মরি প্রাণে, সতত দহিয়ে ॥
বলে কি জানান যায়, মনো ভালবাসে যায়,
সে বিনা জীবন যায়, কি হবে কহিয়ে ॥ (৮৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ যে কেমন করে, না হেরে তাহারে।
আপনি বুঝিতে নারি, বুঝাব কি পরে ॥
নিকটে থাকিলে সুখ, অন্তরে অন্তরে দুখ,
না হেরিয়ে তার মুখ, হৃদয় বিদরে ॥ (৮৪৩)

রাগিণী সিন্ধুকাফী। তাল ধিমাতেতালা।

কেমন করে এ প্রাণ, বলিয়ে বুঝান দায়।
বাক্যেতে জানাব কত, মনের কথা তোমায় ॥
আমার মন জানিলে, না থাকিতে অকৌশলে,
এখন কি ফল বলে, অরণ্যে রোদন প্রায় ॥ (৮৪৪)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভালবাসার কিবা রীতি, কেবল তাহারে মন।
অন্তরে থাকিলে দেখ, অন্তর করে কেমন ॥

বাসনা সতত মনে, প্রাণ তব দরশনে,
দিবা নিশি সে কারণে, ঝোরে মম দুনয়ন ॥ (৮৪৫)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেন এ অধীন জনে, প্রিয়ে এত বিড়ম্বনা।
রাখিলে রাখিতে পার, বধিলে নাহি যন্ত্রণা ॥
তোমা বিনে অন্য জনে, কভু নাহি জানি মনে,
পরের বচন শুনে, কেন কর কুমন্ত্রণা ॥ (৪৪৬)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অন্তর কেমন করে, প্রিয়ে তোমারি লাগিয়ে।
বলে কি জানাব মন, থাকি কত দুঃখ সয়ে ॥
দর্শন যখন হয়, জীবন সুস্থির রয়,
বিরহে দুঃখ সঞ্চয়, থাকি শব সম হয়ে ॥ (৮৪৭)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

নয়নে ভালবাসিলে, মনে স্নেহ নাহি হয়।
আন্তরিক গাঢ় প্রেমে, প্রণয় রহে অক্ষয় ॥
কেবল চক্ষুর স্নেহে, চাক্ষুষ পর্য্যন্ত রহে,
বিরহে তাপিত নহে, অন্তরে সুখেতে রয় ॥ (৪৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল ধিমাতেতালা।

অন্তর কেমন করে, কহিয়ে বুঝাব কারে।
সতত অস্থির হয়, নয়নে না হেরে তারে ॥
সে যখন থাকে দূরে, ব্যাকুল হই অন্তরে,
পক্ষী রহিলে পিঞ্জরে, যেমন দুঃখি অন্তরে ॥ (৪৪৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন নিবারণ নহে, যত বলি নাহি শুনে।
তিলার্দ্ধ না হয় স্থির, অস্থির সতত প্রাণে ॥

কত বুঝাই ভাব কেন, জলবিম্ব প্রেম জেন,
সুহৃদ বচন মেন, ভুলো না দেখি নয়নে ॥ (৪৫০)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতাল।

তুমি নাহি বুঝ মন, এ বড় আশ্চর্য্য প্রাণ।
কত ভালবাসি প্রাণে, নাহি জান সে সন্ধান ॥
সদা হয়ে অনুগত, যত্ন করিলাম কত,
নহে তব মন রত, ইহার নাহি বিধান ॥ (৪৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বল কিবা দুঃখে প্রাণ, অধোমুখে ম্রিয়মাণ।
বিনা দোষে বিধুমুখি, এত কেন অভিমান ॥
তুচ্ছ বাক্যে মন ভারি, কেন এ ভাব সুন্দরী,
তব ক্লেশে প্রাণে মরি, কর মান সমাধান ॥ (৮৫২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পরেরি কথায় কেন, নির্দ্দয় হও এমন।
অকারণে মন ভারি, সদা হেরি অযতন ॥
শুনিলাম পরে পরে, অনুগত তুমি পরে,
যতন নাহি আমারে, নিরন্তর উচাটন ॥ (৮৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জেনে প্রেম করা নাহি, উচিত হয় কেমনে।
বিচ্ছেদ অনল সম, দহে দেহ রাত্রি দিনে ॥
তাহার থাকিলে মন, সার্থক হয় যতন,
নচেৎ হয় পীড়ন, উভয়েরি মন প্রাণে ॥ (৮৫৪)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

তুমি ভাল আছ প্রাণ, সেই মম ভাল।
মম ভাল নহে ভাল, তব ভাল ভাল ॥

আজ সুপ্রভাত ভাল, দিন ভাল ক্ষণ ভাল,
আমার কপাল ভাল, এ সুযোগ ভাল ॥ (৮৫৫)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

মান করে গেল মান, হল ভাল মান।
মানে হল মান ক্ষয়, বৃথা অপমান ॥
করেছিলাম অভিমান, বঁধু বাড়াইবে মান,
সে মানে গেল সম্মান, মানে হই ম্রিয়মাণ ॥ (৮৫৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ক্লেশিত ঘৃণিত হয়ে, কত আর সব।
চির দিন কি এ ভাবে, মনে দুঃখ সব ॥
সহিলাম দুঃখ সব, যত পারি তত সব,
সদা ভাবি ভাবি সব, মৃত প্রায় যেন শব ॥ (৮৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেয়সি প্রাণ কঠিন, হইল বিশ্বাস।
তুমি ভাব পর জনে, নহে অপ্রকাশ ॥
তব অদর্শনে প্রাণ, আমার নাহিক ত্রাণ ॥
পর গত তব প্রাণ, গতিকে বিশ্বাস ॥ (৮৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমন স্বভাব তব, ভাবি মনে মনে।
জানিতে পেরেছি প্রিয়ে, তাহা এত দিনে ॥
যেমন তোমারি মন, বুঝেছি তাহা এখন,
প্রস্তর নহে এমন, কঠিনতা গুণে ॥ (৮৫৯)

রাগিণী সিন্ধুরা। তাল ধিমাতেতালা।

প্রাণ সম ভাবি যারে, কেমনে ত্যজিব তারে।
প্রিয়া ত্যাগ প্রাণ ত্যাগ, সমান বোধ অন্তরে ॥

কে বা আছে প্রাণ তুল্য, প্রিয়জন তব তুল্য,
উভয়ে হয় অমূল্য, প্রেমিক দেখ বিচারে ॥ (৮৬০)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

তুমি তো না জান প্রাণ, প্রেমে উচিত যাদৃশ।
বুঝি অভিষিক্ত নহ, প্রণয়-রসে তাদৃশ ॥
এই কি প্রেমিক ভাব, ভাবুকের পর ভাব,
ভুবনে এমন ভাব, না দেখি তব সদৃশ ॥ (৮৬১)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ছপ্‌কি।

যারে ভাব সে না ভাবে, এ কি ভাবনা।
ভাবেতে হলে অভাব, বৃথা ভাবনা ॥
এ ভাবেতে সে কি ভাবে, তা তো জান না।
অনর্থক মন দিয়ে, শেষে ভাবনা ॥
প্রেমের প্রথমে এ সব, মনে থাকে না।
তার অভাবে সেই ভাব, ঘটে ভাবনা ॥
পর জন কভু, নিজ জন হয় না।
এ ভাবিয়ে মন দিলে, কেন ভাবনা ॥
পরে কত আছে দুঃখ, কত লাঞ্ছনা।
এ ভাবে না কে বা ভাবে, প্রেম ভাবনা ॥
করিতে উচিত ছিল, এ বিবেচনা।
পরে মন দিয়ে পরে, কেন ভাব না ॥ (৮৬২)

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল ধিমাতেতালা।

যদিও জেনেছি,প্রাণ, তোমার মন যেমন।
আমার মানস নহে, প্রাণ করিতে তেমন ॥

মনে করি নিরবধি, নাহি হই অপরাধি,
তথাপি তোমারে সাধি, মম সময় এমন ॥ (৮৬৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

যে ভাবে ভাবিত সদা, সে ভাব কেবা জানিবে।
স্বভাবে ভাবিতে যদি, তবে ভাবিতে এ ভাবে ॥
আমি ভাবি তব ভাবে, তুমি ভাব কার ভাবে,
সেই ভাবে কি না ভাবে, যেই ভাবে সেই ভাবে ॥ (৮৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ক্ষণেক হেরিয়ে প্রাণ, করিলে মন হরণ।
কি মোহন মন্ত্র জান, ভাবি তাই সর্ব্বক্ষণ ॥
কটাক্ষে হরিলে চিত, এই কি তব উচিত,
কে দিল দুষ্কর রীত, তস্কর রীতি যেমন ॥ (৮৬৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

স্নেহ করে যেই জন, সেই জন দুঃখ পায়।
স্নেহ না থাকিলে মনে, ভাবে তার কিবা দায় ॥
অধীনে যদি ভাবিতে, তবে ভাবনা জানিতে,
ভাবনা কি অভাবেতে, স্বভাবেতে জানা যায় ॥ (৮৬৬)

রাগিণী সিন্ধু কাফী। তাল বিমাতেতালা।

যে জানে সে জানে, কি দুঃখ মনে মনে।
গোপনে প্রেম ঘটনে, সদা ক্লেশ প্রাণে প্রাণে ॥
বোধ এই মিলন কালে, বঞ্চিব সম কালে,
প্রতিকূলে বাদ সাধে কালে, বুঝিয়ে সময় কালে,
লাজে প্রকাশ করি নে ॥ (৮৬৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেমে কি গুণ আছে, সে জন জেনেছে।
ঠেকেছে মজেছে যেই, প্রেম বান্ধা তারি কাছে॥
যে নহে প্রেমের ব্রতী, সে কি জানে প্রেম রীতি,
বিনতি প্রণয় পদ্ধতি, অপরে অজ্ঞাত নীতি,
যে করেছে সে ভুলেছে॥ (৮৬৮)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেম না করিলে কেহ, প্রেম গুণ কি জানিবে।
ফল ভক্ষণ ব্যতীত, আস্বাদন কে পাইবে॥
প্রেমে যেই না মজেছে, প্রেম গুণ কি জেনেছে,
প্রেম জেনো তার কাছে, দর্পণ অন্ধে হইবে॥ (৮৬৯)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয় করিয়া কেবা, নাহি ভালবাসে রে।
মৌখিক না হয় প্রেম, কেবল সম্ভাষে রে॥
তুমি প্রাণ গুণনিধি, জানিতাম নিরবধি,
তবে কেন এ অবিধি, চাতুরি আভাসে রে॥ (৮৭০)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেমাঙ্কুর যার হৃদে, হয় উদ্দীপন।
লোক লাজ ভয় যেন, জীবন সিঞ্চন॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস আহে, সমীরণ সম বহে,
প্রেমাঙ্কুর নাহি দহে, বরঞ্চ করে বর্দ্ধন॥ (৮৭১)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

তোমার লাগিয়ে পরে, পরাপরে কুৎসা করে।
কত সহিব অন্তরে, সদা আঁখি ভাসে নীরে॥

কভু নাহি জানি যারে, বিনতি করেছি তারে,
কিন্তু পরে জানিবে পরে, তবু পরে পরস্পরে,
তাচ্ছল্য করে আমারে ॥ (৮৭২)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মন প্রাণ হয় যার, সে বিনে কে আছে আর।
সে আমার আমি তার, এ প্রাণ সে প্রাণ তার ॥
দেহ প্রাণ যার বশে, তদন্য সন্তোষ কিসে,
পরিতোষ যার পরিতোষে, প্রাণাধিক অধিক সে,
ভিন্ন নহে সে আমার ॥ (৮৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে জনে এ জন স্নেহ, করে প্রাণপণে।
সে জনে ত্যাগ করণে, কেন কহে অন্য জনে ॥
ভালবাসি যে তাহারে, কি ক্ষতি হইল পরে,
কিন্তু পরে কি করিতে পারে, সতত অন্তরে যারে,
রেখেছি আপন জ্ঞানে ॥ (৮৭৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

যার লাগি যাতনা, সে তো তাহা জানে না।
কত যে পাই বেদনা, কেহ তো তাহে কহে না ॥
প্রিয়জন সতন্তরে, যে দুঃখ পাই অন্তরে,
কেবা তারে এ বুঝাতে পারে, তবে পারে যেই পারে,
হয়েছে যার ঘটনা ॥ (৮৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সদা যাহারে অন্তরে, স্নেহ করে সমাদরে।
কেন তারে পরে পরে, কুৎসা করে পরস্পরে ॥
করিতে উভয়ে ভেদ, চেষ্টা পায় এই খেদ,

এ বিচ্ছেদ কে ঘটাতে পারে।
কেবা জানে ভেদাভেদ, অন্তরে আর বাহিরে॥ (৮৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ তারে ভালবাসে, তবে কেন পরে দোষে।
কিবা দোষে কটু ভাষে, অবশেষে আর রোষে॥
এই প্রাণে ভেদ কি সে, ইহাতে বিচ্ছেদ কিসে,
বিনা মম প্রাণ পরিশেষে, অপরের ক্লেশ কিসে,
মম মন পরিতোষে॥ (৮৭৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেমনে এ মনে ধৈর্য্য, মানে সখি সেই বিনে।
যেই জনে প্রাণ জ্ঞানে, রেখেছি যতনে প্রাণে॥
না করি প্রাণ গরিমা, সেই প্রিয়া প্রিয়তমা,
তার উপমা নাহি পরিসীমা, বঞ্চিত বাঞ্ছিততমা,
লাঞ্ছিত প্রাণ ধারণে॥ (৮৭৮)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

সে কি জানে প্রেম-গুণ, প্রেমে লিপ্ত যে না আছে।
কেমনে বুঝিবে প্রেমে, যথার্থ যে না মজেছে॥
সকলের নাহি সাধ্য, প্রেমেতে হইতে বাধ্য,
প্রেম কি হয় বিনারাধ্য, যে করেছে সে জেনেছে॥ (৮৭৯)

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে জানাবো প্রাণ, মন অধীন তোমার।
মন স্নেহ মন জানে, বচনে বুঝান ভার॥
সুসাধ্য হইলে প্রাণ, দেখাইতাম স্নেহ স্থান,
তবে সে জানিতে মন, নহে বলা বৃথা আর॥ (৮৮০)

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

ব্যবহারে প্রকাশিত, স্নেহ করে কে কেমন।
মন নাহি দেখিলেও, ভাবে জানা যায় মন॥
স্নেহোৎপত্তি হলে মনে, লক্ষণে কি আলাপনে,
জানা যায় স্নেহগুণে, অন্তর যার যেমন॥ (৮৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে জানে না প্রেম তারে, করা প্রেম অতিসেম।
অপ্রেমিক জনে নাহি, রাখে প্রেম অতিসেম॥
কুলোকের করিলে সঙ্গ, মানির হয় মান ভঙ্গ,
মনো ভঙ্গ প্রেম ভঙ্গ, এমন প্রেম অতিসেম॥ (৮৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম করা কঠিন নহে, রাখা প্রেম সুকঠিন।
প্রেমের ভাজন যেই, সেই প্রেমের অধীন॥
প্রেমের প্রথমাবস্থা, বোধ হয় হবে চিরস্থা,
পরে ঘটে নানাবস্থা, প্রিয়জন প্রেম-হীন॥ (৮৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি দুঃখে দুঃখিনী প্রাণ, ঝোরে আঁখি ম্রিয়মাণ।
ভাবান্তর কোন্ ভাবে, ভেবে না পাই সন্ধান॥
দেহ প্রাণ মন মান, তব বশে আছে প্রাণ,
বধ নহে রাখ প্রাণ, যে তব হয় বিধান॥ (৮৮৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কিঞ্চিৎ তোমার স্নেহে, সঞ্চিত জ্ঞান আমারি।
বঞ্চিত করিলে প্রাণ, কভু না বঞ্চিতে পারি॥
বাঞ্ছিত জনে বঞ্চিতে, কে বল পারে বঞ্চিতে,
কিন্তু প্রিয়সী বাঞ্ছিতে, বঞ্চিত করিতে নারি॥ (৮৮৫)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

অদর্শন হলে প্রাণ, অন্য না ভাবিও মনে।
যথা তথা থাকি মন, বান্ধা আছে তব স্থানে॥
তবান্তরে নিরন্তর, অনুগত এ অন্তর,
কভু নহে স্বতন্তর, মন দেহান্তর বিনে॥ (৮৮৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কি কারণে ঝোরে আঁখি, বিধুমুখি প্রাণধন।
নাহি সুখী দেখি দুঃখী, অকস্মাৎ কি ঘটন॥
কি লাগি বিধু-বদনী, কার দুঃখে এ দুঃখিনী,
কেন বা হয়ে মানিনী, আছ রে অধোবদন॥ (৮৮৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণে সব কত আর, বল না এমন করে।
অদর্শনে জ্বালাতনে, প্রাণ রহে কেমন করে॥
এই দুঃখ কতকালে, ঘুচিবে মম কপালে,
না দেখিলে প্রাণ গেলে, দেখাইতাম কেমন করে॥ (৮৮৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রাণ যে কেমন করে, তারে না হেরে।
জীব থাকিতে শব প্রায়, তারে না হেরে॥
এ সময়ে দেখা যদি, দিত সে আমারে।
বিগত হইত প্রাণ, তাহার বদন হেরে॥ (৮৮৯)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

সকল সহিব প্রাণে, যে হয় তব বিচার।
তব অধীনতা প্রিয়ে, নিতান্ত করেছি সার॥
তব লাগি সব সব, সম্ভব কি অসম্ভব,
মনে সহাব সহিব, অধিক কি কব আর॥ (৮৯০)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমা ভিন্ন কভু নহি, দেখ করিয়া বিচার।
জানিবার চাহ যদি, মনে জান আপনার ॥
এই ভয় সদা করি, পাছে কর মন ভারি,
অন্য ভার সহিতে পারি, মনোভার সহা ভার ॥ (৮৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নিজ অনুগত জনে, সম্ভবে না ভিন্ন মন।
উচিত হয় বুঝিতে, কে বা পর কে আপন ॥
যে জন তোমারি ধ্যানে, বঞ্চিতেছে রাত্রিদিনে,
বঞ্চিত করা সে জনে, উচিত নয় এখন ॥ (৮৯২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যে জানে না ভাল বাসা, সেই সত্য ভালবাসা।
ক্ষণেক ভাল বাসিলে নহে তার ভাল বাসা।
ভাল বাসা ভাল বাসা, নহে এই ভাল বাসা,
তারে বলি ভাল বাসা, রাখে যেই ভাল বাসা ॥ (৮৯৩)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কিবা রূপ হেরিলাম সখিরে নয়নে।
অস্থির হইল প্রাণ, স্থির নাহি মানে ॥
কে এমন সুহৃৎ জন, করাবে তার মিলন,
এ দুঃখের সমাধান, হবে কত দিনে ॥ (৮৯৪)

রাগিণী মূলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রণয় করা সুজনে, কুজনেতে অতিভার।
অসাধ্য সাধনা হলে, নাহি মন টলে আর ॥
পরস্পর মনে মন, সতত থাকে মিলন,
অন্যথা নহে কখন, প্রেমে এই ব্যবহার ॥ (৮৯৫)

রাগিণী ঝিঁঝিটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

তুমি যদি ভালবাস, জনরবে কি হয় বল।
জনরব না হইলে, প্রেম না হয় প্রবল॥
সাধি যদি প্রাণপণে, না রহে প্রেম গোপনে,
তবে যে সাধি যতনে, লোকলাজ সে কেবল॥ (৮৯৬)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেমে যদি বিচ্ছেদ নহিত, তবে কি সুখ হইত।
উভয়েরি মন প্রাণ, সমতা ভাবে রহিত॥
মন ভঙ্গ প্রেম ভঙ্গ, রহিত আলাপ সঙ্গ,
বিচ্ছেদেরি অঙ্গ, যাতনা হলে বিচ্ছেদে,
কে করে তার বিহিত॥ (৮৯৭)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

ভাল না বাসিলে কেবা, ভাবে বল কার লাগি।
মনে স্নেহ না থাকিলে, কেন হব কুল ত্যাগী॥
সোঁপেছি মন যাহারে, সে বিনা কে ধৈর্য্য ধরে,
এ মন কে সুস্থ করে, বিনা সে প্রেমানুরাগী॥ (৮৯৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

চখের দেখা দেখে কিবা হবে, তাতে কি আশা পূরিবে।
বিনা সে পীযূষ পানে, মন কোথা সুখ পাবে॥
যার স্পর্শ আলিঙ্গনে, সুখী হব মন প্রাণে,
তাহার দূর দর্শনে, কেমনে প্রাণ যুড়াবে॥ (৮৯৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

অধীনী জনেরে, প্রাণ, বুঝি হইলে নিদয়।
যে ভাবে ভাবুক ছিলে, সে ভাব কোথা উদয়

মজিলাম যার জন্যে, সে এখন ভাবে অন্যে,
যথা রোদন অরণ্যে, বৃথা হল সমুদয় ॥ (৯০০)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

নারীর যে প্রিয় নহে, বৃথা তার এ জীবন।
সংসার কি রমণীয়, গমনীয় বরং বন ॥
রমণী যাহারে রুষ্ট, বিধি তারে নহে তুষ্ট,
তাহার উচিত শ্রেষ্ঠ, বর্জ্জনীয় ত্রিভুবন ॥ (৯০১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

জীবনে কি ফল বল, মননীয় ভাবান্তরে।
জীবনে জীবন ত্যাগ, করণীয় সদান্তরে ॥
আমার সে মননীয়, তার নহি কমনীয়,
এখন এই রমণীয়, গমনীয় ভবান্তরে ॥ (৯০২)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রেমের উচিত রীত, হয় একের সহিতে।
এক জনে এক মনে, অধিক সুখ পিরিতে ॥
একের রাখিতে মন, সেই অতি সুকঠিন,
এক মনে দুই জন, কখন পারে রাখিতে ॥ (৯০৩)

রাগিণী কেদারা। তাল ঐ।

এমন কেন প্রাণ তাহারি কারণ, হয় সতত আমার।
কি হৈল অন্তরে থাকিতে নারি অন্তরে,
মন যে কেমন করে, লাগিয়ে তাহার ॥
হেরিলে তার বদন, আহ্লাদিত হয় মন,
চেতনে হয় চেতন, সুখ হয় অপার।
যখন আমি আসি ফিরে, মন নাহি রহে ঘরে,
তাহারি তরে অন্তরে, সতত কাতর ॥ (৯০৪)

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্‌তেতালা।

এত যে গঞ্জনা প্রাণ লাঞ্ছনা মানে না, মন তোমারি কারণ।
গঞ্জনারি কারণে, দুঃখ কত পাই প্রাণে,
প্রেম করে তব সনে, হইল অপমান॥
কথা সব গঞ্জনারি, তোমারে কহিতে নারি,
উপায় কি বল করি, যাতে হয় সমাধান।
চির দিন ক্লেশ পেয়ে, আর এমন করিয়ে,
দুঃখ কত সহিয়ে, রাখিব জীবন॥ (৯০৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

এত দিনে আমাদের, বুঝি হলো প্রেম ভঙ্গ।
তুমি সদা কর ব্যঙ্গ, অপরের পেয়ে সঙ্গ॥
নিরাশ হয়েছি মনে, তব ভাব দেখে শুনে,
ব্যক্ত হবে কিছু দিনে, তোমার সকল রঙ্গ॥ (৯০৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে ভীরু কুরু করুণা, মাম্‌ প্রতি সম্প্রতি।
প্রণয় তৃষিত জনে, ঈক্ষণ-বারি দদাতি॥
হে হৃদি উল্লাসিনি, হে মনোমোহিনি,
হে আনন্দকারিণি, ক্ষম দোষ শুভমতি॥ (৯০৭)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

অনেক সয়েছি তোমার, আর সওয়া উচিত নয়।
সোজা আঙ্গুলে ঘি কি উঠে, বাঁকা আঙ্গুলে ঘৃত রয়॥
ওহে উষসের নাগর, তুমি ত চাপের গোবর,
সেইরূপ অতঃপর, যে যেমন করিতে হয়॥ (৯০৮)

রাগিণী দেশসুরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

বলিতে কি পারি প্রাণ, সে কথা বলিবার নয়।

কি জানি যদিও বলি, তাহা যদি নাহি রয় ॥
আছ আমার অবশে, থাকিলে না কভু বশে,
আমি কাঁদি ঘরে বসে, প্রাণে আর কত সয় ॥ (৯০৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খিমাতেতালা।

প্রেম করে হলো সেম্, দিল্ কি বাৎ কেষাৎপ্রচার।
রক্কিভ হন্ মাইমাইও, বলিতে গম্ নাচার ॥
যৎ যৎ দুঃখং প্রাপ্নোমি, কেমনে জানিবে তুমি,
ওয়াট্ পাশেষ অন্মি, কহনা হ্যায় দোষওয়ার ॥ (৯১০)

রাগিণী ঐ। তাল কওয়ালি।

প্রেম করিয়ে দুঃখ সহিয়ে, হয়েছে এমন কার।
ভাবিয়ে ভাবিয়ে মরমে মরিয়ে, পেয়েছে কেবা নিস্তার ॥
ভর্ৎসিয়ে ভর্ৎসিয়ে, কটু কহিয়ে কহিয়ে,
ভয়ে ভয়ে রয়ে রয়ে, কি সুখ বাঁচিয়ে আর।
কত শুনায়ে শুনায়ে, বলে ডাকিয়ে ডাকিয়ে,
ক্লেশে থাকিয়ে থাকিয়ে, কাঁদিয়ে উঠেন ভার ॥ (৯১১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খিমাতে তালা।

পরাঙ্মুখ হলে প্রেমে, বল কার সুখ দেখি।
আমারে ফেলিয়ে দুঃখে, কাহারে করিলে সুখী ॥
যে জন্যে আমি ডরাই, বুঝিই বা ঘটে তাই,
তোমার আর মন নাই, সদাই থাক হে দুঃখী ॥ (৯১২)

রাগিণী জঙ্গলা। তাল আড়া কওয়ালি।

কি সুখে ছিলাম, কি দুঃখ পাইলাম।
তোমার প্রেমেতে মজে, কুলটা হইলাম ॥
যা আমায় বলেছিলে, সে কথা কোথা রাখিলে,
কতই যে ক্লেশ দিলে, সকলি ত সহিলাম।

কেন হলে এত নষ্ট, দিতেছ যে কত কষ্ট,
দুকুলেতে হয়ে ভ্রষ্ট, মরমেতে মরিলাম ॥ (৯১৩)

রাগিণী সিন্ধু বারোয়াঁ। তাল কওয়ালি।

জন্ম যদি দুঃখে গেল, তবে সুখ পাব কবে।
বিধাতার সৃষ্টি নারী, দুঃখে রবে দুঃখ পাবে ॥
যেমন তেমন করি, কুলে ছিলাম ধৈর্য্য ধরি,
প্রেমজ্বালা সহিতে নারি, মনঃকষ্টে প্রাণ যাবে। (৯১৪)

রাগিণী ঐ। তাল আড়া কওয়ালি।

অধৈর্য্য করেছ প্রাণ, বল কিসে ধৈর্য ধরি।
এতেক করিলে তবু, তব নাম জপ করি ॥
কুলেতে হইয়ে নষ্ট, গঞ্জনায় পাই কষ্ট,
ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট, তব প্রেম বলিহারি ॥ (৯১৫)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল চিমাতেতালা।

কেন এলে কি কারণ, যাও যথা প্রয়োজন।
শুনেছি হে বিবরণ, তোমার নব ঘটন ॥
আর কেন জ্বলাতে এসো, উপরোধে কেন বসো,
যাও যারে ভালবাসো, যে এখন প্রিয় জন ॥ (৯১৬)

রাগিণী সিন্ধুড়া। তাল ঐ।

আমার আমার বলি যারে, সে আমার নহে এখন।
কার প্রেমে মজে মন, থাকে সদা উচাটন ॥
আমার সে জানিতাম, নিজ বলে ভাবিতাম,
এবে তারে জানিলাম, অন্য জনে সঙ্ঘটন ॥ (৯১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চক্ষু ছল ছল দেখি, বল বল কি কারণে।
একপ বিরূপ কেন, স্বরূপ কহ অধীনে ॥

কি দুঃখে দুঃখিত মন, শোকার্ত্ত অধোবদন,
অশ্রু পূর্ণিত নয়ন, দীর্ঘ শ্বাস ক্ষণে ক্ষণে ॥ (৯১৮)

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল মিশ্র তেতালা।

কথায় কথায় অপমান, কত আর প্রাণে সহে।
তিরস্কারে মনো দুঃখে, সদা চক্ষে বারি বহে ॥
অধীনী জানিয়ে কত, তুচ্ছ কর নানা মত,
ধৈর্য্য আর ধরি কত, কেমনে এ প্রাণ রহে ॥ (৯১৯)

রাগিণী সরফরদা। তাল একতালা।

কি তব প্রয়াস, কিবা অভিলাষ,
প্রকাশ করিয়া প্রিয়ে ! বল না।
জেনেছি আভাস, কর না প্রকাশ,
সন্দেহ বিনাশ কর ললনা ॥
সতত কেন ভাবিত, বিচলিত দেখি চিত,
অভিমত প্রকাশিত, উচিত তাহা কহ না।
দুঃখিত সুখ রহিত, নয়ন বারি পূরিত,
ভাবিত হে অভাষিত, মোহিত হে অনামনা ॥ (৯২০)

রাগিণী খাম্বাজমাজ। তাল বিমাতেতালা।

এক দিন ছিল বন্ধু, সুখের অপরিসীমা।
এখন এমন হলো, দুঃখের নাহিক সীমা ॥
প্রেমের আশ্চর্য্য রীত, কখন কিরূপ চিত,
উচিতেও অনুচিত, না থাকে কার গরিমা ॥ (৯২১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

যার জন্য এত দুঃখ পেয়েছি, এখনো পাইতেছি।
প্রেমে দুঃখ কি জেনেছি, এখন তাহা ভুগিতেছি ॥
কি হবে নাহি ভাবিয়ে, আগে পাছু না জানিয়ে,

হটাতে প্রেমে মজিয়ে, ফল তার দেখিতেছি। (৯২২)

রাগিণী মুলতানি বারোয়াঁ।। তাল কওয়ালি।

কারে কব কেবা জানে, মনো দুঃখ আমার।
কহিলে কেহ শুনে না, কহা হলো ভার॥
সুখে সকলে বন্ধু, দুঃখে কেবা কার,
এমন দেখি না কেহ, যে করে সৎকার॥ (৯২৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল যৎ।

সহিতে পারিবে কি না, আগে ভেবে তবে বল।
প্রেমের অনেক লেঠা, আগু পেছু বুঝে চল॥
প্রেম করা সহজ নয়, বহু কষ্টে বিঘ্ন হয়,
প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়, চুপে চুপে কোলাহল॥ (৯২৪)

রাগিণী খাম্বাজবাজ। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

জেনেছি তোমার মন, জেনেছি এখন।
সে ভাব নাহি এখন, যে ভাব ছিল তখন॥
ভাবে দেখি ভাবান্তর, মর্ত্তে দেখি মতান্তর,
অন্তর হলো অন্তর, যতনেতে অযতন॥ (৯২৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বল প্রিয়ে কিসে এত, হলো তব মনো কষ্ট।
দুঃখার্ণবে মগ্ন হয়ে, কেন প্রাণ কর নষ্ট॥
কি দোষে হই দূষিত, কর তাহা প্রকাশিত,
কেন হও দুঃখ চিত, উচিত কহ না স্পষ্ট॥ (৯২৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

হে মন আহ্লাদিনি, হৃদয়চারিণি প্রমদে।
হে বিলাসিনি অম্বুজাননি, মম হৃদি-সর্ব্বসুখদে॥
বিচ্ছেদার্ণবে পতিত, দর্শনে কুরু বারিত,

হে তরুণি উদ্ধারিত, কর সমূহ বিপদে॥ (৯২৭)

রাগিণী ছায়ানট। তাল তিওট।

বল কিসে তারে আমি পাই, মন চায় আমি চাই।
এতে যদি কুল যায়, আমিও সে কুলে যাই॥
সে ছাড়া হইয়া একা, গঞ্জনা সহিতে থাকা,
ঘরে থাকি যেন নেকা, শুনে যেন শুনি নাই॥ (৯২৮)

রাগিণী ঝিঝিটী। তাল জলদ তেতালা।

আমাকে করেছেন বিধি, প্রেমজ্বালা সহিতে।
নিন্দিত হয়েছি কুলে, দেখা নাই তার সহিতে॥
আমি যার অনুরাগী, সেই হইল বিরাগী,
হইলাম দুঃখভাগী, বিপরীত স্বভাবে॥ (৯২৯)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল মিমাতেতালা।

এলে যদি তবে একবার বস, পুন এস নাহি এস।
প্রেম করে দুঃখ দেওয়া, তোমার হলো এ যশো॥
নিজ মনো কথা বলে, থাক কিম্বা যাও চলে,
হারাব কেন দুকুলে, কেন বল এসো এসো॥ (৯৩০)

রাগিণী পঞ্জ বাহার। তাল খিমা কওয়ালি।

অন্তর চঞ্চল আঁখি ছলছল, কারণ বল প্রিয়ে।
সজল নয়ন মলিন বদন, রোদন কি লাগিয়ে॥
প্রকাশ মানস আশ, কেন ঘন ঘন শ্বাস,
কিবা তব অভিলাষ, নাহি বুঝি ভাবিয়ে॥ (৯৩১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মিমাতেতালা।

সহিবে কে বল তার, এত তিরস্কার।
এত কি দুষী হয়েছি, কথা সব যার তার॥
গুরুজনে দেয় দোষ, সে আবার করে রোষ,

কারে করিব সন্তোষ, দুদিক্ হইল ভার ॥ (৯৩২)

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল ঠুংরি কাওয়ালি।

আর কি লুকান থাকে, প্রণয় দেশে রটিল।
গুরুজন তাহে দ্বেষী, পড়সি মহাকুটিল ॥
গৃহে সদা তিরস্কার, বাহিরে দেখি চাৎকার,
প্রাণে কত সহে আর, এ প্রেম সাধ মিটিল ॥ (৯৩৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল মধ্যমান তেতালা।

হয়েছে না হতে বাকি আছে, যা হবার তাই হউক।
ভুগেছি আরো ভুগিব, মান রহুক কি না রহুক ॥
ভাল তখন বুঝেছি, যখন প্রেম করেছি,
কলঙ্কী যদি হয়েছি, তাতে প্রাণ যায় যাউক ॥ (৯৩৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান তেতালা।

কার জন্যে এত উচাটন, অধীনে নাহি যতন।
কোথা গেল নিত্ত ভাবা, বচসা দেখি এখন ॥
পাইয়ে কার সোহাগ, গেল প্রেম অনুরাগ,
প্রতি কথাতে বিরাগ, কহ কর্কশ বচন ॥ (৯৩৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল জলদ তেতালা।

মন অভ্যন্তরে কর বাস, এই ত মম প্রয়াস।
চঞ্চল হয়ো না প্রিয়ে, ত্যজ পর অভিলাষ ॥
ভালবাস ভালবাসি, সন্তোষ প্রিয়ে সন্তোষি,
শুদ্ধ প্রেম অভিলাষী, মমতা কর প্রকাশ ॥ (৯৩৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান তেতালা।

আর কি হবে তেমন ছিল যেমন।
পর কথা শুনে প্রাণ, কেন হইল এমন ॥
বুঝিলাম তব ভাবে, সামান্য কথা না হবে,

কে যে কি বলিল কবে, বল কথা সে কেমন ॥ (৯৩৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

যার জন্যে এত ক্লেশ, তবু সেই জাগে মনে।
অদর্শনে সেরূপ দেখি, সম্মুখ সম দর্শনে ॥
হৃদয়ে ধারণ করি, নয়ন মুদিলে হেরি,
মনে সেরূপ মাধুরী, শয়নে কিম্বা স্বপনে ॥ (৯৩৮)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

নানা সুখ নানা দুঃখ, প্রেমে সদা করে বাস।
মিলনে সন্তোষ দেখ, বিচ্ছেদে করে হুতাশ ॥
কভু রাগ কভু দ্বেষ, কভু তুষ্টি কভু ক্লেশ,
ক্রন্দনের নাহি শেষ, কভু হাস্য পরিহাস ॥ (৯৩৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

বিধুবদন সজল-নয়ন, প্রতিক্ষণ দীর্ঘশ্বাস।
ত্যজিয়ে ভূষণ ভূমিতে শয়ন, কবরীমোচন মলিনবাস।
ক্লেশিত হে অভাষিত, নয়ন জলে ভাসিত,
মোহিত হে উন্মাদিত, কারণ কর প্রকাশ।
হে ভীরু স্নেহ আস্পদ, প্রেমিক জন সম্পদ,
করুণা করি বিপদ, মিষ্ট-বাক্যে কর নাশ ॥
স্বরূপ বিরূপ দৃষ্টে, ত্রাসান্বিত মন কষ্টে,
প্রকাশি মন অভীষ্টে, ব্যক্ত কর অভিলাষ ॥ (৯৪০)

রাগিণী ভৈরবী। তাল কওয়ালি ঠেকা আদ্ধা।

এত মান ভাল নয়, মানে মান হয় ক্ষয়।
এমন মান করা ভাল, যাতে মানে মান রয় ॥
সেই মান শোভা পায়, সাধে মান ধরি পায়,
মান করে অনুপায়, কি ফল সে মানে হয় ॥ (৯৪১)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

নারী পদ্ম-সমা, পুরুষ মানস-ভৃঙ্গ।
যেন অনলে দগ্ধিত, হয় দেখহ পতঙ্গ॥
জানিয়ে প্রাণ হারায়, দিবা নিশি জ্বলে কায়,
তথাচ কি সুখ পায়, ভস্মিভূত করি অঙ্গ॥ (৯৪২)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল যৎ।

এত মান কি কারণে, অনন্য গতি এ জনে।
প্রকাশ করিয়ে বল, কেন প্রিয়ে রাখ মনে॥
উম্মাভাব মন গত, কি দোষে এত বিরত,
চন্দ্রমুখ অবনত, দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে॥ (৯৪৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

বুঝেছি অহে বন্ধু, আর ভালবাস না।
পেয়েছ নূতন প্রিয়ে, আর হেথা এসো না॥
তোমার মন বুঝেছি, লোক-মুখেতে শুনেছি,
সকল ভাব জেনেছি, বৃথা হেথা বসো না॥ (৯৪৪)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে বলিলে প্রিয়ে, আর ভালবাসি না।
কেমনে জানিলে বল, পূর্ব্বমত আসি না॥
তোমার প্রেম অধীন, আছি প্রিয়ে চিরদিন,
তথাপি কহ কঠিন, হেথা আসি বসি না॥ (৯৪৫)

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।